NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

২ সোশ্যাল মিডিয়ায় চর্চা অব্যাহত বাংলাদেশি নিউটনকে নিয়ে!

ইন্টারনেটের যুগে হারিয়ে যাচ্ছে মাইলস্টোনের প্রাসঙ্গিকতা? ২

কলকাতা ৯ জুন ২০২৫ ২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ সোমবার অষ্টাদশ বর্ষ ৩৫৭ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 09.06.2025, Vol.18, Issue No. 357, 8 Pages, Price 3.00

জোট বেঁধে তৈরি থাকুন, সন্দেশ শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: রবিবার সন্দেশখালির কানমারিতে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মাঠ থেকে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসকে তীব্র আক্রমণ শানালেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সন্দেশখালির মাটিতে গেরুয়া ঝড় তুলে সব সনাতনীদের উদ্দেশ্যে বার্তা দিয়ে শুভেন্দু বলেন 'ভাগ হবেন না, প্রস্তুত হোন।'

হিন্দু অধিকার রক্ষায় জোটের আহ্বান করার পাশাপাশি তৃণমূল দল ও সরকারকে 'জিহাদিদের রক্ষাকবচ' বলেও আখ্যা দেন বিরোধী দলনেতা। 'ভাগ হবেন না। জোট বাঁধুন, তৈরি থাকুন। তৃণমূলকে হারাতেই হবে।' এমনই লড়াকু বার্তা দিয়ে রবিবার সন্দেশখালির কানমারিতে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মাঠ থেকে তীব্র আক্রমণ শানালেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর দাবি, 'সন্দেশখালি, হিঙ্গলগঞ্জ আমাকে দিন। হাত জোড় করে বলছি, ভাগ হতে দেবেন না।'

হিন্দু অধিকার রক্ষার লড়াইয়ে আত্মবলিদানকারীদের উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেই সভা শুরু করেন শুভেন্দু। কর্মী-সমর্থক ও মাতৃশক্তির বিশাল জমায়েতে তিনি বলেন, 'তৃণমূলের জিহাদিদের হাতে আক্রান্ত হিন্দু পরিবারগুলির পাশে বিজেপি সর্বতোভাবে দাঁড়িয়েছে,

মোদীর প্রশংসায় শুভেন্দু

■ **'গত ১১ বছরে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদর্শী নেতৃত্বে ভারতে নারীর ক্ষমতায়ন এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধিতে এক রূপান্তরমূলক উত্থান প্রত্যক্ষ করেছে।' রবিবার এক্সবার্তায় এ কথা লিখলেন পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। 'উজ্জ্বলা যোজনা-র মাধ্যমে ২০২৪ সালের মধ্যে ৩২.৮৩ কোটি পরিবারে এলপিজি সংযোগ দ্বিগুণ করে লক্ষ লক্ষ জীবনকে বদলে দিয়েছে, নারীদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা পরিশ্রম থেকে মুক্তি দিয়েছে এবং দেশব্যাপী পরিষ্কার ও স্বাস্থ্যকর ঘর তৈরি করেছে। নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ সংরক্ষিত আসন নিশ্চিত করেছে। এটি মহিলাদের রাজনৈতিক ভবিষ্যত সুরক্ষিত করার একটি মাইলফলক আইন।'**

দাঁড়াবে। দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই।' শাহজাহান প্রসঙ্গে কটাক্ষ করে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'শাহজাহান বলেছিল, আমার পিঠের চামড়া তুলে নেবে। আজ আমি ওর বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে মিষ্টি খাচ্ছি।'

রবিবার সন্দেশখালির মাটি থেকে ফের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সরাসরি আক্রমণ শানিয়ে শুভেন্দু বলেন, 'এই রাজ্যে সবাই যোগ্য, অযোগ্য একজনই; মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।' এছাড়াও তিনি মহিলা ভোটারদের উদ্দেশ্য করে বলেন, 'বিজেপি এলে মহিলাদের ৩ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে। ৫০০-১০০০ টাকার লোভে শাঁখা-সিঁদুর বিসর্জন দেবেন না।'

রাজ্যের বর্তমান জন বিন্যাস নিয়েও উদ্বেগ দেখিয়ে শুভেন্দুর হুঁশিয়ারি, 'রাজ্যে হিন্দুরা ৮৫ শতাংশ থেকে সংখ্যা কমে ৬৭ শতাংশেএসে পৌঁছেছে। যদি তা ৫০ শতাংশেরনিচে নামে, তাহলে এই রাজ্যেই শরিয়ত চালু হয়ে যাবে।'

সাধারণ মানুষদের উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, '১ লাখ ২০ হাজারে ঘর হয়? আমাদের আনুন, আমরা ৩ লাখ টাকার ঘর করব। স্মার্ট মিটার লাগাতে দেবেন না। সরকার মধ্যবিত্তের পকেট কেটে টাকা তুলতে চাইছে। শুধুই প্রতিবাদ নয়, এবার প্রতিরোধ করতে হবে।'

দেশে জঙ্গি হানার প্রসঙ্গ তুলে শুভেন্দু বলেন, 'পহেলগাঁওতে ধর্ম দেখে মানুষকে মারা হল। বদলা নেবেন না? বিতান অধিকারীর বউ আমাকে দেখে চিৎকার করে বলেছিলেন, দাদা আমার মাথায় সিঁদুর দেখে বিতানকে মেরে দিল। আমি আমার ৩৩ বছরের রাজনৈতিক জীবনে এমন ঘটনা কোনওদিন দেখিনি। এর বদলা নেবেন না?' প্রশ্ন তুলেছেন শুভেন্দু। গত লোকসভা নির্বাচন প্রসঙ্গে শুভেন্দু বলেন, 'সন্দেশখালি বিজেপিকে ৭০০ ভোটে লিড দিয়েছে। নিশ্চিন্ত থাকুন। শাহজাহানের দাদাগিরি অতীত হয়েছে, অতীতই থাকবে। কাদের মোল্লা, তুমি যেই গর্তেই থাকো, টেনে বের করে আইনের সাজা দেব।'

রবিবারের সভা থেকে হিন্দু একতার পক্ষে সওয়াল করেন বিরোধী দলনেতা। শুভেন্দু বলেন, 'ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, তপসিলি জাতি-উপজাতি কেউ ভাগ হবেন না। রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবা সঙ্ঘ, ইসকন, আর্য সমাজ, লোকনাথ ব্রহ্মচারী, রামগোপাল ঠাকুর, বালক ব্রহ্মচারী মহারাজ;যার যেখানে ভক্তি আছে, থাকুন। সব মঠ আঁকড়ে ধরুন। তবে ফাইনালে হাতে রাখুন গীতা। ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ। জাগো হিন্দু!'

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূলের উদ্দেশ্যে কটাক্ষ করে শুভেন্দু বলেন, 'হ্যালো ডব্লিউ বি, বাই বাই তৃণমূল। জোট বাঁধুন, তৈরি হোন। বাটেঙ্গে তো কাটেঙ্গে, এক রহেঙ্গে তো সেফ রহেঙ্গে। হাতজোড় করে বলছি;হিন্দুরা ভাগ হবেন না।' উত্তরপ্রদেশ-অসমের উদাহরণ টেনে শুভেন্দুর প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেন, 'আমাদের আনুন, আরও ভাল কিছু দেখবেন।'

আবার অশান্তির আগুন মণিপুরে

বন্ধ ইন্টারনেট, জারি কার্ফু

ইম্ফল, ৮ জুন: গত দু'বছরে বার বার মণিপুরের চিত্র বদলেছে। কখনও শান্ত হয়, পরক্ষণেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। কুকি জনজাতি এবং মেইতেই গোষ্ঠীদের মধ্যে সংঘর্ষে মণিপুরে দফায় দফায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে। আবার পুলিশ-প্রশাসনের হস্তক্ষেপে শান্তি ফিরেছে! তবে সেই শান্তি আবার বিঘ্নিত হয়েছে কোনও এক ঘটনায়। স্থায়ী সমাধান এখনও অধরা মণিপুরে।

মেইতেই শীর্ষনেতা আরামবাই টেঙ্গল এবং পাঁচ স্বেচ্ছাসেবকের গ্রেপ্তারি ঘিরে শনিবার রাত থেকে ফের অগ্নিগর্ভ মণিপুর। উত্তর-পূর্বের এই রাজ্যে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে প্রতিবাদের আগুন। ধৃত নেতার মুক্তির দাবিতে এবার গায়ে পেট্রল ঢেলে সরব হতে দেখা যায় বিক্ষোভকারীদের। ভাঙচুর চালানো হয় ওই পুলিশ পোস্টেও। বিক্ষুব্ধ জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ কয়েক রাউন্ড গুলি চালিয়েছে বলেও অভিযোগ। দুই পক্ষের ধস্তাধস্তিতে দুই সাংবাদিক-সহ তিন জন আহত হন। তার পরেই রাজ্যের বিভিন্ন দিকে অশান্তির আগুন ছড়াতে শুরু করে। এই সংক্রান্ত একটি ভিডিয়ো ইতিমধ্যেই সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। এদিকে পরিস্থিতি বেগতিক দেখে মণিপুরের বেশ কিছু অঞ্চলে কার্ফু জারি করেছে প্রশাসন। বন্ধ করা হয়েছে ইন্টারনেট পরিষেবাও।

শনিবার রাতে মণিপুরের রাস্তায় জয়ায়েত হন একদল বিক্ষোভকারী। প্রত্যেকের পরনে ছিল কালো জামা। তাঁরা হুমকি দিতে থাকেন, 'ধৃত নেতা আরামবাইকে মুক্তি না দিলে আমরা নিজেদের জ্বালিয়ে দেব।' এই বলে তাঁরা গায়ে পেট্রল ঢালতে শুরু করেন। ভিডিয়োটি ভাইরাল হতেই হইচই পড়ে গিয়েছে। শনিবার রাত পৌনে বারোটা থেকে পাঁচ জেলায় বন্ধ করে দেওয়া হয় ইন্টারনেট।

শুধু ইম্ফল নয়, আশপাশের মেইতেই অধ্যুষিত এলাকায় শুরু হয় বিক্ষোভ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে র‍্যাফ, আধাসেনাও নামানো হয়। সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসাবে মণিপুরের বেশ কয়েকটি জেলায় ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, বিষ্ণুপুর জেলায় কার্ফু জারি করেছে পুলিশ। এ ছাড়াও, ইম্ফল পূর্ব, ইম্ফল পশ্চিম, থৌবল, কাকচিঙের মতো জেলাগুলিতে জমায়েত নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পাঁচ বা তার বেশি লোকের জমায়েতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে মণিপুর পুলিশ। অন্যদিকে, শনিবার রাতের ঘটনার প্রতিবাদে রবিবার থেকে ১০ দিন মণিপুর বন্‌ধের ডাক দিয়েছে আরামবাই টেংগোল। রাস্তাঘাটে যান চলাচল স্তব্ধ করার হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছে।

সমাজমাধ্যমে যাতে কোনও রকম গুজব বা হিংসাত্মক বক্তব্য ছড়িয়ে পড়তে না পারে সেই জন্য সতর্ক পুলিশ ও প্রশাসন। দিকে দিকে চলছে নাকা চেকিং। আগামী পাঁচ দিন ইন্টারনেট বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রবিবার সকাল থেকে মণিপুরের অবস্থা ছিল থমথমে। নতুন করে উত্তেজনা ছড়ানোর আশঙ্কাও করছে পুলিশ। আগাম ব্যবস্থাও নিয়েছে তারা।

মণিপুরে শুধু কুকি ও মেইতেই মধ্যে অশান্তিতে থেমে নেই, অন্য গোষ্ঠীদের মধ্যেও মাঝেমধ্যেই সংঘর্ষ বাধে। সেই তালিকায় রয়েছে মার এবং জোমি জনজাতি। সম্প্রতি মণিপুরে রাজনৈতিক টালবাহানা শুরু হয়েছে। আবার সরকার গঠনের তোড়জোড় শুরু করেছে বিজেপি। রাজ্যপালের সঙ্গে দেখাও করেছেন বিজেপি বিধায়কেরা। তবে এখনও সরকার গঠনের ব্যাপারে সবুজ সঙ্কেত মেলেনি। সেই আবহে আবার নতুন করে উত্তেজনার আগুন জ্বলতে শুরু করল মণিপুরে।

৬ হাজার ছাড়াল করোনা সংক্রমণ

নিজস্ব প্রতিবেদন: দেশজুড়ে ফের উদ্বেগ বাড়াচ্ছে করোনা সংক্রমণ। তবে এখনও খানিকটা নিয়ন্ত্রণে পশ্চিমবঙ্গ। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, এই মুহূর্তে দেশে মোট সক্রিয় কোভিড আক্রান্তের সংখ্যা ৬, ১৩৩। এর মধ্যে বাংলায় আক্রান্ত ৬৯৩ জন। আক্রান্তের নিরিখে পঞ্চম স্থানে রয়েছে রাজ্য।

গত ২৪ ঘণ্টায় বাংলায় নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ৭১ জন। তবে একই সময়ের মধ্যে ৫৩ জন সুস্থও হয়েছেন। রাজ্যে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৬৯৩ হলেও, বিশেষজ্ঞদের মতে আতঙ্ক নয়, বরং প্রয়োজন সাবধানতা।

হাসপাতালগুলোতে কোভিড মোকাবিলায় নেওয়া হয়েছে বিশেষ ব্যবস্থা। বাইপাস সংলগ্ন এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে সাত মাসের এক কোভিড আক্রান্ত শিশু। নিউ আলিপুরেও কোভিড পজিটিভ দশ বছরের এক শিশু চিকিৎসাধীন।

তবে পরিস্থিতির উপরে কড়া নজর রাখছে স্বাস্থ্য ভবন। চিকিৎসক মহলের দাবি, এর পরেও কোভিড থাকবে, তার রূপ বদলেছে। এখন ওমিক্রনের একটি ভ্যারিয়েন্ট দেখা যাচ্ছে, যাতে সংক্রমণ দ্রুত ছড়ালেও মৃত্যুর আশঙ্কা কম। কোভিড বিষয়ে যেকোনও উপসর্গ দেখা দিলেই টেস্ট এবং প্রয়োজনে জিনোম সিকোয়েন্সিং করা হচ্ছে। মাস্ক ব্যবহারে শুধু কোভিড নয়, বায়ুদূষণ থেকেও সুরক্ষা পাওয়া যায়। তাই আতঙ্কিত না হয়ে মাস্ক, হাত ধোওয়া ও পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান করা অতি আবশ্যক।

এদিকে, দেশজুড়ে সংক্রমণের গতি বাড়ছে। শেষ ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে দেশে আক্রান্ত হয়েছেন ৩৭৮ জন। সংক্রমণের নিরিখে শীর্ষে কেরল, যেখানে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ১৯৫০। গত ২৪ ঘণ্টায় কেরলে সংক্রমিত ১৪৪ জন। দ্বিতীয় স্থানে গুজরাত (৮২২ জন), এরপর দিল্লি (৬৮৬ জন) ও মহারাষ্ট্র (৫৯৫ জন)। গত এক দিনে গুজরাতে ১০৫ জন, দিল্লিতে ২১ জন এবং মহারাষ্ট্রে ১৮ জন সংক্রমিত হয়েছেন।

তবে সুস্থতার সংখ্যাও যথেষ্ট ইতিবাচক। দেশে মোট ৬২৩৭ জন কোভিড সংক্রমণ থেকে সুস্থ হয়েছেন, যার মধ্যে গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ৭৫৩ জন।

জীবনের জুড়িদার

বাগদান সারলেন কলকাতা নাইট রাইডার্সের ক্রিকেটার রিঙ্কু সিং। সমাজবাদী পার্টির সাংসদ প্রিয়া সরোজের সঙ্গে বাগদান হল তাঁর। রিঙ্কুর বাগদানের অনুষ্ঠানে বসেছিল চাঁদের হাট।

রক্তে ভেজা রাস্তার দৃশ্য তুলে মমতাকে আক্রমণে অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন: ব্যারাকপুরের প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ অর্জুন সিং রবিবার তাঁর এক্স হ্যান্ডল থেকে একটি ভিডিও পোস্ট করেন। তাতে তিনি কলকাতা পুরসভার ৪৪ নম্বর ওয়ার্ডে ইদের দিন রক্তে ভেজা রাস্তার দৃশ্য তুলে ধরে মমতা সরকারকে তীব্র আক্রমণ শানিয়েছেন।

অর্জুন সিং লেখেন, 'কয়েক বছর আগে ইদের দিনে বাংলাদেশের রাস্তায় রক্তের নদী দেখে শিউরে উঠেছিল বিশ্ব। আর আজ যেটা দেখছেন, সেটা বাংলাদেশ বা পাকিস্তান নয়;এই দৃশ্য খোদ কলকাতা মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের ৪৪ নম্বর ওয়ার্ডের।'

তাঁর অভিযোগ, 'পশ্চিমবঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশাসন একটি বিশেষ সম্প্রদায়কে তোষণ করতে করতে জনস্বাস্থ্য এবং সনাতন ধর্মাবলম্বীদের ভাবাবেগ নিয়ে

ছিনিমিনি খেলছে। প্রশাসনের উদাসীনতার ফলে ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত লাগার পাশাপাশি সাধারণ মানুষ গুরুতর সংক্রমণ ও রোগের ঝুঁকি নিয়ে রক্তে ভেজা রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে বাধ্য হয়েছেন। সরকারের সম্পত্তির এই অপব্যবহার মমতার তুষ্টিকরণের রাজনীতিরই প্রতিফলন।'

তিনি আরও লেখেন, 'পুলিশ প্রশাসন নীরব দর্শক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পশ্চিমবঙ্গে আইন-শৃঙ্খলার শাসনের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটেছে শুধুমাত্র মমতা ব্যানার্জির তোষণের রাজনীতি রক্ষা করার জন্য। কয়েক বছর আগে কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম বলেছিলেন, কলকাতায় মিনি পাকিস্তান আছে। তিনি যা বলেছিলেন, তা আজ সবাই চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন।'

শেষে অর্জুন সিং হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'এই বাংলা-বিরোধী সরকারকে উৎখাত করার সময় এসে গিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে মাথা উঁচু করে বাঁচতে হলে এবং আইনের শাসন ফিরিয়ে আনতে হলে হীরক রানির তোষণবাদী, হিন্দু-বিরোধী সরকারকে যে কোনো মূল্যে ক্ষমতাচ্যুত করতেই হবে।'

আজ বিধানসভার অধিবেশন শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য বিধানসভার বাদল অধিবেশন আজ থেকে শুরু হচ্ছে। প্রথামাফিক সদ্য প্রয়াত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উদ্দ্যেশ্যে শোক প্রস্তাব পাঠের মধ্যে দিয়ে প্রথম দিনের অধিবেশন মুলতুবি হয়ে যাবে। পরের দিন মঙ্গলবার থেকে পুরদস্তুর অধিবেশন চলবে। অপারেশন সিঁদুরের সাফল্যের জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনীকে ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানিয়ে ওইদিন একটি প্রস্তাবের ওপর বিধানসভায় আলোচনা হবে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ওই আলোচনায় অংশ নেবেন। অংশ নেবেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও। ফলে প্রথম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনেই শাসক বিরোধী তরজা জমে উঠতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

পরবর্তী দুদিন প্রশ্নোত্তর পর্ব, জিরো আওয়ার, উল্লেখ পর্বের পাশাপাশি, বিধানসভার বিভিন্ন স্থায়ী কমিটির রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা হবে বলে বিধানসভার কার্য উপদেষ্টা

কমিটির বৈঠকের স্থির হয়েছে। এছাড়াও এবারের সপ্তাহ দুয়েকের অধিবেশনে বিধানসভায় পাস হওয়া বিল সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য রাজ্যপালকে নির্দিষ্ট সময় সীমা বেঁধে দেওয়া সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব আনা হতে পারে। বিদেশীদের তরফেও মুর্শিদাবাদ, মালদায় সাম্প্রতিক সংঘর্ষের ঘটনার নিন্দা করে একটি প্রস্তাব আনার পরিকল্পনা রয়েছে।

'সরকার গড়ব আমরাই'

নয়াদিল্লি, ৮ জুন: ২০২৬ সালে পশ্চিমবঙ্গ এবং তামিলনাড়ুতে এনডিএ সরকার গড়বে। দলীয় বৈঠকে এমনটাই বললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

বাংলায় ইতিমধ্যেই বিধানসভা নির্বাচনের দামামা বেজে গিয়েছে। জম্মু-কাশ্মীরে পহেলগাঁও কাণ্ড এবং ভারতীয় সেনার অপারেশন সিঁদুরের পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বাংলায় এসেছেন। আলিপুরদুয়ারে সভা থেকে রাজ্যের তৃণমূল সরকারকে উৎখাতের ডাকও দিয়েছেন। ঠিক তার পরেই শাহ এসেছিলেন বাংলায়। কলকাতার নেতাজি ইন্ডোরে কর্মী সম্মেলন করেছেন তিনি। সেই আবহে ফের বাংলা দখলের হুঁশিয়ারি দিলেন শাহ। রবিবার তামিলনাড়ুর মাদুরাইয়ে দলীয় কর্মী সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। সেখানে শাহ বলেন, '১০০ শতাংশ তামিলনাড়ুর ডিএমকে সরকার। ২০২৬ সালে বাংলা এবং তামিলনাড়ুতে এনডিএ সরকার গড়বে।'

মোদীকে হুমকি

■ কানাডায় আসন্ন জি৭ বৈঠকের আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে হুঁশিয়ারি খলিস্তানি চরমপন্থীদের! কানাডায় খলিস্তানিদের উপস্থিতি ও সাম্প্রতিক কার্যকলাপ সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করে এমনটাই জানিয়েছেন সে দেশের সাংবাদিক মোচা বেজিরগান। বেজিরগান জানিয়েছেন, খলিস্তানপন্থীরা প্রকাশ্যেই হুমকি দিয়েছে যে তারা আসন্ন জি৭ বৈঠকে মোদীকে অতর্কিতে আক্রমণ করবে।

স্যুটকেসের ভিতরে নাবালিকার নগ্ন দেহ

নয়াদিল্লি, ৮ জুন: বন্ধ ফ্ল্যাট থেকে নাবালিকা কন্যার স্যুটকেস বন্দি দেহ উদ্ধার করলেন তাঁর বাবা। স্যুটকেসে ভরা নাবালিকার নিথর, নগ্ন দেহ! ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায় উত্তর-পূর্ব দিল্লির নেহরু বিহার এলাকায়।

দিল্লি পুলিশের এক ঊর্ধ্বতন কর্তা জানান, শনিবার রাত ৮টা ৪১ মিনিট নাগাদ দয়ালপুর থানায় পিসিআর কলে ঘটনার কথা জানানো হয়। খবর পেয়েই নেহরু বিহারের দু'নম্বর গলিতে একটি দল পাঠানো হয়। চিকিৎসকেরা নাবালিকার মুখে আঘাতের চিহ্ন পেয়েছেন। যৌন নির্যাতনের সম্ভাবনাও রয়েছে বলে প্রাথমিক অনুমান। তবে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে না-পাওয়া পর্যন্ত স্পষ্ট করে কিছু জানাচ্ছে না পুলিশ। ইতিমধ্যেই

চাঞ্চল্য দিল্লিতে

ভারতীয় ন্যায় সংহিতার (বিএনএস) একাধিক ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়েছে। একই সঙ্গে অভিযুক্তের খোঁজ চলছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার রাতে ন'বছরের ওই নাবালিকা আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা করতে তাঁর বাড়ি যায়। বাড়িতে জানিয়ে যায়, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফিরবে। কিন্তু দু'ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও বাড়ি না-ফেরায় চিন্তায় পড়েন পরিবারের সদস্যেরা। খোঁজাখুঁজি শুরু করে তার বাবা। ওই আত্মীয়ের বাড়ি খবর নেন, এলাকার চেনাপরিচিত সকলের সঙ্গে কথা বলেন, কিন্তু মেয়ের কোনও খোঁজ মেলেনি। সেই সময়ই এক পরিচত ব্যক্তি তাঁকে জানান, নাবালিকাকে কাছেই একটি ফ্ল্যাটের দিকে যেতে দেখেছেন।

খবর শোনা মাত্রই ওই ফ্ল্যাটে মেয়ের খোঁজে যান তার বাবা। সেখানে গিয়ে দেখেন একটি ফ্ল্যাট বাইরে থেকে তালাবন্ধ। তখন সেই ফ্ল্যাটের তালা ভেঙে ভিতরে প্রবেশ করে ওই ব্যক্তি দেখেন, মেঝেতে রাখা একটি খোলা স্যুটকেস। আর তার ভিতরে নগ্ন এবং নিথর অবস্থায় পড়ে রয়েছে তাঁর ন'বছরের কন্যা!

তড়িঘড়ি ওই অবস্থা থেকে নাবালিকাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু চিকিৎসকেরা তাকে পরীক্ষা করে মৃত ঘোষণা করেন।

সোশ্যাল মিডিয়ায় চর্চা অব্যাহত বাংলাদেশি ‘কোটা আন্দোলনের’ মুখ নিউটনকে নিয়ে!

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলাদেশি ‘কোটা আন্দোলনের’ অন্যতম মুখ নিউটন দাস কাকদ্বীপের ভোটার? বিজেপির অভিযোগ ঘিরে তুঙ্গে রাজনৈতিক চর্চা। শনিবারের পর থেকে সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হওয়া তাঁর ছবি ঘিরে রবিবারও সোশ্যাল মিডিয়ার বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে চর্চা চলছে। স্বামী বিবেকানন্দ গ্রাম পঞ্চায়েতের দাসপাড়ার বাসিন্দা নিউটন দাস আসলে বাংলাদেশের নাগরিক? তিনিই কি বাংলাদেশের কোটা সংস্কার আন্দোলনের অন্যতম মুখ? এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ তুলে শোরগোল ফেলে দিয়েছে বিজেপি। তাদের দাবি, নিউটন দাস কাকদ্বীপের ভোটার তালিকায় নাম তুললেও, আদতে তিনি বাংলাদেশের নাগরিক এবং তাঁর নাম বাংলাদেশের ভোটার তালিকাতেও রয়েছে।

সূত্রের খবর, নিউটন দাস বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনে (কোটা সংস্কার) সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিলেন। আর সেই নিউটন দাসের নাম রয়েছে কাকদ্বীপের ভোটার তালিকায়। বিষয়টি সামনে আসতেই প্রশ্ন উঠেছে, কীভাবে এক ব্যক্তি দুই দেশের ভোটার হতে পারেন?

নিউটনের দাদা তপন দাসও বিষয়টিতে শিলমোহর দিয়েছেন। তাঁর কথায়, চারবছর ভাইয়ের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ নেই। শেষবার করোনার সময় পড়াশোনার জন্য ভারতে এসেছিল। তবে এখানে সে কীভাবে ভোটার হয়েছে, তা আমি জানি না। নিউটনের নিজের দাবি, আমি কাকদ্বীপের বাসিন্দা। আমার কিছু পৈতৃক সম্পত্তির হদিস পেয়ে গত বছর বাংলাদেশে গিয়েছিলাম। কিন্তু ওখানে গিয়ে জুলাই আন্দোলনের মুখে পড়ে যাই। আমাকে নিয়ে যে সব তথ্য ছড়াচ্ছে সবটাই ভুয়ো, গুজব ও চক্রান্ত।

বিজেপির অভিযোগ, এই ঘটনার পিছনে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের ‘অবৈধ আশ্রয়’ নীতিই দায়ী। তাদের দাবি, রাজনৈতিক সুবিধা তুলতেই শাসক দল বাংলাদেশিদের এ রাজ্যের ভোটার তালিকায় ঢোকাচ্ছে। যদিও তৃণমূল সব অভিযোগ অস্বীকার করেছে। তবু বিতর্ক ছাড়ছে না শাসক দলের পিছন থেকে। বর্তমানে রাজনীতি সচেতন নেট নাগরিকদের কাছে ‘নিউটন’ এখন বহুল চর্চিত বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আদালতের নির্দেশে গঠিত সরকারি কমিটির হালচাল জানতে তৎপর নবান্ন

সব দপ্তরের কাছে বিস্তারিত রিপোর্ট চাইল কর্মী ও প্রশাসনিক সংস্কার দপ্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রশাসনিক প্রস্তুতিতে একাধিক স্তরে সক্রিয় হয়েছে রাজ্য সরকার। এবার আদালতের নির্দেশে গঠিত সরকারি কমিটিগুলির কাজকর্ম, গঠন ও অগ্রগতি নিয়ে তথ্য সংগ্রহ শুরু করল নবান্ন। সংশ্লিষ্ট প্রতিটি দপ্তরের কাছে ইতিমধ্যেই পাঠানো হয়েছে নির্দেশিকা।

জানা গিয়েছে, মে মাসের শেষ দিকে কর্মী ও প্রশাসনিক সংস্কার দপ্তরের তরফে এই নির্দেশ পাঠানো হয়েছে সমস্ত দপ্তরের সচিবদের কাছে। নির্দেশিকায় স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে, আদালতের আদেশে গঠিত কমিটিগুলির খতিয়ান দিতেই হবে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে।

নবান্ন কী জানতে চেয়েছে?

১. কোন দপ্তরে বর্তমানে কতগুলি কমিটি কাজ করছে

২. প্রতিটি কমিটির সদস্য কারা, সরকারি আধিকারিক, মনোনীত ব্যক্তি না কি বাইরের বিশেষজ্ঞ

৩. কমিটি গঠনের উদ্দেশ্য ও দায়িত্বের পরিসর

৪. কতগুলি বৈঠক হয়েছে ওই কমিটির

৫. কোনও রিপোর্ট জমা পড়েছে কি না, এবং কাজ কতটা এগিয়েছে

কেন এই তথ্য জরুরি?

নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, আদালতের সামনে ভবিষ্যতে যেন কোনও প্রশ্ন উঠলে সরকার তথ্যের অভাবে অস্বস্তিতে না পড়ে, তাই আগেভাগে এই উদ্যোগ। বিশেষত, সুপ্রিম কোর্ট ও কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে গঠিত একাধিক কমিটি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংরক্ষণ করাই এখন সরকারের লক্ষ্য। এক প্রশাসনিক কর্তা জানান, প্রায় প্রতিটি দপ্তরে একাধিক কমিটি থাকে, যেগুলি নির্দিষ্ট মেয়াদে কাজ শেষ হলে বিলুপ্ত হয়ে যায়। এখন সেই বিচ্ছিন্ন তথ্য একত্র করে পূর্ণাঙ্গ নথিভাণ্ডার তৈরি করাই উদ্দেশ্য।

কোন কোন কমিটির উল্লেখ রয়েছে?

শিক্ষা দপ্তরের অধীনে শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত কমিটি,

স্বাস্থ্য দপ্তরের বিশেষজ্ঞ কমিটি

নারী ও শিশু সুরক্ষা সংক্রান্ত কমিটি

পরিবহণ দপ্তরের রোড সেফটি কমিটি

এই ধরনের একাধিক কমিটি রয়েছে রাজ্য সরকারের অধীনে, যেগুলি আদালতের নির্দেশ মেনে গঠিত।

ডেডলাইন কবে?

আগামী সপ্তাহের মধ্যেই সমস্ত তথ্য-সহ পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট নবান্নে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সচিবদের।

প্রশাসনিক বার্তা

বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, এটি একটি সচেতন ও কৌশলগত পদক্ষেপ। সরকারের পক্ষে আইনগত অবস্থান দৃঢ় করতে এই ধরনের তথ্য প্রমাণ থাকা প্রয়োজন। ভবিষ্যতে আদালতে কোনও বিষয়ে জবাবদিহি করতে হলে, এমন প্রামাণ্য ও তথ্যনির্ভর নথি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে।

জলকেলি... **বাবুঘাটে ছবিটি লেন্সবন্দি করেছেন অদিতি সাহা।**

ভগ্নপ্রায় কাঠের ব্রিজে ঝুঁকির পারাপার

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেমারি: পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারি থানার অন্তর্গত দিলালপুর এলাকায় রয়েছে ভগ্নপ্রায় একটি কাঠের ব্রিজ। সেই ব্রিজ দিয়েই চলে ঝুঁকি নিয়ে পারাপার। স্থানীয়দের অভিযোগ পেয়ে পরিদর্শন করেন বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ ডক্টর শর্মিলা সরকার। মেমারি ও দিলালপুর গ্রামের সংযোগকারী কাঠের পুল দীর্ঘদিন ধরে জরাজীর্ণ অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এই কাঠের ব্রিজ না থাকলে দিলালপুরের মানুষকে প্রায় ছয় থেকে সাত কিলোমিটার রাস্তা ঘুরে যেতে হবে। তাঁদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল এই কাঠের ব্রিজ পাকা করতে হবে। সেই নিয়ে গত লোকসভা ভোটের আগে এই গ্রামে ভোট বয়কটের ডাক দেওয়াও হয়েছিল। গ্রামের কোনও মানুষ লোকসভা ভোটে ভোট দেননি।

এবার সামনেই আবার বিধানসভা ভোট। তার আগেই এই ব্রিজ পরিদর্শন করে তা নতুন ভাবে করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। তবে কবে ব্রিজের কাজ শুরু হবে তা সঠিক কেউ জানেন না। এর আগেও অনেক প্রশাসনিক আধিকারিক থেকে শুরু করে জনপ্রতিনিধিরা এসে এই কাঠের ব্রিজ পরিদর্শন করেছেন। আশ্বাস দিয়েছিলেন খুব তাড়াতাড়ি কাজ শুরু হবে। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি বলে দাবি। তবে এবার বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ শর্মিলা সরকার পরিদর্শন করে জানিয়েছেন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজ শুরু করবেন। এবার দেখার বিষয় আদৌও কাজ হবে নাকি শুধু একই ভাবে মুখের আশ্বাসই থেকে যাবে। সেই দিকেই তাকিয়ে এলাকার মানুষ।

হাওড়ায় দু’টি পথদুর্ঘটনায় দু’জনের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন: শনিবার রাতে হাওড়ায় পর পর দু’টি পথ দুর্ঘটনায় দু’জনের মৃত্যু হল। জানা গেছে, শনিবার রাতে বেনারস রোড ও কিউ রোডের মোড়ে তীব্র গতিতে আসা একটি গাড়ির ধাক্কায় গুরুতর জখম হন এক ব্যক্তি। তাঁকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। এদিনই রাতে ১৬ নম্বর জাতীয় সড়ক ও কোনা এক্সপ্রেসওয়ে মোড়ের কাছে এক ব্যক্তি রাস্তা পেরোনোর সময়ে গাড়ির ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই মারা যান। পুলিশ তদন্ত করছে।

রঘু ডাকাতের শুটিং শেষ হতেই চেনা লুকে ফিরলেন দেব। রবিবাসরীয় দুপুরে সুইমিং পুলে তোলা ছবি শেয়ার করলেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। ক্যাপশন দিলেন ‘এমনি’।

বেহাল রাস্তা মেরামতের দাবি গ্রামবাসীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ভাতার: পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতারের মাদপুর গ্রামের রাস্তার অবস্থা দীর্ঘদিন ধরে বেহাল। বর্ষাকালে রাস্তার অবস্থা এমনটাই হয় যে সেই রাস্তা দিয়ে চলাচল করা যায় না। মানুষ পায়ে হেঁটে তো যেতেই পারে না। তার ওপর বাইক বা সাইকেল কোনও কিছুই নিয়ে যাওয়া যায় না।

স্থানীয়দের দাবি, কোনও রকম রাস্তার কাজ হয়নি এই সরকারের আমলে। ভোটের সময় অনেকেই আসেন প্রচারে। তাঁদেরকেও দেখানো হয়। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। বৃষ্টি হলেই স্কুল যাওয়া বন্ধ হয়ে যায় ছাত্রছাত্রীদের। কারণ ওই রাস্তা দিয়ে যেতে গেলে চটি জুতো হাতে করে পার হতে হয়। দ্রুত রাস্তা মেরামত করার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জানিয়েছেন, পঞ্চায়েতের তহবিল থেকে এই রাস্তা করা যাবে না। কারণ প্রচুর খরচ আছে এই রাস্তা তৈরির জন্য। এই রাস্তা করতে গেলে জেলা পরিষদ বা পঞ্চায়েত সমিতি থেকে করতে হবে। বিষয়টি সেখানে জানানো হয়েছে।

জেব্রা আঁচড়ে ঝুঁকির যাতায়াত বাগনানে

নিজস্ব প্রতিবেদন, উলুবেড়িয়া: বাগনান-আমতা রাজ্য সড়কের বেশ কিছুটা অংশ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করেন দু’ চাকার আরোহীরা।

জানা গিয়েছে, বাগনান-আমতা রোডের নওপাড়া মোড় থেকে লাইব্রেরি মোড় পর্যন্ত কয়েক কিমি রাস্তায় জেব্রা আঁচড় কেটে বেপাত্তা হয়ে গিয়েছে ঠিকাদার সংস্থা। উল্লেখ্য, বাগনান-আমতা রোড বেশ কিছু দিন আগে চওড়া করার কাজ শুরু হয়। আমতা পয়েন্ট থেকে এই কাজ শুরু হয়। রাস্তা তৈরির নিয়ম অনুযায়ী নতুন মোটা পিচের প্রলেপ যাতে পুরাতন রাস্তায় আঁকড়ে থাকে তার জন্য জেব্রা আঁচড় কাটা হয়। আর নওপাড়া থেকে লাইব্রেরি মোড় পর্যন্ত রাস্তায় জেব্রা আঁচড় কেটেই কাজ বন্ধ করে দিয়েছে ঠিকাদার সংস্থা। দু’ চাকার আরোহীদের অভিযোগ, অবরোধ, দরবার করেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। ফলে মাঝে মাঝেই দুর্ঘটনা ঘটছে। কেন এই তিন কিলোমিটার পথের কাজ শেষ হল না এখনও, সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজছেন নিত্যযাত্রীরা।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৯ ই জুন, ২৫ শে জ্যৈষ্ঠ। সোমবার। ত্রয়োদশী যুক্ত চতুর্দশী তিথি, জন্মে তুলা রাশি, অষ্টোত্তরী বুধ র দশা, বিংশোত্তোরী বৃহস্পতি র মহাদশা, মৃতে দ্বিপাদ দোষ।

মেষ রাশি : বুদ্ধির চাতুর্য্যে কৌশলে পারিবারিক সমস্যা সমাধান হবে। শরীর পীড়াদায়ক হলেও কষ্ট কম হবে। শ্বশুরবাড়ির দুই আত্মীয় সহযোগিতায় অর্থকষ্ট দূর হবে। কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদেরও শুভ। মন্ত্র হনুমান চালিশা পাঠ।

বৃষ রাশি : দুশ্চিন্তা সরিয়ে শুভ চিন্তা করুন। মাথা ঠাণ্ডা করে প্রশ্নের উত্তর দিলে কর্ম শান্তির বাতাবরণ। দোকান বাণিজ্য শুভ। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুভ। গুপ্তভাবে মেলামেশা করার কারণে সামাজিক সম্মানহানির সম্ভাবনা। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

মিথুন রাশি : নৈরাশ্য-হতাশা গ্রাস করবে। মানসিকভাবে কিছু বিপর্যয়। দাম্পত্যে বিতর্ক, ছোট বিষয়কে কেন্দ্র করে বড় তর্ক-বিবাদ। প্রেমিক যুগল কেন অন্যের সিদ্ধান্ত মেনে নিচ্ছেন? বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। যারা বিতরণ কর্মে, পুস্ত বিক্রেতা তাদেরও শুভ। মন্ত্র গণেশ মন্ত্র।

কর্কট রাশি : জয়ী হবার দিন। স্বজন-পরিজনের দ্বারা আনন্দ লাভ। নতুন ক্রয়-বিক্রয়ে লাভ প্রাপ্তি। বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন, তাদের শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। দাম্পত্যে সুখ প্রাপ্তি। এক সন্তানের কারণে সম্মান বৃদ্ধি। প্রতিবেশীর পূর্ণ সহযোগ প্রাপ্তি। মন্ত্র দক্ষিণা কালী।

সিংহ রাশি : সম্মানজনক জয়। পরিবারে আনন্দ প্রাপ্তি। ভুল বোঝাবুঝি যা চলে আসছিল আজ তা অতীব শুভ দিন। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। দোকান, কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। সতর্ক থাকতে হবে প্রেমিকযুগলদের। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

কন্যা রাশি : জিভকে বশে না আনলে তর্ক-বিতর্কের দ্বারা তৈরি করা শুভ ভাগ্য নষ্ট হবে। আজ বিবাদে গেলে স্বামী-স্ত্রীর অশান্তি। প্রেমিক যুগল ছোট ভ্রমণে যাবেন। বিদ্যার্থীদের সৌভাগ্য যোগ। কর্মের প্রচেষ্টার দ্বারা তাদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। মন্ত্র আদ্যাস্ত্রোত্রম পাঠ।

তুলা রাশি : অতীব সুখ। আজ অন্যের কাছে বিষময় হয়ে উঠবে। আপনার নেওয়া সিদ্ধান্তই সঠিক, আজ প্রমাণ হবে। তবে জয় স্পষ্টবাক্য প্রয়োগ দ্বারা অন্যের আত্মাকে কষ্ট দিলে আজ স্বপ্ন অধরা থাকবে। সন্তানের কারণে মানসিক দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি। মন্ত্র কালীমন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : আজ বান্ধবের দ্বারা সমস্যা মুক্তি। আজ বৈবাহিক জীবনে ভ্রমণের আনন্ত। যে বা যারা আপনার থেকে সরে গিয়েছিল, তারা আবার আপনার পাশে থাকবে। এক সন্তানের ভুলে অর্থ ক্ষতির সম্ভাবনা। মন্ত্র শনি মন্ত্র পাঠ।

ধনু রাশি : বেতনভুক কর্মচারী বিশেষত যারা প্রশাসনিক কাজকর্মের মধ্যে থাকেন তাদের জন্য শুভত্ব বৃদ্ধি হবে। কর্মে প্রশান্তি। ট্রান্সফার বিষয়ে আলোচনা শুভত্ব হবে। দাম্পত্যে তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা বিবাদ। পরিবারের ছোটস দস্য দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পিতা-পিতৃব্যর সম্পত্তি থেকে আয়বৃদ্ধি। মন্ত্র শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র।

মকর রাশি : কর্মের আবেদন করেছেন যারা, তাদের কর্মযোগ প্রবল। শুভ সংবাদ প্রাপ্ত হবে। আত্মীয়-স্বজন দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে আয় বৃদ্ধির নতুন যোগ। হারিয়ে যাওয়া অনাত্মীয় যে অনেক উপকার করেছিল, আজ তার সঙ্গে সম্পর্ক হবে। মন্ত্র কালী মন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : পরিবারে গুপ্ত শত্রু আছে সতর্ক থাকুন। কাজ সম্পূর্ণ হলেও বাধা থাকার কারণে জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্তি নেই। রবিন নাগরিকদের ব্যাংক পোস্ট অফিস বীমা সঞ্চয় থেকে লাভ প্রাপ্তির ইঙ্গিত। যারা কথা দিয়েছিল, আজ তাদের কথা না রাখার দিন। মন্ত্র দেবী দুর্গা।

মীন রাশি : আয় কম হবে। ঋণ বিষয়ে চিন্তা বৃদ্ধি হবে। ঋণ এক পাপযোগ। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ, প্রিয় মানুষকেও ভুল বোঝার দিন। মন্ত্র শনি মন্ত্র।

(পানিহাঁটি তে বৈষ্ণব দন্ড মহোৎসব । শান্তি স্বস্ত্যায়ন। কুমারী নাসিকা বেধ। বিক্রয় বাণিজ্যে।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

চার বছরের কাজের খতিয়ান বই আকারে প্রকাশ বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: বিগত চার বছরের কাজের খতিয়ান বই আকারে তুলে ধরলেন বালুরঘাট বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক ডঃ অশোক কুমার লাহিড়ি। বালুরঘাট শহরের রথতলা এলাকায় একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ‘বালুরঘাট বিধানসভা উন্নয়ন’(২০২১-২৫) শীর্ষক পুস্তিকা প্রকাশ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। বিগত চার বছরে বিধায়ক হিসেবে কী কী কাজ করেছেন সেই সম্পর্কিত একটি ভিডিও দলীয় কর্মী সমর্থকদের সামনে তুলে ধরা হয়।

এ বিষয়ে বালুরঘাট বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক ডঃ অশোক কুমার লাহিড়ি জানান, ‘আমি অনেক জায়গায় কাজ করেছি। সর্বদাই চেষ্টা করি নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করতে। আমার যারা ‘বস’ তাঁদের কাছে আমি সর্বদাই দায়বদ্ধ থাকি। আর এখানে আমার ‘বস’ হচ্ছে জনগণ। আমি কী কাজ করেছি তার খতিয়ান তাদের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি মাত্র। আমি কোথায় কী কাজ করেছি, তার বিস্তারিত তথ্য এই বইতে তুলে ধরেছি। এটা কোনও নির্বাচনী প্রচার নয়। অত্যন্ত সীমিত ক্ষমতা ও স্বল্প পরিসরের মধ্যে থেকে বালুরঘাট বিধানসভার শহর ও গ্রামাঞ্চলের জন্য সামান্য কাজ করার প্রচেষ্টার খতিয়ান, যার কিছু কাজ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে এবং আরও কিছু সুসম্পন্ন হওয়ার পথে রয়েছে।’ এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, তপন বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক বুধরাই টুডু, গঙ্গারামপুর বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি বিধায়ক সত্যেন রায়, ভারতীয় জনতা পার্টির দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সভাপতির স্বরূপ চৌধুরী সহ অন্যান্য বিজেপি নেতৃত্বরা।

সাতটি বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরি

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ইদের নমাজ পাঠে ব্যস্ত গ্রামবাসীরা। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে পরপর সাতটি বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটল। শনিবার কুরবানির ইদ উপলক্ষে ঘটনাটি ঘটে পুরাতন মালদা থানার ভাবুক গ্রাম পঞ্চায়েতের রাঙামাটিয়া এলাকার নিজামপাড়ায়। কিন্তু এই চুরির ঘটনার ২৪ ঘণ্টা কেটে যাওয়ার পর দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার করতে পারেনি সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশ বলে অভিযোগ। আর এই ঘটনায় পুলিশি উদাসীনতার অভিযোগ তুলে রবিবার সংশ্লিষ্ট এলাকার বাসিন্দারা বিক্ষোভ দেখালেন। শুধু তাই নয়, অবিলম্বে দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে ওই গ্রামের বাসিন্দারা পুলিশ সুপারের দ্বারস্থ হওয়ার কথাও জানিয়েছেন।

স্থানীয় গ্রামবাসীদের অভিযোগ, কুরবানি ইদের দিন গ্রামের সমস্ত পুরুষ ও মহিলা প্রায় এক কিলোমিটার দূরে রাঙামাটিয়া ইদগাহ ময়দানে নমাজ পাঠে গিয়েছিলেন। সঙ্গে তাঁদের সন্তানরাও ছিলেন। গোটা গ্রাম ফাঁকা হয়ে যাওয়ার সুযোগ যে চোরের দল কাজে লাগাবে সেটা কেউ কল্পনায় করতে পারেননি। এরই ফাঁকে দুষ্কৃতীরা প্রায় সাতটি বাড়িতে ঢুকে বাড়ির শোকেস, আলমারি ভেঙে সর্বস্ব লুট করে নিয়ে যায়। এমনকি চোরেরা উৎসবের দিনের বানানো পোলাও, মাংসও চুরি করে নিয়ে গিয়েছে বলে গ্রামবাসীদের অভিযোগ। পাশাপাশি সোনার অলঙ্কার, টাকাপয়সা এবং বাড়ির বাসনপত্র, কাপড় সবই চুরি করে নিয়ে যায়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে। কিন্তু কোনও লিখিত অভিযোগ নেওয়া হয়নি।

গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন, গ্রামে পুলিশ আসার পর তাঁরা বলেছেন এই চুরির খবরটি গোপন রাখতে হবে বেশি প্রচার হলে চোর ধরা যাবে না। হিজাব পাড়া গ্রামের বাসিন্দা রাব্বুল শেখ, দিলদার শেখদের বক্তব্য, ‘আমাদের বাড়িতে চোর চুরি করেছে। বাড়ির আলমারিতে রাখা নগদ ১০ হাজার টাকা, আবার কারও বাড়ির নগদ ৫ হাজার টাকা চুরি করেছে দুষ্কৃতীরা। রান্না করা খাওয়ারও ওরা নিয়ে পালিয়েছে। এখনও পর্যন্ত দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ। তাই পুলিশ সুপারের দ্বারস্থ হওয়ার কথা আমরা ভাবনাচিন্তা করেছি।’ পুরাতন মালদা থানার পুলিশ জানিয়েছে, যেখানেই ঘটনাটি ঘটেছে তার আশপাশে কোথাও সিসি ক্যামেরা নেই। তবে দুষ্কৃতীদের ধরতে বিভিন্ন সূত্র ধরে তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

ইন্টারনেটের যুগে হারিয়ে যাচ্ছে মাইলস্টোনের প্রাসঙ্গিকতা? আবেগঘন স্মৃতির অলিন্দে ফিরে দেখা এক পথচিহ্ন!

রাজীব মুখোপাধ্যায় • হাওড়া

ছোটবেলায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মাইল স্টোন দেখে সংখ্যা শিখেছিলেন; এই গল্পের সঙ্গে আমরা অনেকেই পরিচিত। অঙ্ক শেখার একান্ত সহচর ছিল রাস্তার ধারে রাখা ওই পাথরের ফলক। তখন ছিল না গুগল ম্যাপ, ছিল না মোবাইল ফোনের জিপিএস। ছিল শুধু দৃষ্টি আর দিক নির্দেশের নির্ভরযোগ্য হাতিয়ার; মাইলস্টোন। সময় বদলেছে, বদলে গিয়েছে যাত্রাপথের ধরণ। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়; আজকের দিনে দাঁড়িয়ে মাইল স্টোন আদৌ কতটা প্রাসঙ্গিক?

আজ যখন অধিকাংশ মানুষ অ্যান্ড্রোয়েড ফোনে এক টোকাতেই গন্তব্যের রাস্তা খুঁজে নিচ্ছেন, তখন রাস্তার ধারে পড়ে থাকা রঙিন পাথরগুলি যেন হারিয়ে ফেলেছে তার চেনা গুরুত্ব। তবুও আমরা অনেকেই এখনও হাঁটতে হাঁটতে দেখতে পাই ওই চির পরিচিত মাইলস্টোনে। কিন্তু তাকে আর কতটা গুরুত্ব দিই?

সমাজকর্মী মহেন্দ্র শর্মা বলেন, মাইল স্টোন শুধু দূরত্ব বলে না। ওর রংও অনেক তথ্য দেয়। হলুদ রঙের মানে জাতীয় সড়ক, সবুজ মানে রাজ্য সড়ক, কমলা মানে গ্রাম বা পাড়া, আর নীল বা কালো-সাদা রং সাধারণত শহর বা জেলা নির্দেশ করে। তাঁর কথায় উঠে আসে মাইলস্টোনের রঙে বাধা এক পুরনো যাত্রার মানচিত্র। প্রত্যেকটা রং একটি আলাদা পথের গল্প বলে। তবে এই গল্প আজকাল আর শোনা হয় না অনেকের। পথ চলার সঙ্গী এখন প্রযুক্তি। গুগল ম্যাপ খুললেই সবকিছু জানা যায়। মাইল স্টোনের দিকে তাকানোর দরকার পড়ে না। ফলে পথের ধারে থাকা এই পাথরের ফলকগুলি ধীরে ধীরে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে আগাছায়, ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে রং। বহু জায়গায় দেখা যায়, কেউ আর সেগুলি পরিষ্কার রাখে না,

রংও করা হয় না। যেন তার আর প্রয়োজন নেই।

কিন্তু সবই কি প্রযুক্তি নির্ভর? কয়েকজন অভিজ্ঞ গাড়িচালকের কথায় উঠে আসে বাস্তবের টান। অনেক জায়গায় তো নেটওয়ার্ক থাকে না। তখন ওই মাইল স্টোনই ভরসা, বলেন এক চালক। তাঁর মতে, দূরত্ব জানার জন্যই ওটা সবচেয়ে জরুরি, যদিও বাকিটা কেউ জানে না। একটা সময় ছিল, যখন একটা একটা মাইলস্টোন পার করে গন্তব্যের দিকে এগিয়ে যাওয়া মানে ছিল সময়ের সঙ্গে নিজেরও এগিয়ে চলা। সে ছিল পথচলার প্রেরণা। এখন সে জড়িয়ে রয়েছে শুধুই নস্টালজিয়ার অন্দরমহলে। প্রযুক্তির অগ্রগতির সামনে হারিয়ে যেতে বসেছে এই নির্জীব অথচ নির্ভরযোগ্য পথচিহ্নটি। তবু প্রশ্নটা থাকছেই; এই ডিজিটাল যুগেও কি মাইলস্টোনের কোনো আত্মিক মূল্য নেই?

কি জানি, হয়তো কোনও ছোট্ট ছেলেমেয়ে আজও কোনও ফিকে হয়ে যাওয়া মাইলস্টোনের দিকে তাকিয়ে অঙ্ক শিখছে। হয়তো এখনও কোনও চালক নির্জন হাইওয়ে ধরে এগিয়ে যেতে যেতে খুঁজে নিচ্ছেন সেই পুরনো, নিশ্চুপ পথচিহ্নটিকে। হয়তো, এখনও মাইলস্টোন আমাদের বলে, ‘গন্তব্য খুব দূরে নয়।’

একদিন আমার শহর

৩

কলকাতা ৯ জুন ২০২৫, ২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ সোমবার

প্রাণের মানুষ আছে কি প্রাণে?

'সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ' -র প্রচার করা হলেও সচেতনতা নেই। বাবা-মায়ের সঙ্গে হেলমেটহীন দুই খুদে। ধর্মতলায় ছবিটি তুলেছেন অদিতি সাহা।

ভারত-বিরোধী ষড়যন্ত্রে পাক ভূমিকা নিয়ে সরব হয়ে ফিরলেন বিজেপি সাংসদ শমীক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রবিবার বিদেশ সফর থেকে কলকাতা ফিরলেন বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য। বিদেশ সফরে গিয়েও পাকিস্তানকে নিশানা করেছিলেন বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য। রবিশঙ্কর প্রসাদের নেতৃত্বে ইউরোপের ছয়টি দেশে গিয়ে যে সব সংগঠন, থিঙ্ক ট্যাঙ্ক, মিডিয়া এবং রাজনৈতিক নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করেছে, সেখানে ভারতের বিরুদ্ধে 'বিভেদের রাজনীতি'র প্রসঙ্গ বারবার উঠে এসেছে বলে দাবি করেন তিনি। পাশাপাশি পাকিস্তানের অস্তিত্ব এবং তার আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিয়েও বিস্ফোরক মন্তব্য করেন তিনি। শমীক ভট্টাচার্য বলেন, ইউরোপের ছয়টি দেশে আমরা গিয়েছি। রবিশঙ্কর প্রসাদের নেতৃত্বে বহু সংগঠন, থিঙ্ক ট্যাঙ্ক, মিডিয়া এবং সেখানকার জাতীয় নেতাদের সঙ্গে আমাদের আলোচনা হয়েছে। প্রত্যেকেই

ভারতের মধ্যে চলা বিভেদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রামের কথা জানেন। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, তাঁদের মধ্যে অনেকেই বলেছেন;এই সরকার যেভাবে চলছে, তাতে তারা নিশ্চিত যে ভারতবাসী শীঘ্রই এমন এক সরকার দেখতে পাবে যা দেউলিয়া হয়ে যাবে।

তিনি আরও বলেন, অনেকেই প্রশ্ন করছেন, প্রকৃত শান্তিপূর্ণ এবং সমৃদ্ধ কাশ্মীর কবে ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত হবে? আমরা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছি; পাকিস্তান কোনও দিন দেশ ছিল না। তাদের ভিতর কোনও সাম্য নেই, কোনও স্বতন্ত্র পরিচয় নেই। সম্পূর্ণরূপে অস্থিতিশীল ও কৃত্রিমভাবে গঠিত এই রাষ্ট্র। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অর্থ ব্যয়ের স্বচ্ছতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন বিজেপি সাংসদ। বিশ্বজুড়ে যারা তথাকথিত 'বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে' লড়াই করছে, তাদের কাছ থেকে যে অর্থ পাকিস্তান পায়, সেটা তারা কীভাবে ব্যয় করে, তা নিয়েও ভোট হওয়া দরকার। আন্তর্জাতিক পরিসরে এর জবাবদিহি হওয়া উচিত। আমাদের প্রত্যেক প্রতিনিধি এই দাবির পাশে দাঁড়িয়েছেন।

সবশেষে পাকিস্তানের সেনা নেতৃত্বের দিকে সরাসরি আঙুল তুলে তিনি বলেন, পাকিস্তানের সেনা নেতৃত্ব যেভাবে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের কফিনের সামনে দাঁড়িয়ে সেলাম জানিয়েছে, সেই সব প্রমাণ আমরা আন্তর্জাতিক মহলের হাতে তুলে দিয়েছি। আমরা ওদের মুখোশ খুলে দিয়েছি। এক ধাপ নয়, আমরা অনেক ধাপ এগিয়ে গিয়েছি। আমাদের প্রশ্ন; কেন কেন্দ্রীয় সরকার পাকিস্তানের সঙ্গে রাজনৈতিক সম্পর্ক রাখবে? কেন পাকিস্তানকে একটি রাজনৈতিক দেশ বলে মেনে নিতে হবে?

বেহালার পর্ণশ্রী থেকে মিলল সদ্যোজাতর দেহ

মৃত্যুর কারণ জানতে হবে ময়নাতদন্ত!

নিজস্ব প্রতিবেদন, বেহালা: রবিবার বেহালার পর্ণশ্রী থানা এলাকায় উদ্ধার সদ্যোজাত শিশুর দেহ। স্থানীয় সূত্রে খবর, এদিন ভোরবেলায় পর্ণশ্রী থানার অন্তর্গত বাহাদুর পুকুরের ধারে একটি সদ্যোজাতের দেহ পড়ে থাকতে দেখেন বেশ কয়েকজন স্থানীয় বাসিন্দা। এরপর এলাকাবাসীর সূত্রে খবর যায় পুলিশের কাছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় পর্ণশ্রী থানার পুলিশ। খবর পাওয়ার কিছু সময়ের মধ্যেই পুলিশ এসে দেহটি উদ্ধার করে নিয়ে যায় বিদ্যাসাগর হাসপাতালে। তবে কে বা কারা শিশুটিকে ওখানে ফেলে চলে গিয়েছেন সে বিষয়ে স্পষ্ট কোনও তথ্য মেলেনি। এলাকার কেউ, নাকি বাইরের কোনও লোক দেহটি ফেলে রেখে গিয়েছেন সে ব্যাপারে নিশ্চিত নয় কেউই।

উল্লেখ্য, রবিবার প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে পুকুরের ধারে কাপড়ে মোড়া একটি বস্তুর দিকে নজর পড়ে স্থানীয়দের। বস্তুটির দিকে এগিয়ে যেতেই সদ্যোজাত এক শিশুর হাত দেখা যায়। সঙ্গে সঙ্গে পর্ণশ্রী থানায় খবর দেওয়া হয়। পুলিশ এসে দেহটি উদ্ধার করে বিদ্যাসাগর হাসপাতালে নিয়ে যায়। চিকিৎসকেরা জানান, শিশুটিকে মৃত অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয়েছিল। কতক্ষণ আগে, কীভাবে তার মৃত্যু হয়েছে, তা জানতে ময়নাতদন্ত করা হবে।

এই প্রসঙ্গে এলাকার বাসিন্দারা জানান, এমন ঘটনা তাঁদের এলাকায় কখনওই দেখা যায়নি। পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে। একইসঙ্গে এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ দেখে কে বা কারা এটি ঘটিয়ে থাকতে পারে তা জানার চেষ্টাও করছেন তাঁরা। পাশাপাশি এলাকার কোনও নার্সিংহোম বা কোনও স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে কেউ বা কারা সদ্যোজাতটিকে ওখানে ফেলে গিয়েছে কিনা বা এর পিছনে কোনও বেআইনি গর্ভপাতের বিষয় রয়েছে কিনা তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িত অভিযুক্তদের কড়া শাস্তির দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসীরা।

ভুয়ো পরিচয়পত্র তৈরির অভিযোগে ইকো পার্ক থেকে ধৃত যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন, নিউটাউন: ভুয়ো পরিচয়পত্র তৈরির অভিযোগে ইকোপার্ক থেকে গ্রেপ্তার যুবক। ধৃতের নাম মহম্মদ জিয়াউদ্দিন মণ্ডল। অভিযোগ, বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের নকল পরিচয়পত্র বানাত সে। পানিহাটি থেকে ধৃত তিন অনুপ্রবেশকারীকে জেরা করে এই অভিযুক্তের হদিস মেলে।

জানা গেছে, রবিবার আদালতে পাঠানো হয় তাকে। উল্লেখ্য, এর আগে ৩ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীকে গ্রেপ্তার করেছিল রহড়া থানার পুলিশ। তাদের জেরা করে উঠে আসে চাঞ্চল্যকর তথ্য। জানা যায়, অনুপ্রবেশকারীদের মোটা টাকার বিনিময়ে জাল পরিচয়পত্র বানিয়ে দিত জিয়াউদ্দিন। তার সঙ্গে পাসপোর্ট কাণ্ডে ধৃতদের কোনও যোগ রয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পাশাপাশি জাল পরিচয়পত্র বানানোর চক্রের সঙ্গে আর কে বা কারা যুক্ত তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

পাড়ায় পাড়ায় বৃক্ষরোপণের বার্তা ভাটপাড়ার বিধায়ক পবন সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: পরিবেশ রক্ষায় গাছের ভূমিকা অপরিসীম। তাই পাড়ায় পাড়ায় বৃক্ষরোপণের বার্তা দিলেন ভাটপাড়ার বিজেপি বিধায়ক পবন কুমার সিং। রবিবার ভাটপাড়ার বিধায়ক পবন কুমার সিংয়ের উদ্যোগে বৃক্ষরোপন কর্মসূচি পালন করা হল। ভাটপাড়া পুরসভা ২ নম্বর ওয়ার্ডের গঙ্গার তীরবর্তী স্থানে বৃক্ষরোপণ করা হয়। নিজের হাতে চারাগাছ রোপণ করে ভাটপাড়ার বিধায়ক পবন কুমার সিং বলেন, শুধু গাছ লাগালেই হবে না। গাছগুলোর সঠিক পরিচর্চাও করতে হবে। গাছের উপকারিতা তুলে ধরে পবন বলেন, গাছপালা বাড়লে ভূমিক্ষয় রোধ হবে। বন্যা প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে। পরিবেশ দূষণমুক্ত থাকবে। 'একটি গাছ, একটি প্রাণ' এই ব্রতকে সামনে রেখে সবুজায়নের লক্ষ্যে নতুন প্রজন্মকে বেশি করে গাছ রোপণের পরামর্শ দিলেন ভাটপাড়ার তরুণ বিধায়ক পবন কুমার সিং। এদিনের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে হাজির ছিলেন বিজেপির ভাটপাড়া-১ মণ্ডল সভাপতি সুমিত চক্রবর্তী, রণবীর সিং, শতাব্দী দে রায়-সহ অন্যান্যরা।

বেহাল রাস্তা সংস্কারের দাবি, ইছাপুরে কংগ্রেসের ১২ ঘণ্টার প্রতীকী অনশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বেহাল রাস্তাঘাট সংস্কারের দাবিতে আন্দোলনে উত্তর ব্যারাকপুর শহর কংগ্রেস। বেহাল রাস্তা সংস্কারের দাবিতে রবিবার কংগ্রেসের তরফে ঘোষপাড়া রোডের ইছাপুর বাদমতলা মোড়ে ১২ ঘণ্টার প্রতীকী অনশন কর্মসূচি পালন করা হয়।

উক্ত অনশন কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে কংগ্রেস নেতা অশোক ভট্টাচার্য বলেন, উত্তর ব্যারাকপুর পুরসভার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে রাস্তাঘাট বেহাল দশায় পরিণত। অথচ রাস্তাগুলো সংস্কারের ব্যাপারে পুরসভার কোনও হেলদোল নেই। তাঁর বক্তব্য, মণিরামপুর থেকে শুরু করে দেবীতলা, নবাবগঞ্জ, আনন্দমঠ, চড়কতলা, মাঝের পাড়া সর্বত্র রাস্তাঘাট চলাচলের অযোগ্য হয়ে উঠেছে। রিকশা ও ভ্যান চালক থেকে শুরু করে অটো কিংবা টোটো চালক ভাইরা চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। অশোক বাবু জানান, রাস্তা স্তাঘাট সংস্কারের জন্য সাধারণ মানুষের গণস্বাক্ষর করে পুরপ্রধানের কাছে জমা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পুরপ্রধানের তরফে কোনও আশ্বাস মেলেনি। অবিলম্বে রাস্তা স্তাঘাট সংস্কার করা না হলে আগামীদিনে তাঁরা বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন। তিনি আরও বলেন, বাংলায় কাটমানির সরকার চলছে। আর উত্তর ব্যারাকপুর পুরসভা বিরোধী শূন্য। পুরসভা বিরোধী শূন্য হওয়ায় বিরোধিতা করার কেউ নেই।

বউবাজারে পুরনো বাড়ি সংস্কারের মাঝে দুর্ঘটনা, আহত শ্রমিক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বউবাজার: বউবাজারের শ্রীনাথ দাস লেনের পুরনো বাড়ি সংস্কারের মাঝেই ঘটে গেল দুর্ঘটনা। রবিবার বাড়ি সারাইয়ের কাজ চলার সময়েই একটি বাড়ির সামনের অংশ ভেঙে পড়ে। সেইসময় তারই নীচেই কাজ করছিলেন বেশ কয়েকজন শ্রমিক। ফলে এই ভেঙে পড়া অংশের নীচে চাপা পড়ে যান এক শ্রমিক। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে।

এদিকে সূত্রে খবর, আহত এই শ্রমিকের নাম আশুতোষ অধিকারী। এদিকে এই ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশও। ঘটনাস্থলে যায় কলকাতা পুরসভার বিল্ডিং বিভাগের কর্মীরা, ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট গ্রুপ, দমকল বাহিনীও। পুলিশ সূত্রে খবর, দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাড়িটিকে আগেই বিপজ্জনক ঘোষণা করা হয়েছিল। মালিকপক্ষ সংস্কারের কাজ শুরু করেছিল। সেই কাজ চলাকালীনই আচমকাই সামনের দিকের বারান্দার একটা বড় অংশ ভেঙে পড়ে। এরপর নিরাপত্তার স্বার্থে ঘটনাস্থল ব্যারিকেড করে দেওয়া হয়। বাকি অংশ বিপজ্জনক কি না, তা খতিয়ে দেখছেন ইঞ্জিনিয়াররা। এদিকে স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, ওই বাড়িটির অবস্থান বেশ ঝুঁকিপূর্ণ ছিল দীর্ঘদিন ধরেই। বারবার অভিযোগ করলেও সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। অবশেষে সংস্কার শুরু হলেও, তাতেই ঘটে বিপত্তি।

ডোমজুড়-কাণ্ড: দ্রুত দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থার দাবি জানাল জাতীয় মহিলা কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, সোদপুর: কাজের টোপ দিয়ে উত্তর ২৪ পরগনার সোদপুরের তরুণীকে প্রায় পাঁচ মাস ডোমজুড়ে আটকে রেখে নির্যাতন চালানোয় অভিযুক্ত মা-ছেলের সন্ধান এখনও মেলেনি। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন 'নির্যাতিতা।' এর মধ্যে এই ঘটনার প্রেক্ষিতে স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে পদক্ষেপ করছে জাতীয় মহিলা কমিশন। রবিবার জাতীয় মহিলা কমিশনের সদস্যা অর্চনা মজুমদার সংবাধমাধ্যমকে বলেছেন, আমরা এই জঘন্য ঘটনার কথা সংবাদমাধ্যম থেকে জেনেছি। স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে পদক্ষেপ করেছি। জাতীয় মহিলা কমিশনে অভিযোগ হিসাবে এই ঘটনার কথা নথিভুক্ত করা হয়েছে। আমরা স্থানীয় থানাকে সে কথা জানাব এবং দোষীদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত পদক্ষেপ করার বিষয়ে পুলিশকে সহযোগিতা করতে বলব।

অর্চনা অভিযোগের সুরে বলেন, পশ্চিমবঙ্গের কোনায় কোনায় লাগাতার মহিলাদের উপরে জঘন্য অত্যাচারের ঘটনা ঘটছে। এ জন্য পশ্চিমবঙ্গের মহিলারা সামগ্রিক নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে শুরু করছেন। মহিলাদের নিরাপত্তা বলতে আর কিছু থাকবে না। তাই এ রকম কোনও ঘটনার খবর পেলেই আমরা কঠোরতম পদক্ষেপ করার পথে হাঁটব বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। প্রসঙ্গত, অভিযুক্ত শ্বেতা খান এবং পুত্র আরিয়ানের বিরুদ্ধে অভিযোগের বহর ক্রমশ বাড়ছে। মুখ খুলতে শুরু করেছেন একের পর এক 'প্রতারিত' ব্যক্তি।

মহেশতলা: সিআইডির শরণাপন্ন রাজ্য পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মহেশতলা: মহেশতলায় নাবালক নিখোঁজের পর ১০ দিন কাটতে চললেও এখনও খোঁজ নেই ইসলামপুরের নাবালকের। সেই কারণে এবার তদন্তে রাজ্য গোয়েন্দা দপ্তরের সাহায্য নিচ্ছে জেলা পুলিশ। এদিকে রবিবার সকালেই রবীন্দ্রনগর থানায় নিয়ে আসা হল মূল অভিযুক্ত শাহেনশাহকে। শুক্রবার তাঁকে মুম্বই থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তাঁর সঙ্গেই পাকড়াও করা হয়েছে ফিরোজ ও আসিফ নামে আরও দু'জনকে। শাহেনশাহ-র সঙ্গে এই দু'জনকেও রবিবার নিয়ে আসা হয় রবীন্দ্রনগর থানায়। এরপর এই তিনজনকেই এদিন আলিপুর আদালতে তোলে ডায়মন্ড হারবার জেলা পুলিশ। এদিকে ডায়মন্ড হারবার থানা সূত্রে খবর, শাহেনশাহকে জিজ্ঞাসাবাদ করেই নিখোঁজ নাবালকের খোঁজ পেতে চাইছেন তদন্তকারীরা। সঙ্গে এও জানতে চাইছেন, শেষ পর্যন্ত সে নাবালককে কোথায় রেখেছিল বা ওই নাবালক যদি পালিয়ে যায় তাহলে কোন দিকে সে গেছে বা শেষ কে তাকে দেখেছে সে ব্যাপারেও। একইসঙ্গে তদন্তকারী আধিকারিকেরা এও জানতে চাইছেন ঘটনার সময় শাহেনশাহ ছাড়াও বাকি কারা উপস্থিত ছিল তা নিয়েও।

রবিবার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে ফোরাম ফর দুর্গোৎসবের পক্ষ থেকে আয়োজিত মা-এর জন্য রক্তদান উৎসবের উদ্বোধন করলেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, সাংসদ মালা রায়, বিধায়ক দেবাশিস কুমার, কুণাল ঘোষ, কার্তিক ব্যানার্জি-সহ কলকাতার বিশিষ্ট পুজো সংগঠকরা। উক্ত অনুষ্ঠানে মোট ৪৩৩৬ জন রক্তদান করেন।

দক্ষিণবঙ্গ থেকে মুখ ঘুরিয়েছে বর্ষা, অস্বস্তিতে তিলোত্তমাবাসী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: উত্তরবঙ্গে এলেও দক্ষিণবঙ্গ থেকে মুখ ঘুরিয়েছে বর্ষা। বর্ষা এখনই পা রাখছে না দক্ষিণবঙ্গে। এদিকে এই কখনও সখনও বৃষ্টিতে সে দাপটও নেই। ফলে ফের বাড়ছে গরম। এই গরমের সঙ্গে উপকূল ও সংলগ্ন জেলায় বাতাসে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প, ফলে সব মিলিয়ে এক অস্বস্তিকর আবহাওয়া। এদিকে পশ্চিমের জেলাগুলিতে মোটের উপর আবহাওয়া শুষ্কই থাকবে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। রবিবার সকালে কলকাতায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৮.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। শনিবার দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৩.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। রবিবার থেকে দিনের তাপমাত্রা ঊর্ধ্বমুখী। একইসঙ্গে ঊর্ধ্বমুখী রাতের তাপমাত্রাও। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ ঘোরাফেরা করছে ৬৫ থেকে ৯৪ শতাংশের মধ্যে। জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকার কারণেই আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তিকর আবহাওয়া থাকছে। এদিকে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, উত্তরবঙ্গেই থমকে রয়েছে মৌসুমী বায়ু। তবে দার্জিলিং-সহ

উপরের জেলাগুলিতে বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি হতে পারে বলে মনে করছে আলিপুর। দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়িতে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে। তবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা আগামী কয়েক দিন নেই উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেও। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, কলকাতা, হাওড়া, হুগলি জেলাতে শুষ্ক আবহাওয়ার সম্ভাবনা। উত্তরবঙ্গের মালদা এবং দক্ষিণ দিনাজপুরেও শুষ্ক আবহাওয়ার সম্ভাবনা। দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেও চড়ছে পারদ। মালদা ও দুই দিনাজপুরে গরম ও অস্বস্তিকর আবহাওয়া থাকবে।

অন্যদিকে হাওয়ার গতিবেগ এবং দক্ষিণবঙ্গের পরিবেশ মৌসুমী বায়ুর অনুকূল নয় বলেই মনে করছেন আবহাওয়াবিদরা। ১২ জুন পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে বৃষ্টির সম্ভাবনা কমই থাকবে বলে মনে করছেন আবহাওয়া দপ্তরের কর্তারা। হাওয়া অফিস বলছে, বুধবারের পর থেকে আবহাওয়ায় কিছু পরিবর্তন দেখতে পাওয়া যেতে পারে। তারপর থেকেই ফের বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে। বুধবার বিকেলের দিকে দুই ২৪ পরগনা, দুই মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ, নদিয়াতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়-বৃষ্টির আশঙ্কা থাকছে।

বেহাল রাস্তা, টায়ার জ্বালিয়ে প্রতিবাদ উত্তর দমদমে

নিজস্ব প্রতিবেদন, দমদম: একটু বেশি সময়ের বৃষ্টিতেই বেহাল দশা উত্তর দমদমের বেশ কিছু জায়গার রাস্তার। এদিকে দীর্ঘদিন ধরে রাস্তা সারাইয়ের দাবি জানালেও প্রশাসনের কোনও হেলদোল নেই। উপায় না পেয়ে স্ত রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে এবার রাস্তা অবরোধের কর্মসূচি নিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। ঘটনাস্থল দমদম পুরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাদিয়াটি এলাকার বাসিন্দাদের দাবি, রাস্তার যা হাল তাতে যাতায়াত করা দায় হয়ে উঠেছে। যে কোনও মুহূর্তে ঘটে যেতে পারে দুর্ঘটনা। প্রাণ হাতে করে যেতে হচ্ছে কাজে। কিন্তু, বারবার স্থানীয় প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েও কোনও লাভ হয়নি। আর এই সমস্যা আজকের নয়। প্রায় দু'বছরেরও বেশি সময় ধরে এখানকার বাসিন্দারা রাস্তা সারাইয়ের দাবি জানাচ্ছেন। এখনও সারাইয়ের কোনও ব্যবস্থাই করা হয়নি। তাতেই ক্ষোভে ফুঁসছে গোটা এলাকা। এদিন এলাকার লোকজনই কাদিয়াটি রোডে দীর্ঘক্ষণ অবরোধ করে। ফলে যানজট তৈরি হয় এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে নারায়ণপুর থানার পুলিশ।

সম্পাদকীয়

উইলিয়ামস আর উইলমোর আমাদের ঠান্ডা মাথায় শিখিয়ে দিয়ে গেল যে জীবনে ধৈর্যই সাফল্যের আসল কথা

সেলেব্রিটি তকমা পাওয়ার জন্য তাঁরা মহাকাশ সফর করেননি। তাঁরা গিয়েছিলেন বিজ্ঞান গবেষণার স্বার্থে। আর আমরা সহজেই ধৈর্য হারাই যখন ট্র্যাফিক জ্যামে আটকে পড়ি, কোনও পরীক্ষা কিংবা ইন্টারভিউতে প্রথম বার অসফল হই, সুইগি কিংবা জোম্যাটোতে খাবার আসতে ২ মিনিট দেরি হয় কিংবা কোনও নতুন প্রকল্পের চুক্তি স্বাক্ষর হতে যদি কয়েক দিন মাস সময় লাগে। কিন্তু ওই মহাকাশচারীরা ৮ দিনের জায়গায় আটকে পড়লেন ২৮৬ দিন। পরিস্থিতির কোনও নিয়ন্ত্রণ তাঁদের হাতে ছিল না। তাই তাঁদের মানিয়ে নিতে হত, ধৈর্য ধরতেই হত, অপেক্ষা করতেই হত। আর চরম অনিশ্চয়তার মধ্যেও বিশ্বাস রাখতে হত ২৮৬ দিন পরে নিজেদের ঘরে ফেরার। কিন্তু বর্তমান সমাজজীবনে আমরা যেন সহজেই ধৈর্যচ্যুত হয়ে পড়ছি। সস্তায় কোনও কিছু পাওয়ার লোভে সহনশীলতা হারিয়ে ফেলছি। সাফল্যের ইঁদুর-দৌড়ে প্রথম হওয়ার প্রচেষ্টায় ছেলেমেয়েদের বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে সঠিক শিক্ষা দেওয়ার ধৈর্য হারিয়ে ফেলছি। সাময়িক অসফলতায় দোষারোপে বিদ্ধ করছি পরবর্তী প্রজন্মকে। উন্নতির দোহাই দিয়ে ছেলেমেয়েদের জীবনের প্রেশার কুকারে বন্দি করে দিচ্ছি। পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হলে আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছি। তাই আজকের পর থেকে জীবনে যখনই কোনও অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হতে হবে, তখন মনে রাখবেন; আপনি অন্তত মহাশূন্যে আটকে নেই। ৮ দিনের জায়গায় ২৮৬ দিন অপেক্ষা করতে হবে না। অনিশ্চয়তা জীবনের অঙ্গ। জীবনে অনেক চ্যালেঞ্জ আসবে, অনেক পরিকল্পনা পাল্টে যাবে, অনেক বিফলতার মোকাবিলা করতে হবে, সফল হতে সময় লাগতে পারে প্রত্যাশার চেয়ে অনেক বেশি। কিন্তু যদি সুনীতা উইলিয়ামস আর ব্যারি উইলমোর ৮ দিনের জায়গায় ২৮৬ দিন মহাকাশে বেঁচে থাকতে পারেন, তা হলে আমরাও নিশ্চয় জীবনের ছোটখাটো বাধা সহজেই সামলে নিতে পারব। উইলিয়ামস আর উইলমোরের লড়াই আমাদের সেই শিক্ষাই দেয়।

শব্দবাণ-২৯৭

১			■	২		৩
	■	■	■	■	■	
	■	■	৪	■	■	
■	■	৫			■	■
৬	■	■		■	■	৭
	■	■	■	■	■	
৮			■	৯		

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. পাঁচশ বছর আগের এক মহাপুরুষ ২. প্রতিষ্ঠা ৫. আকাঙ্খা, ইচ্ছা ৮. উত্তম উপায় ৯. যে প্রজাপতি ঘর কেটে বের হয়।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. বসন্তবায়ু ৩. আদিবাসীদের উপভাষাবিশেষ ৪. রাজপুত্র ৬. অসমের রাজনৈতিক দল ৭. সুন্দর, শোভাময়।

সমাধান: শব্দবাণ-২৯৬

পাশাপাশি: ১. পরদাপ্রথা ৪. কাঙ্গি ৫. রণন ৭. কিরাত ৯. ধারা ১১. জগৎসুদ্ধ।

উপর-নীচ: ১. পরিসর ২. দাগা ৩. থাকাথাকি ৬. নটরাজ ৮. তলযুদ্ধ ১০. সৎ।

জন্মদিন

আজকের দিন

অমিশা প্যাটেল

১৯৪৯ *বিশিষ্ট পুলিশ আধিকারিক কিরণ বেদির জন্মদিন।*
১৯৭৫ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী অমিশা প্যাটেলের জন্মদিন।*
১৯৮৫ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী সোনম কাপুরের জন্মদিন।*

কলকাতা তো শ্রেষ্ঠ নির্মল; দেশের রাজনৈতিক জাগরণ আর কবে?

সুবীর পাল

'কলকাতা একদিন কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবে, তবুও তোমার কাছে আমার হৃদয়।'

কবিতাটি সেই কবে লিখে গিয়েছিলেন প্রকৃতির কবি জীবনানন্দ দাশ। কবিরা হয়তো এমনই যুগান্ত দ্রষ্টাই হোন। তা না হলে বনলতার অন্তমিলে আবার আসিব ফিরে'র স্বপ্নস্রষ্টা কি করেই বা আগাম জানতে পেয়েছিলেন আজিকার প্রভাতে নব কলকাতার নয়া শ্রেষ্ঠত্বের উজ্জ্বল উপকথা?

হ্যাঁ আজ যে এটাই পূর্ণ সত্য জীবনানন্দের সেই কাব্য সুন্দর তিলোত্তমা নগরীর অধুনা চলমান ইস্তেহারে।

কল্লোলিনী কলকাতার মুকুটে আবার শোভিত হলো আরও একটা বিজয় পালক।

পরিচ্ছন্নতার অঙ্গনে। পরিবেশের আঙিনায়।

ভারতের সমস্ত মেট্রোপলিটান শহরের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা সবেমাত্র পেল আমাদের গর্বের নন্দিত নগরী 'সিটি অফ জয়।'

কারণটাও কিন্তু বেশ আভিনব। কলকাতা এই শিরোপাটি দেশের সমস্ত মেট্রোপলিটান শহরের কাছ থেকে 'ফার্স্ট বয়' হিসেবে ছিনিয়ে নিয়েছে। পরিবেশ বান্ধব হিসেবে। পরিচ্ছন্ন মিত্র বিচারে।

না না, এটা কোনও কলকাতা প্রেমীর আবেগ ভরা আষাঢ়ে গল্প নয়। এই অবিশ্বাস্য তথ্যটি মঙ্গলবার সুযোগ বুঝে টুক করে প্রথমবারের মতো কলকাতার বাতাসে ভাসিয়ে দিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের চেয়ারম্যান কল্যাণ রুদ্র।

অতি সম্প্রতি কলকাতায় স্থানীয় এক বণিকসভা পরিচালিত আবহাওয়ার পূর্বাভাস সম্পর্কিত এক আলোচনা চক্রের আসর বসে। সেখানেই প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন কল্যাণবাবু। আবহাওয়া ও পরিবেশ বিষয়ক বক্তব্য রাখতে গিয়ে কল্যাণবাবু আচমকা এই তথ্যটি পেশ করে বসেন। তিনি বলেন, 'এখন আমাদের কাছে একটা আনন্দের সময় কলকাতাবাসী হিসেবে। কেন্দ্রীয় সরকারের পরিবেশ মন্ত্রণালয় সবে মাত্র ঘোষণা করেছে যে কলকাতা হলো দেশের সবকটি মেট্রোপলিটান শহরের মধ্যে সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন ও পরিবেশ বান্ধব নগরী। এটা আমাদের রাজ্য সরকারের এক ধারাবাহিক পরিবেশ সচেতনা মূলক কর্মসূচির উল্লেখযোগ্য সফলতার অবদান।'

বিগত বেশ কয়েক দশক যাবৎ কলকাতা দূষণ নগরী হিসেবে এক প্রকার ভারত সরকারের কাছে দুয়ো রানি হিসেবে উপেক্ষিত হয়ে এসেছে। এই নগরীর কার্বন ডাইঅক্সাইড নির্গমনের দৈনিক হার বরাবরই ছিল স্বাভাবিক মাত্রা থেকে অনেকাংশে বেশি। আক্ষরিক অর্থেই এমন এক নেতিবাচক পরিস্থিতির প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে কলকাতা আজ সারা দেশের কাছে দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছে। এমন সব তথ্য প্রকাশের পাশাপাশি তিনি এও বলেন, 'মুম্বাই, চেন্নাই, দিল্লি, কলকাতা, বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদ, পুনে এবং আহমেদাবাদ হলো ভারতের উল্লেখযোগ্য মেট্রোপলিটান শহর। প্রত্যেকটি শহর নিজের মতো করে পরিচ্ছন্নতা রক্ষার পাশাপাশি পরিবেশ সহায়ক হবার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের তরফে আমরাও সবাই মিলে রাজ্য সরকারের নির্দেশিত গাইডলাইন অনুসরণ করে কলকাতার জন্য অবিচ্ছিন্ন ভাবে কাজ করে যাচ্ছিলাম। আমরা এই দৌড়ে যে প্রথম হবো দেশের মধ্যে নজীর গড়তে পেরে, সেটা আমাদের কাছে আরও মস্ত বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দিয়েছে। কারণ শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করা প্রকৃতই কঠিন। কিন্তু তার চেয়েও অনেক কঠিন হলো, এই শ্রেষ্ঠত্ব আগামী দিনে বজায় রাখার সংকল্প গ্রহণ করা। আমি বিশ্বাস করি, ভবিষ্যতেও আমরা ভারতের কাছে ফের নয়া দৃষ্টান্ত রচনার পথিকৃৎ হয়ে উঠবো।

এমনিতেই প্রতিটি শহরাঞ্চলে পর্যাপ্ত পরিমাণ গাছ থাকা ভীষণ রকমের আবশ্যক। এবিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের পরিবেশ মন্ত্রকের সুনির্দিষ্ট বিধি জারি করা রয়েছে সমগ্র ভারতের জন্য। সেই নিয়ম অনুযায়ী দেশের প্রতিটি শহরের ৩৩ জমি সবুজায়ণ করতেই হবে বনসৃজনের মধ্যে দিয়ে। তাই কলকাতা সহ আমাদের রাজ্যে এই সবুজ বিধি আক্ষরিক অর্থে পালনের জন্য পশ্চিমবঙ্গ পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ কার্যত উঠে পড়ে লেগেছে। এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করে কল্যাণবাবুর অভিমত, 'আমরা কলকাতার পাশাপাশি রাজ্যের সমস্ত শহরগুলিতে আরও বেশি করে বনসৃজনের বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করেছি। দূষণমুক্ত পশ্চিমবঙ্গ আমাদের স্বপ্ন। সুতারাং গাছ হচ্ছে আমাদের এই সংকল্পের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার।'

পরিবেশ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি আরও একটি চমকপ্রদ তথ্য পেশ করলেন এই আলোচনা সভায়। তিনি বলে উঠলেন, 'আমরা শুধু কলকাতার শ্রেষ্ঠত্ব দখল করে আত্মসন্তুষ্টিতে ভুগছি না। আমরা পরিবেশ রক্ষায় রাজ্যকেও ভারত শ্রেষ্ঠ করার লক্ষ্যে প্রাণপাত কাজ করে চলেছি। এর জন্য আমরা নানাবিধ নিত্যনতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করে চলেছি এবং তা বাস্তবায়নের পথে নিরন্তর এগিয়ে চলেছি এতটুকু সময় অপচয় না করে।' এই নিয়ে এক নয়া দৃষ্টান্ত পেশ করে তিনি আরও মন্তব্য করেন, 'বিহারের সঙ্গে আমাদের রাজ্যের সীমানা হলো তিনশো কিলোমিটার দীর্ঘ। আবার ঝাড়খণ্ড ও পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত হচ্ছে পাঁচশো কিলোমিটার লম্বা। সুতরাং এই দুটি রাজ্যের মোট আটশো কিলোমিটার পরিধি জুড়ে আমাদের রাজ্যে গাছের বীজ রোপণের কাজ সম্পন্ন করতে পেরেছি। ফলে বিহার এবং ঝাড়খণ্ডের এলাকা বরাবর আমরা একটা দীর্ঘ নয়া অরণ্য পরিধি গড়ে তুলবো। এতে পার্শ্ববর্তী অন্য রাজ্যের উৎপাদিত দূষণ পশ্চিমবঙ্গের পরিবেশকে কোনও ভাবেই দূষিত করতে পারবে না। আমরা নিশ্চিত এই উদ্যোগের ফলে আগত দিনে আমাদের রাজ্যের পরিবেশ দূষণের পরিমাণ এক ধাক্কায় অনেকটা তলানিতে এসে ঠেকবে।' কল্যাণবাবুর মতে, 'চীনের প্রাচীর যেমন মনুষ্য পারাপারের পক্ষে দুর্ভেদ্য। তেমনটি পশ্চিমবঙ্গ পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ গৃহীত নয়া এ হেন কর্মসূচি রূপায়ণ করার সঙ্গে যে সবুজ দেওয়াল আমরা গড়ে তোলার প্রয়াস করছি তাতে বিহার সহ ঝাড়খণ্ডের সীমান্ত বরাবর অচিরেই দূষণ দুর্ভেদ্যের একটা নতুন বলয় হয়ে উঠবে। আমাদের এই কার্যক্রম আজ সারা দেশের কাছে এক অভিনব দৃষ্টান্তে পরিণত হয়েছে।'

কঠিন বাস্তবতার আয়নায় কলকাতাকে একটু পর্যবেক্ষণ করলেই খালি চোখেই স্পষ্ট অনুভব করা যায়, পরিবহণ চলাচল জনিত নির্গত ধুলো ও কার্বণ ডাইঅক্সাইড এই শহরের আকাশকে নিয়ত মলিন থেকে মলিনতর করে চলেছে অবিচ্ছেদ্য গতিতে। দূষণ দানবের এমন একচ্ছত্র একচেটিয়া থাবার মধ্যেও কিন্তু কলকাতার জন্য সুখী গৃহকোণের একটা সুখময় লেফাফা ইতিমধ্যেই উপস্থিত। কলকাতার আকাশে বাতাসে যে ১০ মাইক্রোমিটারের (পিএম১০) চেয়ে কম ক্ষুদ্রাতীত দূষণ ছেয়ে আছে, তা কিন্তু অনায়াস ছন্দে নিঃশ্বাসের মাধ্যমে শহরবাসীর ফুসফুসে গিয়ে আশ্রয় নেয় অতি সহজেই। ফলে কলকাতাবাসীর পক্ষে এই ধরণের দূষণ প্রকৃতই অভিশাপের, অন্তত নানাবিধ শারীরিক রোগের আশঙ্কায়। আর এখানেই অতি গ্রীষ্মের সন্ধ্যার আবাস জানালায় দক্ষিণা বাতাস প্রবেশের মতো সুখবরটি হলো, কলকাতার বহমান বায়ুতে পিএম১০ দূষণ মাত্রা ক্রমেই যে নিম্নগামী। সাম্প্রতিক অতীতে যে ভয়াবহ মাত্রাটি ছিল ৫৭.৩ু'এ। বর্তমানে সেটি ৪৩ু'এ কমে দাঁড়িয়েছে। এই সাফল্য কিন্তু এক লহমায় পুরস্কার হিসেবে হাতের মুঠোয় এসে উপস্থিত হয়নি। রাজ্য সরকারের পূর্ত দফতর, পরিবহণ মন্ত্রণালয় ও কলকাতা পৌরসভা রীতিমতো পরিকল্পনা রচনা করে এবং রাজ্য পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের পরামর্শে দূষণ রোধের এক বাস্তব সম্মত রূপরেখার সম্মিলিত প্রতিফলন ঘটানোর চেষ্টা করা হয়েছিল। ফলও মিলেছিল হাতেনাতে। বিভিন্ন গাড়ির উপর কড়া নজরদারি ও পোক্ত নিয়ম আরোপ করা, সিএনজি ও ইলেক্ট্রিক চালিত গাড়ির ব্যবহার বৃদ্ধি করা, একইসঙ্গে বিভিন্ন রাস্তাঘাট সংস্কার করা ছিল এই সার্বিক পরিকল্পনার অন্যতম কার্যকরী ব্লুপ্রিন্ট। ফলে শহরে পূর্বের তুলনায় কলকাতার রাস্তায় যানবাহনের ব্যবহারে বড় রকমের ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ্য করা গিয়েছে। আর এতেই পিএম১০ দূষণ হ্রাসের বাজিমাত সম্প্রসারিত হয়েছে তিলোত্তমার অঙ্গে রঙ্গে।

এতো কিছুর মধ্যেও প্লাস্টিক ব্যাগ প্রকৃতই শিরঃপীড়ার মস্ত বড় কারণ হয়ে উঠেছে আমাদের এই পরিচিত সমাজে। এটা শুধু কলকাতার সমস্যা নয়, এই প্রতিবন্ধকতা আজ কলকাতার গন্ডি অতিক্রম করে রাজ্যের প্রতিটি অঞ্চল পেড়িয়ে দেশের নয়টা দিগন্ত স্পর্শ করে তিলে তিলে সংক্রামিত হয়েছে বিশ্বের নানা প্রান্তর থেকে প্রত্যেক প্রান্তিকে। আমার প্রকাশ্যে সর্বত্র মুখে বলি প্লাস্টিক ব্যাগ পরিহার করা অতি আবশ্যক। কিন্তু আমাদের কথা আর কাজ কি এক? মোটেও না। বিকেলে কোনও এক ওজনদার অডিটোরিয়ামে প্লাস্টিক বর্জনের বিপ্লবে গলা ফাটিয়ে সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরার পথে কোন যাদুমন্ত্রে এই বিপ্লবী যে পরিবেশ আসামীতে পরিণত হয়ে যায়, কে জানে? নৈতিকতায় মাই ফুট করে মাছের দোকানে এই আমিই অতঃপর খুঁজে নিই মাছ কিনতে প্লাস্টিক প্যাকেট। এখানেই আক্ষেপ করেছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ বিজ্ঞানের অধ্যাপক অনিরুদ্ধ মুখোপাধ্যায়। হতাশার সুরে তিনি বলেন, 'ইস্যুটা যদি প্লাস্টিক ব্যাগ হয় তবে এটি হলো বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে বড় আতঙ্ক। আমরা টেকনোলজির সাহায্যে পলিব্যাগ তৈরি করতে ১০ মিনিটও ব্যয় করি না। অথচ ব্যবহারের পর বর্জ্য হিসেবে এটি মাটিতে মিশে যেতে চার হাজারের বেশি সময় নষ্ট হয়। আমরা এটি ব্যবহারের নিষেধ করে অপরকে সচেতন করতে যথাযথ প্রয়াস করি ঠিকই, কিন্তু বাস্তব জীবনে সেই নীতি জ্ঞান যে নিজেরাই মানি না পদে পদে। পলিব্যাগ আমাদের প্রায় সকলেই আজকাল নির্ভেজাল জ্ঞানপাপী করে তুলেছে।'

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই অধ্যাপকের কথায় সম্মতি জানিয়ে একরাশ শ্লেষ ব্যক্ত করেন রাজ্য পরিবেশ দফতরের কর্তা কল্যাণ রুদ্র। তিনি নিজের বিষন্নতা প্রকট করে সংকোচের সঙ্গে বলেন, 'আমাদের একটা নির্দিষ্ট সীমারেখা আছে। তাই আমরা পলিব্যাগ ব্যবহারে সমাজে নিয়মকানুন লাগু করি। ব্যবহার কমানোর আবেদন মানুষকে করি। সচেতনতার নানাবিধ সভা করি। বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে এর ক্ষতিকারক দিক নিয়ে প্রশিক্ষিত করি পড়ুয়াদের। অবশেষে আমাদের পরিধিতে গিয়ে জেনে বুঝে ধাক্কা খাই। চুপ করে যেতে বাধ্য হই। কারণ বাজারে বায়ো-পলিব্যাগ এসে গেলেও আমরা সব বুঝেও পলিব্যাগ চিরতরে উৎপাদন বন্ধ করতে সক্ষম নই। এর জন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক সদিচ্ছা। সেটারই বড় অভাব আমাদের দেশের কেন্দ্র থেকে প্রতিটি রাজ্যে।

এমনতর রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত আমরা আমলা হিসেবে নিতে পারি না। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি এবিষয়ে আমাদের হাত পা বাঁধা। নাগরিক সচেতনতার চেয়েও আজ ভারতের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন রাজনৈতিক সচেতনতা। একদিন হয়তো সেই স্বপ্ন বাস্তব হবে যেদিন ভারতে পলিব্যাগ আর উৎপাদিত হবে না। আমি সেই নির্মল দিনের অপেক্ষায় প্রহর গুনছি।'

পুরুষ পুড়ছে! কেউ শুনছেন?

বাবুল চট্টোপাধ্যায়

না, এটা কোনো গল্প নয়। এটি বাস্তব কাহিনীর। এই কাহিনী আপনার আমার খুব চেনা,খুব পরিচিত। আপনি আমি রোজ এই রাস্তায় যাতায়াত করি। আমাদের ভালোবাসার শহর। আমাদের মায়ার শহর, আমাদের স্বস্তির শহর, আমাদের বিশ্বাসের শহর, আমাদের প্রতি পালকের বাঁচার শহর। হ্যাঁ, এমনটা আমরা সকলে মনে করি। কিন্তু পারি কই। আমাদের নিশ্বাসে যে বিশ্বাস লেগে আছে সেই বোধটা তেমনটা জাগে কই? হ্যাঁ, আপনি ঠিকই ধরেছেন-- আমাদের ভালো হলো কই? আমাদের বেঁচে থাকা ভালোভাবে হলো কই। আমরা ঠিকঠাক সংসারে মিল পাই কই? কে দায়ী এর জন্যে? ঠিক দুই জনে মিলে এই সংসার। এক প্রকৃতি আরেক পুরুষ। পুরুষ ঠিক কার? সে কি প্রকৃতির? বোধহয় না। তবে সে কার? না, সে কারো নয়। সেটা বোঝা যায় সে যখন সংসারে প্রবেশ করে। মানে মায়ায় বাঁধে। তার কত মায়া। তার কত প্রেম। তার কত দায়িত্ব। প্রকৃতি মানে নারী। তাকে চেনা মুস্কিল। কি তার রহস্য স্বয়ং দেবতাও নির্ধারণ করতে পারেন নি। তাকে চেনা ভার। তাকে বোঝা আরো কষ্টকর। তার স্পর্শে, গন্ধে অপরুপ মোহ থাকলেও মায়া তেমন নেই বললেই চলে। তবুও সে মহামায়া। আমাদের সাহিত্যে--বিশেষত কাব্যে প্রকৃতি মানে নারির আসন সকলের উপরে। থাকারই কথা। সে ধরা অধরার বাইরে। তুমি তোমার জন্ম নিয়েছ সেই গর্ভধারিনী থেকে। তাই তিনি প্রকৃত নারী। মানে তোমার সুরক্ষা বলয়। রক্তের সম্পর্কে যে বেশ মর্মী। বহু রূপের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ প্রেমিকা। যাকে নিয়েই তো আমাদের এতো আহ্লাদ। আমাদের মনের বিস্তর আমাদের কাব্য কবিতা সব কিছু। এই পর্যন্ত ঠিকঠাক। কিন্তু এরপর?

হ্যাঁ, এরপর তো রহস্য। কত মায়া,কত লীলা, কত প্রেম, কত মমতা, কত স্বপ্ন, আর সেইসাথে কত কিছুর যবনিকা! মানে যা এত কাল ছিল সত্যি তা গিয়ে দাঁড়ালো সম্পূর্ণ মিথ্যা। নারী বুঝে গেছে সব পুরুষ কি চায়/ পুরুষ বোঝেনি তা, তাই সে নিরুপায়। যথার্থই বলেছন কবি। না সে এমন বলতো না। না, সে এমন বুঝত না। সে এমন ভাবতো না। এখন সে এমন বলে, এমন বোঝে, এমন ভাবে। আরও নাকি আছে বহু বাকি। এমনও হয়। তার ভাবনার ঘরে নেই কোনো সত্য। তার বাস্তবের ঘরে আছে চরম নির্মমতা, তার জীবনে শুধুই বিষ। গায়ক বলছেন শুধু বিষ দাও বিষ, অমৃত চাই না। পুরুষ বোঝেনি এতো অসত্য কেন এই জীবন। পুরুষ বোঝেনি প্রকৃতির এতো কেনো চাহিদা। কেনইবা এতো রহস্য। কবি আবারো লিখে বসলেন --- যাকে তুমি ভালবাসো সে তো শুধু শরীর, মন মৃত/ তদন্ত করো না যেন কাছে দূরে সকলে জড়িত। না, সে তো এমন ছিল না। প্রেমিকা প্রকৃতির কাছে তার আবদার ছিল অনেক, আশা ছিল অনেক। সে বিশ্বাস করত -- সাদা ভাবনার সরি মাঝে মধ্যে কালো দাগ, ক্ষত/ জানলে বাজানো যায় সব মন পিয়ানোর মতো। তবে কি হলো কবির! সে তো বাজাতে জানলেও মনের পিয়ানো বাজাতে পারছে কই! তবে তো কবি ধংস হলো,তবে তো কবির পতন হলো! তবে তো কবির মৃত্যুও হলো!

হ্যাঁ, কবির মৃত্যু হলেও প্রকৃতির কোনো হেলদোল নেই। সে রহস্যে মোড়া। সে মায়ায় মোড়া। তার আদল অনেকটা মায়া আর মুখোশের আড়ালে অনেকটা গোপনীয়তা। ভাবে আর ভাষার তফাৎ। প্রকৃতি সরি, নারী অনেকটাই মোহময়ী। ভুল বললাম। রহস্যময়ী। যাকে চেনা যায় দাম্পত্যের প্রতি পরতে। খুব কম মানুষের সঙ্গে মনের মিল হয়। যেখানে হয় সেখানে সুখের প্রাসাদ দেখা যায়। কিন্তু আর ক' জনের ভাগ্যেই তা জোটে! একটা প্রশ্ন থেকেই যায় যে এসবে কি লাভ! পুরুষ তুমি কার ? এটাই এখন লাখ টাকার প্রশ্ন। প্রকৃতিকে মানে নারীতে যে অচলায়তন দেখা যাবে তাতে আর অবাক হওয়ার কিছু নেই। আর সেই কারনেই এতো বিশৃঙ্খলা। এতো এতো বিশৃঙ্খলা। কোনো কিছুই যেনো মানুষের মনের মত হয় না। ওই যে আগেই বললাম মনের মিল হলো আসল কথা। কিন্তু বর্তমানে এই মিল খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। তার কারণ হলো কোথায় যেনো এক ডমিনেটিং পাওয়ার নারীতে কাজ করে। পুরুষকে দংশন করতে নারির একটুকুও বাধে না। আর পুরুষ এক্ষেত্রে কিছু ক্ষেত্রে জাস্ট অশান্তির ভয়ে অনেক কিছু নীরবে সহ্য করে। নারী এটাকেই পুরুষের দুর্বলতা মনে করেন। কিন্তু এমনটা ভাবার কোনো কারণ নেই যে পুরুষ খুব কম বোঝে বা সংসার বিষয়টি তারা অবগত নন। একজন পুরুষ কত কষ্ট করে সংসারে সুখ বা হাসি ফোটানোর জন্যে নিরলস পরিশ্রম করে থাকেন। তার বিনিময়ে তিনি কি পান? হ্যাঁ, আপনি হয়তো জানেন না তার বিনিময়ে তিনি পান এক সীমাহীন যন্ত্রণা। দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি সেই যন্ত্রণার তীব্রতা বাড়ায় নারীরাই। তাই বলে এমনটা কেউ ভাববেন না যে আমি নারীবিদ্বেষী। বরং বলতে পারেন আমি সত্যে বিশ্বাসী। পুরুষদের বিষয়ে হাল ধরার কেউ নেই। কারণ রয়েছে আইনি জটিলতা। আপনি যাই করুন না কেন আপনাকে আইনি জটিলতায় ক্ষতিতে পড়তেই হবে। আর যদি নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে কিছু সম্পন্ন না হয় তবে আখেরে পুরুষেরই সামগ্রিক ক্ষতি। আর সে ক্ষতি থেকে নিস্তার পেতে পুরুষরা কোন জটিলতায় যেতে চান না। সুতরাং অনেকটা মেনে নেন।

এরপর যদি আপনি যদি দায়িত্বশীল পিতা হন তবে আপনাকে সন্তানের নানা বায়না ও মেটাতে হবে। কারণ সন্তান আপনার আর্থিক পারা না পারার কথা কখনও ভাবতে যাবে না। সে দেখবে বাইরের জগত। দেখবে কম্পিটিশন। কার্যত কিছুক্ষেত্রে পিতার আর্থিক স্বচ্ছলতা স্বস্তি অবশ্যই আনবে। তাই পিতার আর্থিক সবলতা অনেক অংশে সুখের হদিশ দিতে পারে। তবে কিছু ক্ষেত্রে এটা হলেও সব ক্ষেত্রে আর্থিক স্বচ্ছলতা সমস্ত কিছুকে আয়ত্ব করে নেবে এমনটা ভাবার কোনো কারণ নেই। তবে সব কিছুর পেছনে আছে ডেস্টিনি। আপনার ভাগ্য আপনাকে নিয়ে চলে। আপনার যতই থাক, আপনার জীবন যতই কাঁটা যুক্ত বা মুক্ত থাকুক না কেনো আপনার ভাগ্য আপনাকে সঠিক জায়গায় নিয়ে যাবে। আপনাকে ধৈর্য্য ধরতে হবে। কঠিন হলেও অসাধ্য কিছু নয়, যা চেষ্টা করলেই হয়। শুনতে পাচ্ছেন কি সবাই। পারলে হৃদয়ের সাজঘরে সত্যের আশ্রয় নিন। হ্যাঁ, কথা দিলাম আপনি সুখী হবেন। হবেনই।

লেখক: বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

অনুব্রত গ্রেপ্তার না-হওয়া পর্যন্ত আমাদের লড়াই চলবে: শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন, গাইঘাটা: 'অনুব্রত গ্রেপ্তার না হওয়া পর্যন্ত আমাদের এই লড়াই চলবে। বোলপুরে সোমবার 'নারী সম্মান যাত্রায়' হাজার হাজার মহিলা, সাধারণ মানুষ, কৃষক শ্রমিক হাঁটবেন, যতক্ষণ না অনুব্রত মণ্ডল জেলে যাচ্ছে আমাদের এ লড়াই চলবে।' বোলপুরের আইসির মা ও স্ত্রীর ওপর যে ভাষা ব্যবহার করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডান হাত অনুব্রত, তাতে শুধু আইসির মা বা স্ত্রী নয় কোটি কোটি মহিলাদের অসম্মান করা হয়েছে।

রবিবার বিকেলে বনগাঁ দক্ষিণের বিজেপি বিধায়ক স্বপন মজুমদারের ডাকে অপারেশন সিঁদুরের সাফল্যে উত্তর ২৪ পরগনার গাইঘাটায় তিরঙ্গা যাত্রায় এসে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এমনই মন্তব্য করেন। পাশাপাশি মতুয়াগড়ে এসে তিনি জানান, আজকে যশোরের অভয় নগরে মতুয়াদের বাড়ি, বৈষ্ণবদের বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, জাতপাত ভুলে তাই সনাতনী ঐক্য গড়ে তুলুন মুসলিম লিগ তৃণমূলকে বয়কট করুন। এছাড়া কটাক্ষ করে বলেন, তৃণমূল মানেই জঙ্গিদের আশ্রয়দাতা, মদতদাতা।

এদিন শুভেন্দু অধিকারী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক স্বপন মজুমদার, বিধায়ক সুব্রত ঠাকুর, বিধায়ক অশোক কীর্তনিয়া, বিধায়ক তথা কবিয়াল অসীম সরকার।

ফের টাকা নিয়ে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: ফের টাকা নিয়ে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল শিল্পাঞ্চল জামুড়িয়ায়। জামুড়িয়া শিল্পাঞ্চলের একটি বেসরকারি কারখানায় চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নামে বেকার যুবকদের সঙ্গে প্রতারণার একটি অভিযোগ সামনে এল। জামুড়িয়া থানার অন্তর্গত বাহাদুরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ধসল গ্রামের বাসিন্দা কৃষ্ণ ঘোষ বিজয়নগর গ্রামের রাহুল মণ্ডলের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন। যেখানে তিনি অভিযোগ করেছেন যে রাহুল মণ্ডল জামুড়িয়ার একটি বেসরকারি কারখানায় চাকরি পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁর কাছ থেকে ৭৮,০০০ টাকা নিয়েছিলেন। কৃষ্ণ ঘোষ দাবি করেন, রাহুল তাঁকে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার জন্য আড়াই লক্ষ টাকা দাবি করেছিলেন, যার মধ্যে তিনি ৮০,০০০ টাকা অগ্রিম চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি রাহুলকে ৭৮,০০০ টাকা দিয়েছিলেন, অনেক দিন পরেও চাকরি না পেয়ে তিনি কৃষ্ণ ঘোষকে জিজ্ঞাসা করেন এতদিন হয়ে গেল চাকরি কেন হচ্ছে না? উত্তরে রাহুল মণ্ডল কৃষ্ণ ঘোষকে চিনতেও অস্বীকার করেন বলে অভিযোগ। রাহুল মণ্ডলের দাবি, কৃষ্ণ ঘোষ তাকে কোনও টাকা দেননি। তাই রাহুল মণ্ডলের বিরুদ্ধে কৃষ্ণ ঘোষ জামুড়িয়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

এ ব্যাপারে কৃষ্ণ ঘোষের পরিচিত গৌতম ঘোষের দাবি, কারখানায় চাকরি দেওয়ার নামে রাহুল মণ্ডল কৃষ্ণর কাছ থেকে ৭৮০০০ টাকা নিয়েছে। শুধু কৃষ্ণ ঘোষ নন, রাহুল এইভাবে এলাকার আরও অনেক মানুষকে প্রতারণা করেছেন এবং লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন। কৃষ্ণ ঘোষের কাছে রসিদের কপিও রয়েছে, যা থেকে স্পষ্ট যে তিনি রাহুল মণ্ডলকে ৭৮০০০ টাকা দিয়েছেন। রবিবার জামুড়িয়া থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে এবং তিনি চান পুলিশ প্রশাসন রাহুলের বিরুদ্ধে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করুক যাতে ভবিষ্যতে কেউ যেন বেকার যুবকদের সঙ্গে এভাবে প্রতারণা করতে না পারে।

চোরেদের কীর্তিকলাপের ভিডিয়ো ভাইরাল হতেই তিনজন গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: নলডাঙা এলাকায় চোরেদের এমন কীর্তিকলাপ ধরা পড়েছে সিসিটিভি ক্যামেরায়। আর সেই সব ছবি ও ভিডিয়ো ভাইরাল হতেই দ্রুত পদক্ষেপ করে তিনজনকে গ্রেপ্তার করে চুঁচুড়া থানার পুলিশ।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, এর আগেও কোদালিয়া ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত নলডাঙা এলাকায় চুরির ঘটনা ঘটেছে। গত কয়েকদিন ধরে রাতের বেলা চুরির উদ্দেশ্যে নলডাঙা এলাকায় ঢুকে চোরেরা ঘোরাঘুরি করছিল। এরপর বৃহস্পতিবার রাতে এলাকার একাধিক বাড়িতে ওই চোরের দল ঢোকার চেষ্টাও করে। কিন্তু কোনও বাড়িতেই তারা ঢুকতে পারেনি।

স্থানীয় সূত্রের খবর, এলাকারই এক যুবক শুক্রবার সেই সিসিটিভি ফুটেজ সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করেন। মুহূর্তের মধ্যে তা ভাইরাল হয়। সেই ফুটেজ দেখার পরই চন্দননগর থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করে। ভিডিয়ো দেখে অভিযুক্তদের শনাক্ত করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্তরা সকলেই চুঁচুড়ার বাসিন্দা। এর আগেও তাদের বিরুদ্ধে একাধিক চুরির অভিযোগ রয়েছে। শনিবার তাদের চুঁচুড়া আদালতে পেশ করা হয়। অভিযুক্তদের ১৪ দিনের জেল হেপাজত হয়েছে।

এই ঘটনার পর নলডাঙা এলাকাবাসীরা পুলিশের তৎপরতাকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। তবে তাদের অভিযোগ, এর আগেও এলাকায় একাধিকবার চুরির ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু সে সব ক্ষেত্রে পুলিশের সক্রিয়তা দেখা যায়নি। যদিও এ বার পুলিশের সক্রিয় ভূমিকায় তাঁরা সকলেই খুশি। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, পুলিশের কাছে লিখিত ভাবে আবেদন জানানো হবে, যাতে ভবিষ্যতে এলাকায় নিরাপত্তা বজায় থাকে।

ফর্ম নং আইএনসি-২৫এ
পাবলিক কোম্পানি থেকে প্রাইভেট কোম্পানিতে পরিবর্তনের জন্য সংবাদপত্রে প্রকাশক বিজ্ঞাপন
রিজিওনাল ডিরেক্টর, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক ইস্টার্ন রিজিওন সমীপে

২০১৩ সালের কোম্পানি আইন, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৪ এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৪১ অধীন বিষয় সম্পর্কিত

এবং

মেসার্স সিম্যাঙ্গস কমোসেলস লিমিটেড (CIN : U74900WB2013PLC197620) রেজিস্টার্ড অফিস ৬/৭এ এজেসি বোস রোড, কেবিন ৪, কলকাতা - ৭০০০১৭, পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কিত

...আবেদনকারী/আবেদনকারী কোম্পানি

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে কোম্পানি **বৃহস্পতিবার ২২ মে ২০২৫** তারিখে কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে পরিবর্তনের নির্ধারণ নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৪ ধারা এবং উক্ত রুলস অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলে আগ্রহী।

যেকোনও ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট প্রস্তাবিত কোম্পানির অবস্থানের/পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে রেজিস্টার্ড ডাকে বিরোধিতার কারণ এবং স্বার্থের ধরন হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে ইস্টার্ন রিজিওনাল ডিরেক্টর, কর্পোরেট ভবন, ৭ম তল, প্লট নং IIIF/16, AA-IIIF রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা - ৭০০১৩৫ নিকট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৪ দিনের মধ্যে নোটিশ পাঠাতে পারেন। একটি কপি কোম্পানির নিম্নে উল্লিখিত ঠিকানায় রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে :

সিম্যাঙ্গস কমোসেলস লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস ৬/৭এ এজেসি বোস রোড, কেবিন ৪, কলকাতা - ৭০০০১৭, পশ্চিমবঙ্গ

পক্ষে
স্বা/-
বিনোদ গুপ্তা
ডিরেক্টর
ডিন : ০৩০৭১৩৩২

তারিখ : ০৯.০৬.২০২৫
স্থান : কলকাতা

"ফর্ম নং আইএনসি-২৫এ"
পাবলিক কোম্পানি থেকে প্রাইভেট কোম্পানিতে পরিবর্তনের জন্য সংবাদপত্রে প্রকাশক বিজ্ঞাপন
রিজিওনাল ডিরেক্টর, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক ইস্টার্ন রিজিওন সমীপে

২০১৩ সালের কোম্পানি আইন, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৪ এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৪১ অধীন বিষয় সম্পর্কিত

এবং

মেসার্স অ্যাকসেন্ট ট্রেডকম কোম্পানি লিমিটেড পশ্চিমবঙ্গ, ভারত সম্পর্কিত

...আবেদনকারী

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে মেসার্স অ্যাকসেন্ট ট্রেডকম কোম্পানি লিমিটেড (CIN : U52190WB2010PLC149770) ১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইন অধীনে গঠিত একটি কোম্পানি, রেজিস্টার্ড অফিস পি সি এম টাওয়ার, ১ম তল, পিছনের দিকে, আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের বিপরীতে, সেবক রোড, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং - ৭৩৪০০১, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি থেকে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে পরিবর্তনের নির্ধারণ নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৪ ধারা অধীনে রিজিওনাল ডিরেক্টর (ইস্টার্ন রিজিওন) সমীপে এক আবেদন দাখিলে আগ্রহী।

যেকোনও ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট প্রস্তাবিত কোম্পানির পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে স্বয়ং বা ডাকযোগে রিজিওনাল ডিরেক্টর (ইস্টার্ন রিজিওন) অফিসিয়াল ঠিকানা কর্পোরেট ভবন, ৫ম তল, প্লট নং IIIF/16, AA-IIIF রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশরী, উত্তর ২৪ পরগনা - ৭০০১৩৫, পশ্চিমবঙ্গ নিকট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৪ দিনের মধ্যে নোটিশ পাঠাতে পারেন। একটি কপি কোম্পানির উল্লিখিত ঠিকানায় রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে।

আবেদনকারীর পক্ষে
অ্যাকসেন্ট ট্রেডকম কোম্পানি লিমিটেড
সন্দীপ গুপ্তা
ডিরেক্টর
ডিন : ০২৬১৩৭৭৫

তারিখ : ০৯.০৬.২০২৫
স্থান : কলকাতা

SBI | **স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা**
শাখার ঠিকানা : ১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১, শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in
ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : সত্যজিৎ চৌধুরী, ই-মেল আইডি : satyajit.c@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৯৪০২৬৯৮৩৫৫

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে ব্যাঙ্কের নিকট দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পদের বিক্রয়। নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নোক্ত সম্পত্তি(গুলি) সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে স্বত্ব দখল করেছেন। সাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে ই-নিলাম (২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে) সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি/সমূহ নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ২৫.০৬.২০২৫ সময় : ৩০০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ

ক্রম নং ১

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত ২৫.০৬.২০২৫** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' বিক্রি করা হবে **২০,৪৮,৮৭৪.০০ টাকা (কুড়ি লাখ আটচল্লিশ হাজার আটশ চুয়াত্তর টাকা) ৩০.০১.২০২৫** পর্যন্ত পরবর্তী সুদ সহ জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **শ্রী বশিষ্ঠ কুমার পাসোয়ান (ঋণগ্রহীতা)** পিতা ব্রহ্মদেও পাসোয়ান **ঠিকানা** - ৮২/১ বিএসএনএল স্টাফ কোয়ার্টার, বালিগঞ্জ প্লেস, রুম নং বি৬০১, কলকাতা - ৭০০০১৯ **এবং** কোয়ার্টার নং ই৫, টাইপ - ৩, বিএসএনএল কলোনি, সিদগোরা, সিদগোরা থানার নিকট, পূর্ব সিংভূম, শহর জামশেদপুর, পিন - ৮৩১০০৯, **এবং** ২০১, ৩য় তল, গোল্ডেন কি অ্যাপার্টমেন্ট, মনোহরপুর, ওয়ার্ড নং ৯, ডানকুনি পুরসভা, ডানকুনি, পো. এবং থানা - ডানকুনি, জেলা - হুগলি-৭১২৩১১, **এবং** হরদিমো, খায়রা, জামুই, খায়রা, বিহার-৮১১৩১৭ কাছ থেকে।

(জ্ঞাত দখলদারিত্ব সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং ২০১, তিনতলা ভবনের নাম গোল্ডেন কি অ্যাপার্টমেন্ট, পরিমাণ ঢাকা এরিয়া ৬৫০- ২০ শতাংশ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া মোট এরিয়া ৭৮০ বর্গফুট, মার্বেল মেঝে, ২ বেড রুম,১ লিভিং তথা ডাইনিং রুম,১ কিচেন, ১ টয়লেট, ১ বারান্দা, এ তপশিল অধীন। উক্ত ফ্ল্যাট সংশ্লিষ্ট জমি স্থিত পরিমাণ এরিয়া ১০.৭৪ ডেসিমেল কমবেশি সমপরিমাণ ০৬ কাঠা ০৮ ছটাক কমবেশি জি-৫ তলা ভবনে অবস্থিত মৌজা মনোহরপুর, জেএল নং ৯৮, আরএস দাগ নং ১৭০৩ এবং ১৭৫৯, আরএস খতিয়ান নং ২১৬, এলআর দাগ নং ২৩৯৪ এবং ২৩৯৫, এলআর খতিয়ান নং ৮৭৮২, ৮৭৭৭ এবং ৮০৬/২, স্থানীয় ওয়ার্ড নং ৯, ডানকুনি পুরসভা অধীন, থানা : ডানকুনি, পিন : ৭১২৩১১, এডিএসআর জনাই অধিক্ষেত্রে,জেলা : হুগলি,সংশ্লিষ্ট সকল সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত অবিভক্ত জমি সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ । স্বত্ব দলিল নথিভুক্ত বুক নং ১, ভলুম নং ০৬০৮-২০২১, পৃষ্ঠা ২০৪২৪৪ থেকে ২০৪২৮৭, দলিল নং ০৬০৮০৮২৮৭ -২০২১ সালের।

সম্পত্তি শ্রী বশিষ্ঠ কুমার পাশোওয়ান, পিতা ব্রহ্মদেও পাশোয়ান এর নামে।

সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে খোলা জায়গা দক্ষিণে : ফ্ল্যাট নং ২০২ পূর্বে : সিঁড়ি এবং লিফট; পশ্চিমে : খোলা জায়গা।

সংরক্ষিত মূল্য ১৮,৪৫,০০০.০০ টাকা বায়না জমা ১,৮৪,৫০০.০০ টাকা,বর্ধিতকরণ মূল্য : ১০,০০০.০০ টাকা।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ১৮.০৬.২০২৫	স্বত্ব দখলীকৃত	যোগাযোগ নং ৯৪০২৬৯৮৩৫৫

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com বা ৮২৯১২২০২২০ যোগাযোগ করুন

তারিখ : ০৯.০৬.২০২৫
স্থান : কলকাতা

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI | **স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা**
শাখার ঠিকানা : ১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১, শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in
ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : সত্যজিৎ চৌধুরী, ই-মেল আইডি : satyajit.c@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৯৪০২৬৯৮৩৫৫

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে ব্যাঙ্কের নিকট দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পদের বিক্রয়। নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নোক্ত সম্পত্তি(গুলি) সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে স্বত্ব দখল করেছেন। সাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে ই-নিলাম (২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে) সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি/সমূহ নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ২৫.০৬.২০২৫
সময় : সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ

ক্রম নং ১

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত ২৫.০৬.২০২৫** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **১১,০৬,৮৫,৭৬৩.০০ টাকা (এগার কোটি ছয় লাখ পঁচাশি হাজার সাতশ তেষট্টি টাকা)** ০৭.০১.২০১৪ পর্যন্তপরবর্তী সুদ সহ জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **পান্নালাল তারকশাউ ইস্পাত প্রা. লি. (ঋণগ্রহীতা)** ঠিকানা - ২৫১, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলকাতা - ৭০০০০৬ **এবং জামিনদাতাগণ : শ্রী সুরেশ কুমার জয়সওয়াল, শ্রী অনিশ কুমার জয়সওয়াল, শ্রী রমেশ কুমার জয়সওয়াল, শ্রীমতী কলাবতী দেবী শাউ, শ্রীমতী লালমণি দেবী শাউ, শ্রী তারক শাউ এবং শ্রী অরুণ কুমার জয়সওয়াল** সহ কাছ থেকে। **সকলের ঠিকানা** - ২৪৬-ডি, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলকাতা - ৭০০০০৬।

সম্পত্তি নং ১ : সংরক্ষিত মূল্য - **৭৯,০০,০০০.০০ টাকা,** বায়না জমা - **৭,৯০,০০০.০০ টাকা** এবং ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য : **৫০,০০০.০০ টাকা**
সম্পত্তি নং ২ : সংরক্ষিত মূল্য - **৮১,০০,০০০.০০ টাকা,** বায়না জমা - **৮,১০,০০০.০০ টাকা** এবং ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য : **৫০,০০০.০০ টাকা**

(জ্ঞাত দখলদারি সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

সম্পত্তি নং ১ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট/ইউনিট নং ৪এ এবং ৪বি, পরিমাণ মোট ২২৪৪.৮০ বর্গফুট কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া অবস্থিত পূর্ব এবং দক্ষিণ দিকে ৫মতলে ভবনে, অবস্থিত পুরসভা প্রেমিসেস নং ২৪৬ডি, আচার্য্য প্র ফুল্ল চন্দ্র রোড,কলকাতা :৭০০০০৬,থানা : মানিকতলা,এবং অবিভক্ত সম্পত্তির বিভিন্ন অংশ বা স্বার্থ জমি এবং সকলের ব্যবহারের স্থান পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ । হস্তান্তর দলিল এআরএ-১, কলকাতা থেকে দলিল নং ১-৩৭৬০-২০০৬ সালের। যৌথ মালিকানাধীন শ্রী অরুণ কুমার জয়সওয়াল, শ্রী সুরেশ কুমার জয়সওয়াল এবং শ্রীমতি কলাবতী দেবী (পান্নালাল তারকসাউ ইস্পাৎ প্রা লি এর জামিনদাতা)।চৌহদ্দি : উত্তরে : পুরসভার সাধারণ চলার পথ, দক্ষিণে : অংশত প্রেমিসেসনং ২৪৬ডি, এ পি সি রোড, পূর্বে: পঞ্চা বাকুলির প্রেমিসেস, পশ্চিমে : আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড।

সম্পত্তি নং ২ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট/ইউনিট নং ৪সি এবং ৪ডি, মোট পরিমাণ ২৩১৩.১০ বর্গফুট কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া অবস্থিত দক্ষিণ এবং উত্তর পশ্চিম দিকে, ৫মতলে, ভবনে অবস্থিত পুরসভা প্রেমিসেস নং ২৪৬ডি,আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলকাতা : ৭০০০০৬, থানা : মানিকতলা, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির বিভিন্ন অংশ এবং স্বার্থ জমির সকলের ব্যবহারের সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ। হস্তান্তর দলিল এআরএ-১,কলকাতা থেকে দলিল নং ১-৩৭৫৯/২০০৬ সালের সম্পত্তি শ্রীমতি লালমণি দেবী শাউ,স্বামী তারক শাউ, শ্রী রমেশ জয়সওয়াল,পিতা শ্রী তারক শাউ এবং শ্রী অনীশ জয়সওয়াল পিতা শ্রী তারক শাউ এর নামে।

চৌহদ্দি : উত্তরে : পুরসভা সাধারণ চলার পথ, দক্ষিণে : অংশত প্রেমিসেস নং ২৪৬ডি, এ পি সি রোড, পূর্বে : পঞ্চা বাকুলির প্রেমিসেস, পশ্চিমে: আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ১৮.০৬.২০২৫	স্বত্ব দখলীকৃত	যোগাযোগ নং : ৯৪০২৬৯৮৩৫৫

সম্পত্তি নং ১

ব্যাঙ্ক ওয়েবসাইট : URL:https://sbi.co.in	ই-নিলাম ওয়েবসাইট : URL: https://baanknet.in	সম্পত্তির অবস্থান	ফটোগ্রাফস	ভিডিও
	Property ID: SBIN77785910163			

সম্পত্তি নং ২

ব্যাঙ্ক ওয়েবসাইট : URL:https://sbi.co.in	ই-নিলাম ওয়েবসাইট : URL: https://baanknet.in	সম্পত্তির অবস্থান	ফটোগ্রাফস	ভিডিও
	Property ID: SBIN77785937628			

ক্রম নং ২

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত ২৫.০৬.২০২৫** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' বিক্রি করা হবে **১৯,৭১,৩৪৫.০০ টাকা (উনিশ লাখ একাত্তর হাজার তিনশ পঁয়তাল্লিশ টাকা)** ০২.১২.২০২৪ পর্যন্ত পরবর্তী সুদ এবং ব্যয় সহ জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **শ্রীমতী দেবযানী চ্যাটার্জি,** স্বামী সুব্রত বক্সি **ঠিকানা** - ফ্ল্যাট নং ৪০৩, বিল্ডিং নং ০৯, টাইপ-এ, ব্লক-এ-০৯, পিয়ারলেস নগর, থানা - পানিহাটি, সোদপুর, জেলা - চব্বিশ পরগনা (উত্তর) কলকাতা - ৭০০১১৪ **এবং** জেড৫, সোদপুর গভ. হাউসিং কমপ্লেক্স, হোল্ডিং নং ২৯এফ, কলকাতা - ৭০০১১০ **এবং** পি অ্যান্ড টি ডিপার্টমেন্ট, খড়দা, পি কে বিশ্বাস রোড, শ্যাম মন্দিরের নিকট, কলকাতা - ৭০০১১৭ নিকট কাছ থেকে।

(জ্ঞাত দখলদারি সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ইউনিট নং ৪০৩ পঞ্চমতলে, ভবন নং ০৯, টাইপ-এ, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৪২৮ বর্গ ফুট কমবেশি এবং অবিভক্ত সম্পত্তি জমির যথাযথ ভাগ অংশ সকলের ব্যবহারের সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ অবস্থিত ট্রাঙ্ক রোড, মৌজা : পানিহাটি,ভবানীপুর এবং সুখচর, পানিহাটি পুরসভার ওয়ার্ড নং ৩ অধীন, হোল্ডিং নং ২৯এফ (নতুন), পানিহাটি ,থানা : খড়দহ, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, দাগ নং ১০২০,খতিয়ান নং ১১০৪, দলিল নং ১-৫৩৭৫/২০০৪। **সম্পত্তি শ্রীমতি দেবযানী চ্যাটার্জি,** স্বামী সুব্রত বক্সি এর নামে। **সংরক্ষিত মূল্য ৭,৪৮,০০০.০০ টাকা এবং বায়না জমা ৭৪,৮০০.০০ টাকা এবং ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য ১০,০০০ টাকা।**

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ১৮.০৬.২০২৫	স্বত্ব দখলীকৃত	যোগাযোগ নং : ৯৪০২৬৯৮৩৫৫

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com বা ৮২৯১২২০২২০ যোগাযোগ করুন

তারিখ : ০৯.০৬.২০২৫
স্থান : কলকাতা

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড
(CIN : U65921MH1995PLC212675)
অ্যাক্সিস হাউস, সি-২, ওয়াদিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, পান্ডুরঙ্গ বুধকর মার্গ, ওরলি, মুম্বই - ৪০০ ০২৫

ই-পাবলিক নিলাম-তথা-বিক্রয় নোটিশ

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্স মেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/গণ, জামিনদাতা/গণ এবং বন্ধকদাতা/গণের প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে নিম্নে বর্ণিত নির্ধারিত ঋণদাতার নিকট বন্ধক/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি, অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেডের অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত**, নির্ধারিত ঋণদাতা, **"যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে", "যেমন অবস্থায় আছে" এবং "কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত"** [illegible] তারিখে, [illegible] টাকা [illegible] **চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ সহ খেলাপি/জরিমানা সুদ এবং অন্যান্য চার্জ সহ চূড়ান্ত আদায়/উশুল পর্যন্ত ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতাগণ/জামিনদাতাগণের কাছ থেকে যেমন **(১) ক্রিয়েটিভ স্ক্রিন প্রিন্টিং (ঋণগ্রহীতা) (২) সমীর ঘোষ (সহ-ঋণগ্রহীতা ১/বন্ধকদাতা) এবং (৩) মুনমুন ঘোষ (সহ ঋণগ্রহীতা ২)** কাছ থেকে বকেয়া আদায়ের জন্য। সম্পদের বিবরণ, সংরক্ষিত মূল্য (আরপি), বায়না জমা (ইএমডি) এবং বিক্রয়ের বিস্তারিত নিম্নোক্ত মতে :

তপশিল -১

জামিনদত্ত স্থাবর সম্পদের বিস্তারিত

[illegible]

তপশিল -২
ই-নিলামের বিস্তারিত

সম্পত্তি/গুলির বিস্তারিত	তপশিল -১ অনুযায়ী
ই-নিলামের তারিখ এবং সময়	২৭.০৬.২০২৫ সময় : বেলা ১১ টা থেকে বেলা ১২ টা দুপুর, প্রতিটি ৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে
টেন্ডার দাখিলের তারিখ এবং সময়	২৪.০৬.২০২৫ বিকেল ৪ টার মধ্যে

সংরক্ষিত মূল্য : আইএনআর ৩১,৩৩,৪৪০ (একত্রিশ লাখ তেত্রিশ হাজার চারশ চল্লিশ টাকা) টাকা।
*সংশ্লিষ্ট মূল্যের কমে ফ্ল্যাট/সম্পত্তিগুলি বিক্রি হবে না।

বায়না জমা (আরপি-র ১০ শতাংশ) : ৩,১৩,৩৪৪ (তিন লাখ তেরো হাজার তিনশ চুয়াল্লিশ টাকা) টাকা।
ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ : ১,০০,০০০ (এক লাখ টাকা) টাকা
যোগাযোগের ব্যক্তির বিস্তারিত এবং মোবাইল নং : শ্রী সার্থক শর্মা, মো : ৭৯৮২৯৯২৩৬৬

বিক্রির নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন ওয়েবসাইট : https://sarfaesi.auctiontiger.net/EPROC/ এবং www.axisfinance.in।

সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬)/রুল ৯(১) অধীনে বিধিবদ্ধ ১৫ দিনের বিক্রয় নোটিশ।
সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬)/রুল ৯(১) অধীনে ঋণগ্রহীতাগণ, জামিনদাতাগণ এবং বন্ধকদাতাগণের প্রতি উক্ত ঋণ বিষয়ক এবং উক্ত উল্লিখিত তারিখ অনুযায়ী ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।

তারিখ : ০৬.০৬.২০২৫
স্থান : নিউ দিল্লি

অনুমোদিত অফিসার
অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড

অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড
(CIN : U65921MH1995PLC212675)
অ্যাক্সিস হাউস, সি-২, ওয়াদিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, পান্ডুরঙ্গ বুধকর মার্গ, ওরলি, মুম্বই - ৪০০ ০২৫

ই-পাবলিক নিলাম-তথা-বিক্রয় নোটিশ

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্স মেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/গণ, জামিনদাতা/গণ এবং বন্ধকদাতা/গণের প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে নিম্নে বর্ণিত নির্ধারিত ঋণদাতার নিকট বন্ধক/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি, অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেডের অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত**, নির্ধারিত ঋণদাতা, **"যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে", "যেমন অবস্থায় আছে" এবং "কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত" ২৭.০৬.২০২৫ তারিখে, ৪৯,১২,৫৯৬ টাকা (উনপঞ্চাশ লাখ বারো হাজার পাঁচশ ছিয়ানব্বই টাকা) ০৫.০৬.২০২৫ অনুযায়ী [দাবি নোটিশ তারিখ ০৭.১২.২০২৩ অনুযায়ী বকেয়া সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যুকৃত--আইএনআর ৪০,৭৯,৪০৬ টাকা (চল্লিশ লাখ উনআশি হাজার চারশ ছয় টাকা) ০৫.১২.২০২৩ অনুযায়ী বকেয়া উভয় ঋণ সুবিধাদি সহ]** চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ সহ খেলাপি/জরিমানা সুদ এবং অন্যান্য চার্জ সহ চূড়ান্ত আদায়/উশুল পর্যন্ত ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতাগণ/জামিনদাতাগণের কাছ থেকে যেমন **(১) সেন্টু সাহা (ঋণগ্রহীতা) এবং (২) গৌরী সাহা (সহ-ঋণগ্রহীতা ১/বন্ধকদাতা)** কাছ থেকে বকেয়া আদায়ের জন্য। সম্পদের বিবরণ, সংরক্ষিত মূল্য (আরপি), বায়না জমা (ইএমডি) এবং বিক্রয়ের বিস্তারিত নিম্নোক্ত মতে :

তপশিল -১

জামিনদত্ত স্থাবর সম্পদের বিবরণ

সম্পত্তির বিস্তারিত -সংশ্লিষ্ট সকল অংশ হোল্ডিং নং ১২৯৩/১ (কর অনুযায়ী), ৭ডি বিজয়নগর, কালীতলা রোড, (স্থান পরিদর্শন অনুযায়ী), ওয়ার্ড নং ১৯, নৈহাটি পুরসভা অধীন, থানা এবং পো : নৈহাটি, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন কোড : ৭৪৩১৬৫, মৌজা : নৈহাটি, দাগ নং ৩১৬৬, ৩১৬৭, খতিয়ান নং ১০৮৯৮, পরিমাণ - ১৪৪০ বর্গফুট।

ভবন/প্লটের চৌহদ্দি :
পূর্বে : সড়ক — পশ্চিমে : খালি জমি
উত্তরে : স্বপন বিশ্বাসের ভবন — দক্ষিণে : সড়ক

তপশিল -২
ই-নিলামের বিস্তারিত

সম্পত্তি/গুলির বিস্তারিত	তপশিল -১ অনুযায়ী
ই-নিলামের তারিখ এবং সময়	২৭.০৬.২০২৫ সময় : বেলা ১১ টা থেকে বেলা ১২ টা, প্রতিটি ৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে
টেন্ডার দাখিলের তারিখ এবং সময়	২৪.০৬.২০২৫ বিকেল ৪ টার মধ্যে

সংরক্ষিত মূল্য : আইএনআর ৪৬,৩৮,৩৩০ (ছেচল্লিশ লাখ আটত্রিশ হাজার তিনশ তিরিশ) টাকা।
*সংশ্লিষ্ট মূল্যের কমে ফ্ল্যাট/সম্পত্তিগুলি বিক্রি হবে না।

বায়না জমা (আরপি-র ১০ শতাংশ) : ৪,৬৩,৮৩৩ (চার লাখ তেষট্টি হাজার আটশ তেত্রিশ টাকা) টাকা।
ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ : ১,০০,০০০ (এক লাখ টাকা) টাকা
যোগাযোগের ব্যক্তির বিস্তারিত এবং মোবাইল নং : শ্রী সার্থক শর্মা, মো : ৭৯৮২৯৯২৩৬৬

বিক্রির নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন ওয়েবসাইট : **https://sarfaesi.auctiontiger.net/EPROC/** এবং **www.axisfinance.in**।

সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬)/রুল ৯(১) অধীনে বিধিবদ্ধ ১৫ দিনের বিক্রয় নোটিশ।
সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬)/রুল ৯(১) অধীনে ঋণগ্রহীতাগণ, জামিনদাতাগণ এবং বন্ধকদাতাগণের প্রতি উক্ত ঋণ বিষয়ক এবং উক্ত উল্লিখিত তারিখ অনুযায়ী ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।

তারিখ : ০৬.০৬.২০২৫
স্থান : নিউ দিল্লি

অনুমোদিত অফিসার
অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড

অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড
(CIN : U65921MH1995PLC212675)
অ্যাক্সিস হাউস, সি-২, ওয়াদিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, পান্ডুরঙ্গ বুধকর মার্গ, ওরলি, মুম্বই - ৪০০ ০২৫

ই-পাবলিক নিলাম-তথা-বিক্রয় নোটিশ

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্স মেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/গণ, জামিনদাতা/গণ এবং বন্ধকদাতা/গণের প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে নিম্নে বর্ণিত নির্ধারিত ঋণদাতার নিকট বন্ধক/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি, অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেডের অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত**, নির্ধারিত ঋণদাতা, **"যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে", "যেমন অবস্থায় আছে" এবং "কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত" ২৭.০৬.২০২৫ তারিখে, ২৯,২১,৩২৪ টাকা (উনত্রিশ লাখ একুশ হাজার তিনশ চব্বিশ টাকা) ০৫.০৬.২০২৫ অনুযায়ী [দাবি নোটিশ তারিখ ৩১.০১.২০২৪ অনুযায়ী বকেয়া সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যুকৃত-- ২৪,৫১,৯৬৬ টাকা (চব্বিশ লাখ একান্ন হাজার নশো ছেষট্টি টাকা)]** চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ সহ খেলাপি/জরিমানা সুদ এবং অন্যান্য চার্জ সহ চূড়ান্ত আদায়/উশুল পর্যন্ত ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদাতাগণ/ জামিনদাতাগণের কাছ থেকে যেমন **(১) বাথ সলিউশনস (ঋণগ্রহীতা) (২) শ্রী রাম কিশোর বিনানি (প্রয়াত) (সহ-ঋণগ্রহীতা ১/বন্ধকদাতা ১) এবং (৩) শীতল বিনানি (সহ ঋণগ্রহীতা ২/বন্ধকদাতা ২)** কাছ থেকে বকেয়া আদায়ের জন্য। সম্পদের বিবরণ, সংরক্ষিত মূল্য (আরপি), বায়না জমা (ইএমডি) এবং বিক্রয়ের বিস্তারিত নিম্নোক্ত মতে :

তপশিল -১

জামিনদত্ত স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত

আশীর্বাদ রেসিডেন্সিয়াল ফ্ল্যাট নং ৪সি, ৫মতলে, দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে , প্রেমিসেস নং ৩৯, কবি নবীন সেন রোড, হোল্ডিং নং ১৬৭ (পুরানো), ২৮১ (নতুন), ওয়ার্ড নং ২৫, থানা : দম দম, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০২৮ পরিমাণ ১১০০ বর্গফুট।

ভবন/প্লটের চৌহদ্দি :
পূর্বে : ১৬ ফুট চওড়া সড়ক — পশ্চিমে : চাতাল এবং ২ তলা ভবন
উত্তরে : অন্যান্যর সম্পত্তি — দক্ষিণে : ১০ ফুট চওড়া সড়ক

তপশিল -২
ই-নিলামের বিস্তারিত

সম্পত্তি/গুলির বিস্তারিত	তপশিল -১ অনুযায়ী
ই-নিলামের তারিখ এবং সময়	২৭.০৬.২০২৫ সময় : বেলা ১১ টা থেকে বেলা ১২ টা দুপুর, প্রতিটি ৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে
টেন্ডার দাখিলের তারিখ এবং সময়	২৪.০৬.২০২৫ বিকেল ৪ টার মধ্যে

সংরক্ষিত মূল্য : আইএনআর ৩৪,৬৫,০০০ (চৌত্রিশ লাখ পঁয়ষট্টি হাজার টাকা) টাকা।
*সংশ্লিষ্ট মূল্যের কমে ফ্ল্যাট/সম্পত্তিগুলি বিক্রি হবে না।

বায়না জমা (আরপি-র ১০ শতাংশ) : ৩,৪৬,৫০০ (তিন লাখ ছেচল্লিশ হাজার পাঁচশ টাকা) টাকা।
ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ : ১,০০,০০০ (এক লাখ টাকা) টাকা
যোগাযোগের ব্যক্তির বিস্তারিত এবং মোবাইল নং : শ্রী সার্থক শর্মা, মো : ৭৯৮২৯৯২৩৬৬

বিক্রির নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন ওয়েবসাইট : **https://sarfaesi.auctiontiger.net/EPROC/** এবং **www.axisfinance.in**।

সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬)/রুল ৯(১) অধীনে বিধিবদ্ধ ১৫ দিনের বিক্রয় নোটিশ।
সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬)/রুল ৯(১) অধীনে ঋণগ্রহীতাগণ, জামিনদাতাগণ এবং বন্ধকদাতাগণের প্রতি উক্ত ঋণ বিষয়ক এবং উক্ত উল্লিখিত তারিখ অনুযায়ী ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।

তারিখ : ০৬.০৬.২০২৫
স্থান : নিউ দিল্লি

অনুমোদিত অফিসার
অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড

অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড
(CIN : U65921MH1995PLC212675)
অ্যাক্সিস হাউস, সি-২, ওয়াদিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, পান্ডুরঙ্গ বুধকর মার্গ, ওরলি, মুম্বই - ৪০০ ০২৫

ই-পাবলিক নিলাম-তথা-বিক্রয় নোটিশ

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্স মেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/গণ, জামিনদাতা/গণ এবং বন্ধকদাতা/গণের প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে নিম্নে বর্ণিত নির্ধারিত ঋণদাতার নিকট বন্ধক/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি, অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেডের অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত**, নির্ধারিত ঋণদাতা, **"যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে", "যেমন অবস্থায় আছে" এবং "কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত" ২৭.০৬.২০২৫ তারিখে ১,৬৬,৩৩,৩৩৮ টাকা (এক কোটি ছেষট্টি লাখ তেত্রিশ হাজার তিনশ আটত্রিশ টাকা) ০৫.০৬.২০২৫ অনুযায়ী,** (দাবি নোটিশ তারিখ ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২২ অনুযায়ী বকেয়া সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যুকৃত--৯৯,৩৯,৯২৪ টাকা (নিরানব্বই লাখ উনচল্লিশ হাজার নশো চব্বিশ টাকা) চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ সহ খেলাপি/জরিমানা সুদ এবং অন্যান্য চার্জ সহ চূড়ান্ত আদায়/উশুল পর্যন্ত ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতাগণ-এর কাছ থেকে যেমন **(১) বিষ্ণুধাম এজেন্সিস প্রা. লি. (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা) (২) সত্য প্রকাশ শর্মা (সহ-ঋণগ্রহীতা) (৩) কাবেরি শর্মা (সহ-ঋণগ্রহীতা) (৪) জয়ন্ত মন্ডল (সহ-ঋণগ্রহীতা) (পরবর্তীতে একত্রে "ঋণগ্রহীতা" হিসেবে উল্লিখিত)** কাছ থেকে বকেয়া আদায়ের জন্য। সম্পদের বিবরণ, সংরক্ষিত মূল্য (আরপি), বায়না জমা (ইএমডি) এবং বিক্রয়ের বিস্তারিত নিম্নোক্ত মতে :

তপশিল -১

জামিনদত্ত স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ দোকান ঘর নং ১এ, পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১৫১৫.৬ বর্গফুট, কমবেশি, ২য়তলে, "ওম প্লাজা" নামে বহুতল ভবনে নির্মিত সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ৫ কাঠা ১২ ছটাক ৩২ বর্গফুট কমবেশি, অবস্থিত মৌজা : কোন্নগর, এবং সিএস এবং আরএস দাগ নং ১২০৫ এবং ১২০৫/১৪৬৭, সিএস খতিয়ান নং ৮১৭, আরএস খতিয়ান নং ৮২৪/১, এলআর দাগ নং ১৬১৫ এবং ১৬১৬, এলআর খতিয়ান নং ১৩৪২৯, জেএল নং ৭, এবং পুরসভা হোল্ডিং নং ১৫৪, ইন্দিরা গান্ধি রোড,ওয়ার্ড নং ৯, কোন্নগর পুরসভা অধীন (কোন্নগর মার্কেট), থানা : উত্তরপাড়া, জেলা : হুগলি। সম্পত্তির চৌহদ্দি :
পূর্বে : সম্পত্তি সিএস দাগ নং ১২২২ — পশ্চিমে :সম্পত্তি সিএস দাগ নং ১২০৫
উত্তরে : সম্পত্তি সিএস দাগ নং ১২০৫ — দক্ষিণে : মোবাইল স্টোরের সম্পত্তি।
সম্পত্তি রেজিস্ট্রিকৃ অফিস এডিএসআর উত্তরপাড়া এবং নথিভুক্ত নং ১, ভলুম নং ০৬২১-২০১৭, পৃষ্ঠা ১০৪৮৯৮ থেকে ১০৪৯২১, দলিল নং ০৬২১০৩৮৮৬-২০১৭ সালের, হস্তান্তরিত রেজিস্ট্রিকৃত দলিল তারিখ ১৪.১২.২০১৭।

তপশিল -২
ই-নিলামের বিস্তারিত

সম্পত্তির/সমূহের বিবরণ	তপশিল -১ অনুযায়ী
ই-নিলামের তারিখ এবং সময়	২৭.০৬.২০২৫ সময় : বেলা ১১ টা থেকে বেলা ১২ টা, প্রতিটির ক্ষেত্রে ৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে
টেন্ডার দাখিলের তারিখ এবং সময়	তারিখ : ২৪.০৬.২০২৫ বিকেল ৪টার মধ্যে

সংরক্ষিত মূল্য : ৯২,০৫,৪৪৮ (বিরানব্বই লাখ পাঁচ হাজার চারশ আটচল্লিশ টাকা) টাকা।
* সংশ্লিষ্ট কমমূল্যে ফ্ল্যাট/সম্পত্তি সমূহ/ বিক্রি করা হবে না

বায়না জমা (আরপি-র ১০ শতাংশ) : ৯,২০,৫৪৫ টাকা (নয় লাখ কুড়ি হাজার পাঁচশ পঁয়তাল্লিশ টাকা)
টেন্ডার বর্ধিত করণ পরিমাণ : ১,০০,০০০ টাকা (এক লাখ টাকা)।
যোগাযোগের ব্যক্তির বিস্তারিত এবং মোবাইল নং : শ্রী সার্থক শর্মা : ৯৮১০১৬৩৩১২

বিক্রয়ের নিময় এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে দেখুন ওয়েবসাইট লিঙ্ক : **https://sarfaesi.auctiontiger.net/EPROC/** এবং **www.axisfinance.in**

সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬)/রুল ৯(১) অধীনে ১৫ দিনের বিধিবদ্ধ বিক্রয় নোটিশ
এই নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) অধীনে নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে ঋণগ্রহীতাগণ, জামিনদাতাগণ এবং বন্ধকদাতাগণকে উক্ত ঋণ বিষয়ে এবং উল্লিখিত তারিখে ই-নিলাম বিক্রয় অনুষ্ঠিত হওয়া সম্পর্কে।

তারিখ : ০৬.০৬.২০২৫
স্থান : নিউ দিল্লি

অনুমোদিত অফিসার
অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড

তিনটি অ্যাম্বুল্যান্স বিকল, বিপাকে স্থানীয়রা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বড়জোড়া ব্লকের পিড়রাবনী ও ছাঁন্দার দুই গ্রামে দীর্ঘদিন ধরে তিনটি অ্যাম্বুল্যান্স বিকল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। যার জেরে চরম সমস্যায় পড়েছেন এলাকার সাধারণ মানুষ। পিড়রাবনী গ্রামে ও ছাঁন্দার বারোবান্দিয়া গ্রামে অ্যাম্বুল্যান্স দু'টি স্থানীয় প্রাক্তন বিধায়ক আশুতোষ মুখার্জির বিধায়ক তহবিল থেকে দেওয়া হয়েছিল। ছাঁন্দার মনসামঙ্গল ক্লাবে থাকা অ্যাম্বুল্যান্সটি তৎকালীন সিপিএম সাংসদ সুস্মিতা বাউরির সাংসদ তহবিল থেকে দেওয়া হয়েছিল। বর্তমানে তিনটিই জরাজীর্ণ ও সম্পূর্ণ ভাবে অচল অবস্থায় রয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, অ্যাম্বুল্যান্স না থাকায় জরুরি প্রয়োজনে রোগীদের বহিরাগত জায়গা থেকে অধিক ভাড়ায় অ্যাম্বুল্যান্স ভাড়া করতে হচ্ছে। তাতে যেমন খরচ বাড়ছে, তেমনই সময়মতো পরিষেবাও মিলছে না। এর ফলে বহুবার রোগী ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের চরম হয়রানির মুখে পড়তে হচ্ছে। এলাকার মানুষের দাবি, এই বিকল অ্যাম্বুল্যান্সগুলিকে যদি সরকার বা প্রশাসনের পক্ষ থেকে মেরামত করে পুনরায় সচল করা যায় বা নতুন অ্যাম্বুল্যান্স সরবরাহ করা হয়, তা হলে বহু মানুষের জীবন রক্ষা পেতে পারে। তাঁদের কথায়, স্বাস্থ্য পরিষেবা মৌলিক অধিকার। অথচ এত বছর ধরে এই পরিষেবার অভাবে ভুগতে হচ্ছে তাঁদের।

এখন দেখার বিষয়, জেলা প্রশাসন ও স্বাস্থ্য দপ্তর স্থানীয়দের এই দাবির প্রতি কী পদক্ষেপ করে। দ্রুত কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে, বহু মানুষের ভোগান্তি লাঘব হবে বলে দাবি স্থানীয়দের।

আরামবাগে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ পরিদর্শনে মুখ্যসচিব

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ সংস্কারের কাজ খতিয়ে দেখতে আরামবাগে আসে রাজ্য প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি দল।

প্রসঙ্গত, গত বন্যায় ভয়ঙ্কর ভাবে বাঁধ ভেঙে প্লাবিত হয়েছিল আরামবাগ মহকুমার বিস্তীর্ণ এলাকা। ভেঙেছিল দ্বারকেশ্বর, মুণ্ডেশ্বরী ও দামোদর নদের বেশ কিছু জায়গার বাঁধ। সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছিল খানাকুলের তালিত, গুজরাট, আরামবাগের হরিণখোলা ও পুরশুড়ার শ্রীরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কাদিপুর এলাকা। আর যে ভাবে বাঁধ ভেঙেছিল তাতে খুব ভালো ভাবে বাঁধ না তৈরি করা হলে ফের বড়সড় ক্ষতি হবে। অথচ অভিযোগ উঠেছিল অত্যন্ত নিম্নমানের বাঁধ মেরামতের কাজ চলছে। তাতে করে বিভিন্ন এলাকায় ক্ষোভ-বিক্ষোভ শুরু হয়। কোথাও আবার গ্রামবাসীরা বিক্ষোভ দেখিয়ে কাজ বন্ধ করে দিয়ে মেশিনপত্র আটকে রেখে দেয়। আবার কোথাও এই কাজের চালান দেখে মাটি মাফিয়ারা মাটি মজুত করে রাখছেন অন্যত্র। আর তা বিক্রি করে দেওয়ার অভিযোগ করা হচ্ছে তালিত, গুজরাট, ডোঙল এলাকায়। আর এই খবর নবান্নে পৌঁছতেই তড়িঘড়ি আরামবাগে সেই কাজ খতিয়ে দেখতে এলেন রাজ্যের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব মনীশ জৈন সহ একাধিক উচ্চ পর্যায়ের আধিকারিক।

আরামবাগের হরিণখোলা এলাকায় গ্রামবাসীরা তাঁকে একগুচ্ছ অভিযোগ ও দাবি জানান। তবে মুখ্যসচিব তাদের আশ্বাস দেন যে খুব ভালোমানের কাজ করা হবে। গ্রামবাসীদের দাবিমতোই কাজ করা হবে। এলাকায় হাজির হয়েছিলেন এলাকার বহু মানুষ। তাঁদের মধ্যে চাঁপা মান্না, সেখ জাহেদুল ইসলাম, দেবব্রত প্রামাণিক সহ একাধিক জনের সেই একই দাবি। তারাও এই দাবি জানান। তাঁদের বক্তব্য, শাল, বোল্লা দিয়ে মেরামত করতে হবে। নদীর বাঁধের একেবারে নীচে থেকে খাঁচা বেঁধে শাল, বোল্লা দিয়ে কাজ করতে হবে। তা না হলে শুধু বালি বা বালির বস্তা দিয়ে দায় সেরে কাজ করলে কোনও লাভ হবে না। সেই জলের চাপে ফের ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। সরকারের টাকা নয়ছয় হয়ে যাবে।

ব্যাপক জলকষ্ট, প্রতিবাদে পথ অবরোধের হুঁশিয়ারি

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: সাত দিনের থেকেও বেশি দিন ধরে পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর ২ নম্বর ব্লকের মঙ্গলদা-মৌতড় গ্রাম পঞ্চায়েতের মৌতড়, ধানাড়া, রুকনি, খাঁটরা সহ প্রায় ১৫টি গ্রামের বাসিন্দারা ইন্দো-জার্মান জল প্রকল্পে নলবাহিত পানীয় জল না পেয়ে ব্যাপক জলকষ্টে ভুগছেন বলে দাবি। ইন্দো-জার্মান জল প্রকল্পে মঙ্গলদা-মৌতড় গ্রাম পঞ্চায়েতের খাঁটরা মৌজার ৭ নম্বর ট্যাঙ্ক (জলাধার) থেকে পাইপলাইনের মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে পানীয় জল দেওয়া হয়। কিন্তু সপ্তাহখানেক ধরে সেই জল সরবরাহ পুরোপুরি বন্ধ হয়ে পড়েছে। যার ফলেই গ্রামগুলিতে ব্যাপক পানীয় জলকষ্ট দেখা দিয়েছে। বিভিন্ন গ্রামের মানুষ পানীয় জলের জন্য ট্যাঙ্কে গিয়ে বিক্ষোভ দেখিয়ে ভিড় জমাচ্ছেন। পথ অবরোধ করার হুঁশিয়ারিও দেন এদিন তাঁরা। রবিবার সকালে ট্যাঙ্কের সামনে বিভিন্ন গ্রামের বাসিন্দারা প্রতিক্রিয়া দিয়ে জানান, অবিলম্বে আগের মতো জল সরবরাহ না করা হলে তাঁরা পথ অবরোধ করতে বাধ্য হবেন। ধানাড়া গ্রামের বাসিন্দা তথা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক তপনকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোক মাহাত, রুকনি গ্রামের বাসিন্দা ভক্তিপদ মাহাত, খাঁটরা গ্রামের বাসিন্দা বলরাম বাউরি, মৌতড় গ্রামের বাসিন্দা আনন্দ পরামাণিকরা বলেন, এক সপ্তাহের থেকেও বেশি দিন ধরে ইন্দো-জার্মান জল প্রকল্পের পানীয় জল সরবরাহ পুরোপুরি বন্ধ রয়েছে। যার ফলে গ্রামজুড়ে তীব্র জলসঙ্কট দেখা দিয়েছে। বর্ষার প্রাক্কালে বাধ্য হয়ে পুকুরের দূষিত জল পান করতে হচ্ছে অনেককেই। দ্রুত জল সরবরাহ স্বাভাবিক না হলে পথ অবরোধ করতে বাধ্য হবেন তাঁরা।

বিষয়টি নিয়ে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের কেউ কোনও মন্তব্য করতে না চাওয়াতে তাদের বক্তব্য পাওয়া যায়নি। তবে প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানা গিয়েছে দ্রুত ওই এলাকায় ইন্দো-জার্মান জল প্রকল্পে পানীয় জল সরবরাহ স্বাভাবিক করার চেষ্টা চলছে। খুব দ্রুত জল সরবরাহ স্বাভাবিক হয়ে যাবে।

বধূর অস্বাভাবিক মৃত্যু, পণের দাবিতে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: বধূর অস্বাভাবিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য। মৃতের পরিবারের দাবি দুই লক্ষ টাকা পণ না দেওয়ায় বধুকে পিটিয়ে খুন করা হয়েছে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান আত্মহত্যা, তদন্তে পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার হাড়োয়া থানার বকজুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বারোমেসিয়া গ্রামে।

পরিবার সূত্রে জানা যায়, আনুমানিক তিনমাস আগে হাড়োয়া থানার অন্তর্গত শালিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গোয়ালপোতা গ্রামের বাসিন্দা ১৭ বছরের তানজিলা খাতুনের সঙ্গে বিয়ে হয় বছর পঁচিশের আজহারউদ্দিন মোল্লা নামে এক যুবকের। অভিযোগ, তারপর শুরু হয় শারীরিক মানসিক নির্যাতন। পাশাপাশি পণের দাবিতেও চলে অকথ্য অত্যাচার। মেয়ের সংসার বাঁচাতে ধাপে ধাপে বেশ কিছু পণের দাবিও মেনে নেন মেয়ের বাবা। তারপরও থামেনি অত্যাচার। পাশাপাশি বেশ কিছুদিন আগে দু' লক্ষ টাকা পণের দাবি করেন ওই বধূর শ্বশুরবাড়ি লোকজন। সেই টাকা দিতে না পারায় অত্যাচারের মাত্রা আরও বেড়ে যায়।

বধূর বাপের বাড়ির লোকজনের দাবি, শনিবার রাতে পিটিয়ে প্রাণে হত্যা করা হয়। তারপর ভোররাতে ফোন করে বধূর বাপের বাড়িতে জানানো হয় যে তাঁদের মেয়ে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। হাড়োয়া থানায় খবর দেওয়া হলে পুলিশ গিয়ে নিথর দেহ উদ্ধার করে হাড়োয়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা ১৭ বছরের তানজিলা খাতুনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ইতিমধ্যে মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য বসিরহাট জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। পাশাপাশি বধূর বাপের বাড়ির লোকজন শ্বশুরবাড়ি পাঁচজনের নামে পিটিয়ে হত্যার লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

অভিযোগের ভিত্তিতে হাড়োয়া থানার পুলিশ একটি মামলা রুজু করে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু করেছে। যদিও পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, পরিবারের অমতে ওই নাবালিকা কন্যা বিবাহ করেছিল। তারপর শ্বশুরবাড়িতে পণের দাবিতে নির্যাতনের শিকার হয় সহ্য করতে না পেরে সে আত্মহত্যা করে। যদিও পুলিশ জানাচ্ছে, ময়নাতদন্তের পরেই জানা যাবে মৃত্যুর আসল কারণ।

রামকৃষ্ণ সেতুর বিকল্পের দাবি নস্যাৎ, শোরগোল আরামবাগে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: রাজ্য সরকারের সদিচ্ছার অভাবেই আরামবাগে রামকৃষ্ণ সেতুর বিকল্প সেতু হচ্ছে না। তবে এই বিকল্প সেতুর কোনও আশা নেই বলে দাবি আরামবাগের বিধায়ক মধুসূদন বাগের। এই বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান, সংশ্লিষ্ট পূর্ত দপ্তরের মন্ত্রী ও সচিব দু'জনই পরস্পর বিরোধী মন্তব্য করছেন। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সচিব ও মন্ত্রীর মধ্যে কোনও সমন্বয় না থাকায় কোনও উন্নয়নমূলক কাজ হচ্ছে না বলে অভিযোগ।

প্রসঙ্গত,বছর সাতেক আগে আরামবাগের পল্লিশ্রীতে দ্বারকেশ্বর নদের ওপর রামকৃষ্ণ সেতুকে বিপজ্জনক বলে চিহ্নিত করেছিল পূর্ত দপ্তর। সে সময়েই বিকল্প সেতু তৈরির প্রস্তাবও ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠায় জেলা পূর্ত দপ্তর। কিন্তু ওই দপ্তরের পক্ষ থেকে ভগ্নদশা সেতুটির বার বার স্বাস্থ্যপরীক্ষা ও পরিদর্শন ছাড়া বিকল্পের কাজ এগোয়নি বলে অভিযোগ। রাজ্য পূর্ত দপ্তরের সচিব অন্তরা ভট্টাচার্য রামকৃষ্ণ সেতুর পরিদর্শন এসে সেই সময় দ্বিতীয় সেতুর ভাবনাচিন্তা আছে বলে জানিয়েছিলেন।

এই বিষয়ে আরামবাগের বিধায়ক মধুসূদন বাগ বলেন, দ্বারকেশ্বর নদের ওপর রামকৃষ্ণ সেতুর বিকল্প একটি নতুন সেতুর বিষয়ে মন্ত্রীকে প্রশ্ন করা হলে তিনি পরিষ্কার জানান সরকারের এই সেতু তৈরির পরিকল্পনা নেই। রামকৃষ্ণ সেতুর স্বাস্থ্য ভালো আছে। তাহলে প্রশ্ন উঠছে ভগ্নপ্রায় সেতু হওয়া সত্ত্বেও কেন নতুন বিকল্প সেতু তৈরি হবে না। এর দায় কার। অপরদিকে গোঘাটের প্রাক্তন বিধায়ক তথা হুগলি জেলা পরিষদের সদস্য মানস মজুমদার বলেন, 'আমি যখন বিধায়ক ছিলাম তখন রামকৃষ্ণ সেতুর বিকল্প সেতুর জন্য পূর্ত দপ্তরে বার বার দাবি জানিয়ে চিঠি করার পাশাপাশি তদারকি করেছিলাম। কিন্তু বর্তমানে যাঁরা দায়িত্বে আছেন, তাঁরা তদারকি করেননি। তাই হচ্ছে না।'

বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্নে এসে গ্রামবাসীদের বাধায় ফিরলেন ইসিএল আধিকারিকরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: খনি অঞ্চল পাণ্ডবেশ্বরের ভাট মুড়া গ্রামের ইতিমধ্যেই পুনর্বাসন দিয়েছে ইসিএল। তবে গ্রামবাসীদের অভিযোগ ইসিএল পুনর্বাসন দিলেও শতকরা ৭০ শতাংশ মানুষ এখনও রয়েছেন গ্রামে কেননা, গ্রামের বহু মানুষ এখনও পর্যন্ত তাদের ক্ষতিপূরণের বকেয়া টাকা-পয়সা পাননি ইসিএলের কাছ থেকে বলে অভিযোগ। এই গ্রামে রয়েছে দু'টি বিদ্যুৎ সংযোগ। একটি রয়েছে সরকারি, অন্যটি ইসিএলের তরফে। যখন এই গ্রামটি জীবন্ত ছিল সেই সময় ইসিএলের তরফে এই গ্রামে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়, যেমনটা খনি এলাকায় কোলিয়ারির আশপাশে বিদ্যুৎ এবং জলের ব্যবস্থা ইসিএল করে থাকে সেরকমই।

কিন্তু হঠাৎ করে রবিবার সকালবেলা ইসিএলের কয়েকজন নিরাপত্তারক্ষী নিয়ে একজন আধিকারিক গ্রামে ট্রান্সফরমার খুলতে এলে বাধে গণ্ডগোল। গ্রামবাসীদের বাধার মুখে পড়তে হয়। গ্রামবাসীদের বাধার মুখে পড়ে এদিন খালি হাতেই ফিরতে হয় ইসিএল আধিকারিকদের। যদিও ক্যামেরার সামনে মুখ খুলতে রাজি হননি ট্রান্সফরমার খুলতে আসা আধিকারিক, তবে তিনি জানান, তাঁরা ট্রান্সফরমার খুলতে আসেননি। যদিও তাঁদের আসার কারণ সম্পর্কে কোনও সদুত্তর দিতে পারেননি ওই আধিকারিক।

গ্রামের বাসিন্দা অজিত পাল ও বাপি বাউরিরা দাবি করেন, ইসিএল তাঁদের গ্রামকে পুনর্বাসন দিয়েছে, তবে গ্রামের বহু মানুষ এখনও পর্যন্ত ইসিএলের কাছ থেকে তাঁদের বকেয়া টাকা পাননি। সে কারণেই গ্রামের প্রায় সত্তর শতাংশ মানুষ পুনর্বাসন দেওয়া স্থানে না গিয়ে এখনও রয়ে গিয়েছেন পুরনো গ্রামেই। গ্রামবাসীদের দাবি, তাঁদের বকেয়া পাওনা মিটিয়ে দিলেই তাঁরা গ্রাম ছেড়ে চলে যাবেন। তবে যতদিন পর্যন্ত না তাঁদের বকেয়া পাওনা মিটছে তাঁরা এই গ্রামেই থাকবেন এবং গ্রামকে যে ভাবে ইসিএল আগে বিদ্যুৎ সংযোগ দিয়েছিল, সেই বিদ্যুৎ সংযোগ বহাল রাখতে হবে। কোনও ভাবেই বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে দেওয়া যাবে না বলে গ্রামবাসীরা হুঁশিয়ারি দেন।

একই দিনে দু'টি কাজের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিবেদন, লাউদোহা: বর্ষা হলে নিকাশিনালার অব্যবস্থার কারণে ভাসত জামগড়া গ্রামের প্রধান রাস্তা। ড্রেনের দুর্গন্ধযুক্ত জল ঢুকে পড়ত রাস্তার দু'পাশে থাকা বাড়িতে। চরম সমস্যা ও যন্ত্রণায় বহু বছর ধরে দিন কাটাচ্ছিলেন জামগড়া গ্রামের মানুষ। সেই সমস্যার সমাধান হতে চলেছে। বর্ষায় জলযন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে চলেছেন প্রতাপপুর পঞ্চায়েতের জামগড়া গ্রামের শতাধিক মানুষ। গ্রামের প্রধান রাস্তার ওপর তৈরি হতে চলেছে হাইড্রেন। রবিবার দুপুরে সেই কাজের শিলান্যাস করলেন পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও আসানসোল দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান কবি দত্ত।

বিধায়কের উদ্যোগে হাইড্রেন নির্মাণ কাজের সূচনা হল রবিবার। আসানসোল-দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদের অর্থানুকুল্যে প্রায় দু' কিলোমিটার লম্বা হাইড্রেন নির্মাণে খরচ হবে আড়াই কোটি টাকা। অন্যদিকে একই দিনে ইচ্ছাপুর পঞ্চায়েতের জব্বরপল্লির আদিবাসী পাড়ায় ঢালাই রাস্তার নির্মাণের সূচনা হল। রাস্তা নির্মাণের জন্য ৫৮ লক্ষ টাকা অনুমোদন করেছে আসানসোল-দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদ সংস্থা।

কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়ায় ওঠার স্বপ্ন আপাতত অধরা

শারীরিক অসুস্থতায় ক্যাম্প ফোর থেকে বাড়ি ফিরলেন পিয়ালি

বনস্পতি দে ● হুগলি

কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়ায় ওঠা হল না পিয়ালির। শরীর খারাপ হওয়ায় ক্যাম্প ফোর থেকে বাড়ি ফিরলেন পিয়ালি বসাক।

এর আগে ২০২২ সালের ২২ মে এভারেস্ট জয় করেন চন্দননগরের এই পর্বতারোহী। দু' বছর আগে মাকালু ও অন্নপূর্ণা জয়ের পর এবার লক্ষ্য ছিল শিশাপাংমা। পিয়ালি আট হাজার মিটার উচ্চতার মানাসুলু, ধৌলাগিরি, লোৎসে, অন্নপূর্ণা, মাকালু, এভারেস্ট শৃঙ্গ জয় করেছেন। এছাড়া আরও সাতটি শৃঙ্গ জয় করেছেন যেগুলো আট হাজার মিটারের কম। এখনও পর্যন্ত পনেরো বার অভিযান করেছেন।

ষোলোতম অভিযান ছিল শিশাপাংমা। চিন অনুমতি না দেওয়ায় সেই অভিযান হয়নি। তার পরিবর্তে কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়ায় ওঠার সিদ্ধান্ত নেন। গত ৭ এপ্রিল অভিযানে বের হন চন্দননগর থেকে। ব্যাঙ্ক এনডোর্সমেন্ট হিসাবে বেসরকারি ব্যাঙ্ক ২০ লক্ষ টাকা স্পনসর করে। পিয়ালির মা স্বপ্না বসাক, বাবা তপন বসাক প্রয়াত হয়েছেন গত একবছরের মধ্যে। তাঁরা সবসময় পিয়ালিকে উৎসাহ দিতেন। হাত ধরে পাহাড়ে নিয়ে যেতেন। পিয়ালী বললেন, মা-বাবার অনুপস্থিতিতে ফাঁকা লাগে। তবে তাঁদের জন্য আবার পর্বতারোহণে বের হন।

শেষবার মাকালু অভিযানে সাক্ষাৎ মৃত্যুমুখ থেকে ফিরতে হয়েছে

তাঁকে। নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মাসাধিক কাল নেপালের কাঠমান্ডুর হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। এবারের অভিযানও যথেষ্ট কঠিন ছিল। তবে ভয় পান না পিয়ালী। পাহাড়ের চূড়ায় তাঁর অনায়াস বিচরণ। এদিনই নেপাল থেকে বাড়ি ফিরেছেন পিয়ালি। তিনি বলেন, 'কাঞ্চনজঙ্ঘায় আগে ওঠা হয়নি। তাই এবার যখন শিশাপাংমা অভিযান হল না, ঠিক করলাম কাঞ্চনজঙ্ঘা উঠব। সব ঠিকই ছিল। খুব ভালো ক্লাইম্বিং করছিলাম। কিন্তু ক্যাম্প ফোর থেকে সামিট করতে আর এক হাজার মিটার দূরে থামতে হয়।' জ্বর-কাশি শুরু হওয়ায় ভারতীয় সেনা তাঁকে ওষুধ দেয়। ওষুধ খেয়ে কিছুটা সুস্থ হলেও আর এগোনো হয়নি। কারণ শেরপারা অসুস্থ হয়ে পড়েন। পাহাড়ের আবহাওয়া খারাপ হতে থাকায় আর ঝুঁকি নেননি পিয়ালি। ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেন।

বললেন, 'পাহাড় চড়ার জেদ থাকার পাশাপাশি সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে জানতে হয়। যতটা পাহাড় চড়া ততটাই ফিরে আসার ক্ষমতা থাকা দরকার। জীবন থাকলে আবার অভিযান হবে।' তাই আপাতত স্কুল যাওয়া আর বাড়িতে থেকে শরীরচর্চা। পিয়ালির স্বপ্ন, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ পর্বতারোহী হওয়া। সব মহাদেশের সর্বোচ্চ শৃঙ্গগুলো আহরণ করা।

আসানসোলে সুনীতা উইলিয়ামসের মোমের মূর্তি উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: মোমের সুনীতা উইলিয়ামস। শিল্পী সেই মোম ভাস্কর সুশান্ত রায়। মূর্তি উন্মোচন করলেন মন্ত্রী মলয় ঘটক ও পশ্চিম বর্ধমান জেলাশাসক এস পোন্নাবলম। আসানসোলের মহিশিলা কলোনিতে সুশান্ত রায়ের ওয়াক্স মিউজিয়ামে নতুন সংযোজন এবার সুনীতা উইলিয়ামসের মোম মূর্তি। যা দেখতে দর্শকদের প্রচুর উৎসাহ।

প্রায় দেড় মাস ধরে এই মূর্তি তৈরি করেছেন সুশান্তবাবু। কিন্তু মূর্তি তৈরিতে কিছুটা বিলম্ব হয় কারণ সুনীতার পোশাক এই দেশে পাওয়া যাচ্ছিল না। তাই আমেরিকার এক বন্ধু মারফত নাসা থেকে পোশাক নিয়ে আসা হয়। পোশাকের যা খরচ তার থেকে বেশি পড়ে গিয়েছে পরিবহণে। তবুও তিনি সম্পূর্ণ ভাবে এই মূর্তি তৈরি করে খুশি।

সুশান্ত রায় বলেন, সুনীতা উইলিয়ামস আমেরিকান হলেও তিনি ভারতীয় বংশদ্ভুত। তাই একজন ভারতীয় হিসেবে তিনি দেশের নাম উজ্জ্বল করেছেন। জেলাশাসক বলেন, এক কথায় অসাধারণ। সুশান্ত রায়ের কাজ বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ুক এটাই কামনা। মন্ত্রী বলেন, 'আসানসোললের সুশান্ত রায়কে রাজ্যের মানুষ তো বটেই সারা দেশের গুণীমানুষরা চেনেন তাঁর কাজের মাধ্যমে। আমরা গর্বিত তিনি আসানসোলের মানুষ।'

কারখানার দূষণে রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ এলাকাবাসীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: ঝাড়গ্রাম ব্লকের গড় শালবনি, জিতুশোল সহ আশপাশের প্রায় দশটি গ্রামে চরম পরিবেশ দূষণের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফেটে পড়েছেন স্থানীয় মানুষ। অভিযোগ, এলাকার স্পঞ্জ আয়রন কারখানাটি একাধিকবার জোরপূর্বক জমি দখল, কৃষিজমিতে ধূলিকণা (ডাস্ট) ফেলা এবং দূষিত জল ছেড়ে জমির ফসল নষ্ট করার মতো কাজ করেছে। এর ফলে পরিবেশ যেমন বিপর্যস্ত হয়েছে, তেমনই জীবজন্তু ও মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাপনও হয়ে পড়েছে দুর্বিষহ।

স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, তাঁরা বহুবার স্থানীয় প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছেন এই দূষণ এবং জমি দখলের বিষয়ে। কিন্তু প্রশাসনের তরফ থেকে কার্যত কোনও দৃশ্যমান পদক্ষেপ না করায়, বাধ্য হয়েই এবার রাস্তায় নেমেছেন গড় শালবনি ও আশপাশের গ্রামের মানুষ। হাতে প্ল্যাকার্ড, মুখে স্লোগান; 'আমাদের জমি ফেরাও, শুদ্ধ পরিবেশ চাই, দূষণ বন্ধ করো।' বিক্ষোভকারী বলেন, 'কারখানা থাকুক, কিন্তু তার জন্য আমাদের জীবন নষ্ট হবে কেন? জমিতে ফসল হচ্ছে না, বাচ্চারা অসুস্থ হচ্ছে, জল দূষিত। আমরা কোথায় যাব?' পরিবেশবিদদের মতে, স্পঞ্জ আয়রন উৎপাদনে ব্যবহৃত ধূলিকণা ও রাসায়নিক পদার্থ জল ও বাতাসকে মারাত্মক ভাবে দূষিত করে। যদি নিয়ন্ত্রিত ভাবে কারখানাটি পরিচালিত না হয়, তা হলে তার প্রভাব ভবিষ্যতে আরও ভয়াবহ হতে পারে।

গঙ্গায় কুমির, সতর্ক করতে মাইকিং বাঁশবেড়িয়া পুরসভার

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: গঙ্গায় কুমির এসেছে! রবিবার ঈশ্বর গুপ্ত সেতুর গঙ্গা তীরবর্তী এলাকা পরিদর্শন করেন বাঁশবেড়িয়া পুরসভার পুরপ্রধান আদিত্য নিয়োগী-সহ বন দপ্তরের আধিকারিকরা। বাঁশবেড়িয়া পুরসভার পক্ষ থেকেও সাধারণ মানুষকে সতর্ক করার জন্য মাইকিং করা হচ্ছে। যাতে কোনও ভাবেই কুমির সাধারণ মানুষের ক্ষতি করতে না পারে, সে জন্য মাইকে চালানো হচ্ছে প্রচার। চুঁচুড়া ময়ূরপঙ্খী ঘাটে টোটো নিয়ে প্রচার করেন পুরসভার স্বাস্থ্য দপ্তরের পুরপারিষদ জয়দেব অধিকারী। তিনি বলেন, 'গঙ্গায় কুমির দেখা গিয়েছে। সাধারণ মানুষের যাতে কোনও বিপদ না হয় সে জন্য আমাদের তরফে প্রচারের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। বন দপ্তর ও প্রশাসন ব্যবস্থা নিচ্ছে। আমরা সাধারণ মানুষকে প্রচারের মাধ্যমে সচেতন করছি।' হুগলি জেলার ফরেস্ট অফিসার তাপস দেব এদিন বাঁশবেড়িয়াতে গঙ্গার পাড়ে আসেন। যেখানে শনিবার কুমির দেখা গিয়েছিল, তার আশপাশের স্থানীয় মানুষজনের সঙ্গে কথা বলেন তিনি এবং সতর্ক করেন তাঁদের। গঙ্গায় যে সমস্ত মৎস্যজীবী নৌকো নিয়ে যান, তাঁদেরও সতর্ক করেন। বাঁশবাড়িয়া পুরসভার কাউন্সিলর দেবাশিস সাধুখাঁ বলেন, 'বনদপ্তরের আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে এসেছিলেন। মাঝিদের একটি নির্দিষ্ট হেল্পলাইন নম্বর দেওয়া হয়েছে।'

কৃতীদের সংবর্ধনা এবং রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনা ২ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা এবং কালনা মহকুমা হাসপাতাল এবং কালনা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের সহযোগিতায় গরমে রক্তের জোগান দিতে একটি রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হল। কালনা ২ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের অফিস প্রাঙ্গণে মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিকের ৮৬ জন ছাত্রছাত্রীকে সংবর্ধিত করা হয়। তাদের হাতে বিভিন্ন সামগ্রী তুলে দেওয়া হয় এবং এই রক্তদান শিবিরে পুরুষ ও মহিলা মিলে মোট ১৩০ জন রক্তদান করেন।

বালি তোলার সময় উদ্ধার দ্বাদশভূজ লোকেশ্বর বিষ্ণুমূর্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: দ্বারকেশ্বর নদ থেকে বালি তোলার সময় বালির নীচ থেকে উদ্ধার হল পাথরে তৈরি প্রাচীন দেবমূর্তি। শনিবার বিকেলে এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে বাঁকুড়ার ওন্দা ব্লকের ওলা দুবরাজপুরের মন্দিরতলা এলাকা থেকে। মূর্তিটি বাদামি বেলেপাথরে তৈরি দ্বাদশভূজ লোকেশ্বর বিষ্ণুমূর্তি বলে দাবি গবেষকদের।

বাঁকুড়ার কংসাবতী ও দ্বারকেশ্বর নদ তীরবর্তী সভ্যতা বহু প্রাচীন। একসময় এই দুই নদের তীরে গড়ে উঠেছিল উন্নত জৈন সভ্যতা। পরবর্তীতে সেই সভ্যতা হিন্দু সংস্কৃতির সঙ্গে মিশে গেলেও ওই দুই নদী তীরবর্তী এলাকায় এখনও বহু জৈন মন্দির ও নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে। মাঝেমধ্যে নদীগর্ভ থেকে জৈন তীর্থঙ্করদের দিগম্বর মূর্তি উদ্ধারের ঘটনাও বিরল নয়। তবে এবার দ্বারকেশ্বর নদের গর্ভ থেকে উদ্ধার হল হিন্দু দেবী বিষ্ণুর বিরল মূর্তি।

শনিবার বিকেলে ওন্দা ব্লকের ওলা দুবরাজপুর এলাকায় দ্বারকেশ্বর নদীগর্ভ থেকে বালি তোলার সময় মূর্তিটি চোখে পড়ে শ্রমিকদের। লোকমুখে সেই খবর ছড়িয়ে পড়লে স্থানীয়রা মূর্তিটিকে স্থানীয় একটি মন্দিরে নিয়ে যান। তাঁদের দাবি, একসময় দারকেশ্বর নদের পাড়ে একটি প্রাচীন বিষ্ণুমন্দির ছিল। সেই মন্দিরের নামানুসারে এলাকার নাম হয় মন্দিরতলা। সেই মন্দিরেই রাখা ছিল এই প্রাচীন মূর্তিটি। সম্প্রতি দ্বারকেশ্বর নদের ভাঙনে মন্দিরটি নদীগর্ভে তলিয়ে গেলে মূর্তিটিও হারিয়ে যায়। সেই মূর্তি পুনরায় উদ্ধার হওয়ায় খুশি স্থানীয়রা।

স্থানীয় প্রত্ন গবেষকরা অবশ্য এই মূর্তিটিকে অত্যন্ত মূল্যবান প্রত্নবস্তু বলে দাবি করেছেন। ৩ ফুট ৯ ইঞ্চি লম্বা ও প্রায় ২ ফুট চওড়া বাদামি বেলে পাথরের মূর্তিটিকে দ্বাদশভূজ লোকেশ্বর বিষ্ণুর মূর্তি বলে দাবি প্রত্ন গবেষকদের। মূর্তির মাঝখানে থাকা বারোটি হাত বিশিষ্ট বিষ্ণুর দু'দিকে দুই হাত রয়েছে আয়ুধ পুরুষের মাথায়। অপর দু'টি হাত রয়েছে দু'পাশে থাকা শ্রীদেবী ও ভূদেবীর মূর্তির মাথায়। প্রত্ন গবেষকদের দাবি, মূর্তিটিতে কিরীট, কর্ণকুন্তল, বরমালা ও যজ্ঞোপবিত সহ বিভিন্ন অংশ অক্ষত অবস্থায় থাকায় মূর্তিটি শিল্পের দিক থেকে যেমন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তেমনই ঐতিহাসিক দিক থেকেও প্রত্নসামগ্রী হিসাবে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মূর্তিটি একাদশ বা দ্বাদশ শতকে নির্মীত বলে প্রাথমিক ভাবে অনুমান প্রত্ন গবেষকদের।

‘নারী ক্ষমতায়নের ১১ বছর’, সাফল্যের বার্তা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৮ জুন: ‘গত ১১ বছরে, এনডিএ সরকার নারী-নেতৃত্বাধীন উন্নয়নকে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করেছে।’ রবিবার এক ভিডিয়ো-সহ এক্সবার্তায় এই মন্তব্য করলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

তিনি লিখেছেন, ‘স্বচ্ছ ভারত কর্মসূচির মাধ্যমে মর্যাদা নিশ্চিত করা থেকে শুরু করে জন ধন অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি পর্যন্ত বিভিন্ন উদ্যোগ, আমাদের নারী শক্তির ক্ষমতায়নের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। উজ্জ্বলা যোজনা বেশ কয়েকটি বাড়িতে ধোঁয়া-মুক্ত রান্নাঘর এনেছে। মুদ্রা ঋণ লক্ষ লক্ষ মহিলা উদ্যোক্তাকে তাদের নিজস্ব শর্তে স্বপ্ন পূরণ করতে সক্ষম করেছে।’

তিনি আরও বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় মহিলাদের নামে গৃহ নির্মাণও উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলেছে। বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও কন্যাশিশুদের সুরক্ষার জন্য একটি জাতীয় আন্দোলনের সূচনা করেছে। বিজ্ঞান, শিক্ষা, খেলাধুলা, স্টার্ট আপ এবং সশস্ত্র বাহিনী-সহ সকল ক্ষেত্রেই মহিলারা অসাধারণ কাজ করছেন এবং অনেককে অনুপ্রাণিত করছেন।’

সাম্প্রতিককালে হওয়া সেনা অভিযান অপারেশন সিঁদুর ভারতের নারী শক্তির সব থেকে বড় উদাহরণ। কারণ পাকিস্তানকে শায়েস্তা করার এই অভিযান মগজাস্ত্রে কষেছিলেন কর্নেল সোফিয়া কুরেশি ও উইং কমান্ডর ব্যোমিকা সিং। তাদের বুদ্ধিতে চলেছে জঙ্গি দমন অভিযান। শায়েস্তা হয়েছে পাকিস্তান।

তবে শুধুই প্রতিরক্ষা নয়। নারী শক্তির বিকাশ দেশের সর্ব খাতে ঘটিয়েছে মোদী সরকার। গ্রামীণ মহিলাদের স্বনির্ভর করা, মেয়েদের শিক্ষা প্রদান করা, নারীদের সমান অধিকার ও সর্বপরি দেশে নারী নিরাপত্তা বৃদ্ধি। এই প্রতিটি ক্ষেত্রে উন্নয়নই সুনিশ্চিত করে দেশে নারী শক্তির বিকাশকে।

যেমন গ্রামে মহিলাদের উন্নয়নের জন্য ও তাদের স্বনির্ভর করে তোলার জন্য ‘দিনদয়াল আন্তঃদয় যোজনা’ শুরু করেছে মোদী সরকার। যার আওতায় ১০ কোটি মহিলাকে ঋণ দিয়ে নিজের ব্যবসা, কর্মসংস্থান তৈরি মাধ্যমে স্বনির্ভর করেছে কেন্দ্র সরকার। একই দেশে মহিলারা যেন সর্বক্ষেত্রে সমান অধিকার পান, তা নিশ্চিত করতে বাতিল হয়েছে তিন তালাক। বেড়েছে বিয়ের ন্যূনতম বয়স। কর্মক্ষেত্রে বাড়ানো হয়েছে মেটার্নিটি লিভ।

মেয়েদের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থাকে সুনিশ্চিত করতে ক্ষমতায় আসার পরপরই শুরু হয় বেটি বাচাও বেটি পড়াও প্রকল্প। যার সুফল গুনছে প্রতিটা ভারতীয়। কমেছে ভ্রূণ হত্যা। দেশে ভারসাম্য এসেছে কন্যা-পুত্র অনুপাতে। দিশা দেখিয়েছে মোদী সরকার। ১১ বছরেই হয়েছে পট পরিবর্তন।

দ্বন্দ্ব দূরে সরিয়ে একান্তে সাক্ষাৎ পাইলট-গেহলটের

জয়পুর, ৮ জুন: দ্বন্দ্ব দূরে সরিয়ে একান্তে পাইলট-গেহলট। রাজস্থানের শীর্ষ দুই কংগ্রেস নেতার একান্ত সাক্ষাৎ ঘিরে জল্পনা রাজনৈতিক মহলে। বাবার প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন অনুষ্ঠানে গেহলটকে আমন্ত্রণ জানিয়ে এলেন পাইলট। যদিও রাজনৈতিক মহলে গুঞ্জন, দলের সংকটে ফের কাছাকাছি চলে এসেছেন শচিন পাইলট এবং অশোক গেহলট।

২০২৮ সালে রাজস্থানে বিধানসভা নির্বাচন। সে রাজ্যে পাঁচ বছর অন্তর সরকার বদলের রীতি আছে। সেই হিসাবে এবার কংগ্রেসের ক্ষমতায় আসার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু দুই শীর্ষ নেতার বিবাদ দলের সম্ভাবনাকে ধাক্কা দিতে পারে। সম্ভবত সেটা আন্দাজ করতে পেরেই

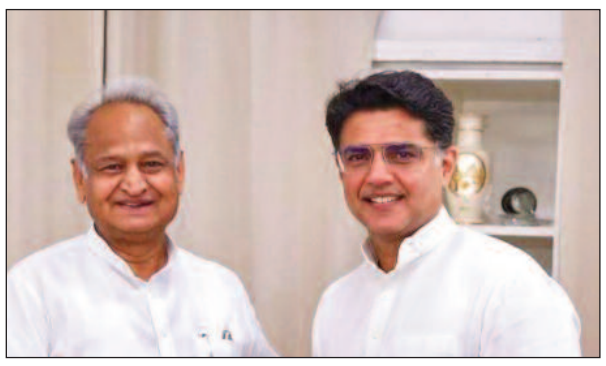

এখন থেকে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছেন দুই নেতা।

গেহলটের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে বাবার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানান পাইলট। সোশাল মিডিয়ায় সেই ছবি পোস্টও করেন তিনি। আবার গেহলটও পরে পাইলটের সঙ্গে ছবি পোস্ট করেন। গত কয়েক বছরে কংগ্রেসের এই দুই নেতার মধ্যে এই সৌজন্য বিরল। এই ছবি রাজস্থানের কংগ্রেস কর্মীদের কিছুটা হলেও স্বস্তির।

এমনিতে রাজস্থানে শচিন পাইলট এবং অশোক গেহলটের দ্বন্দ্ব দীর্ঘদিনের। ২০২০ সালে তা চরমে ওঠে। রাজস্থানের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী গেহলটের বিরুদ্ধে একপ্রকার সরাসরি বিদ্রোহ ঘোষণা করেন পাইলট। মুখ্যমন্ত্রীর কুরসির দাবিতে নিজের অনুগামীদের নিয়ে দিল্লিতে গিয়ে আস্তানা গেড়েছিলেন। সেসময় পাইলটের বিদ্রোহকে হাতিয়ার করে গেহলটের বিরুদ্ধে অনাস্থাও আনে বিজেপি। সেই কাণ্ডের পর কংগ্রেস হাই কম্যান্ড কোনওক্রমে বুঝিয়ে শুনিয়ে দুই শিবিরের সন্ধি করিয়ে দেয়। কিন্তু দুই প্রভাবশালী নেতার মধ্যে আন্তরিকতা তারপরও দেখা যায়নি। অবশেষে সেই আন্তরিকতা চোখে পড়লো।

আজ থেকে ১২ দেশের নাগরিকদের জন্য খুলবে না মার্কিন দরজা

ওয়াশিংটন, ৮ জুন: আফগানিস্তান, ইরান, মায়ানমার, চাদ, কঙ্গো, ইকুয়েটোরিয়াল গিনি, ইরিত্রিয়া, হেটি, লিবিয়া, সোমালিয়া, সুদান ও ইয়েমেন- এই বারোটি দেশের নাগরিকদের আমেরিকায় প্রবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প।আংশিক নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে আরও সাতটিদেশ-ভেনেজুয়েলা, বুরুন্ডি, কিউবা, লাওস, সিয়েরা লিওন, টোগো ও তুর্কমেনিস্তানের ওপর। দেশকে সুরক্ষিত রাখার লক্ষ্যে সোমবার থেকেই ট্রাম্পের এই নির্দেশ কার্যকর হতে চলেছে আমেরিকায়। বিভিন্ন গরিব দেশ থেকে আসা শরণার্থীদের অবৈধ অনুপ্রবেশ রুখতেই এই পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে। এর আগে প্রথম দফাতেও প্রেসিডেন্ট হিসেবে ইরান, আফগানিস্তান-সহ বেশ কয়েকটি দেশের নাগরিকদের আমেরিকায় প্রবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন ট্রাম্প।

ওভাল অফিস থেকে এক ভিডিও বার্তায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট জানিয়েছেন, আমেরিকায় অবৈধ অভিবাসী ও শরণার্থীর সংখ্যা পাল্লা দিয়ে বাড়ছে। তিনি যে এঁদের চান না, তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন ট্রাম্প। যদিও ট্রাম্পের এই পদক্ষেপের সমালোচনা করেছে বিরোধী ডেমোক্র্যাট শিবির। তারা মনে করছে, এর ফলে আন্তর্জাতিক দুনিয়ায় আরও কোণঠাসা হবে আমেরিকা। মানবাধিকার সংগঠনগুলোও ট্রাম্পের নির্দেশের সমালোচনায় সরব হয়েছে। এই নিষেধাজ্ঞাকে ‘হিংস্র এবং বৈষম্যমূলক’ বলে উল্লেখ করেছে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল।

তবে নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়া দেশগুলোর মধ্যে যাঁরা ২০২৬ ও ২০২৮ সালের ফুটবল বিশ্বকাপ ও গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক্সে অংশ নিতে আসবেন, সেই সব নাগরিকদের ছাড় দেওয়া হবে। এছাড়া ইরান ও আফগানিস্তান থেকে পালিয়ে আসা যে সব মানুষ এর মধ্যেই মার্কিন মুলুকে বৈধ শরণার্থীর মর্যাদা ও বৈধ অভিবাসী ভিসা পেয়ে গিয়েছেন, তাঁরা আমেরিকায় থাকতে পারবেন। ছাড় পাবেন দ্বৈত নাগরিকরাও।

ওড়িশায় দুই কিশোরীকে গণধর্ষণ, ধৃত ৪ অভিযুক্ত

ভুবনেশ্বর, ৮ জুন: দুই কিশোরীকে তুলে নিয়ে গণধর্ষণের অভিযোগ ওড়িশার গঞ্জাম জেলায়। খবর, বিয়ের অনুষ্ঠান থেকে ওই দুই কিশোরীকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। অন্ধ্রপ্রদেশে পালানোর সময় চার অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, দুই কিশোরীকে তাঁদেরই এক পরিচিত ডেকে নিয়ে যান। তার পর ওই যুবকের সঙ্গে আরও এক যুবক যোগ দেন। তার পর দুই কিশোরীকে অপহরণ করে একটি নির্জন জায়গায় নিয়ে যান ওই যুবকেরা। সেখানে আগে থেকেই আরও দুই যুবক হাজির ছিলেন। অভিযোগ, চার মিলে দুই কিশোরীকে ধর্ষণ করেন। ৪ জুন সকালে বিয়েবাড়ি থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে দুই কিশোরীকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। তার পরই চার জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে কিশোরীদের পরিবার।

তদন্তকারী এক আধিকারিক জানিয়েছেন, নির্যাতিতাদের বয়ান অনুযায়ী অভিযুক্তদের চিহ্নিত করা হয়। পুলিশের কয়েকটি দল গঠন করে অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়। অন্ধ্রপ্রদেশে পালানোর আগে চার জনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

ব্রহ্মপুরের পুলিশ সুপার শ্রবণ বিবেক জানিয়েছেন, গত ৩ জুন ঘটনাটি ঘটেছে। গঞ্জামে একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে সপরিবার গিয়েছিল ওই দুই কিশোরী। অভিযোগ, বিয়ের অনুষ্ঠান থেকে দুই কিশোরীকে অপহরণ করা হয়। তাঁদের খুঁজে না পেয়ে হুলস্থুল পড়ে যায়। আশেপাশের এলাকায় খোঁজ চালানো হয়। কিন্তু সারারাত ধরে খুঁজেও দুই কিশোরীকে না পেয়ে শেষে পুলিশের দ্বারস্থ হয় পরিবার।

ইমপিচমেন্ট এড়াতে ইস্তফার পথই খোলা বিচারপতি বর্মার

নয়াদিল্লি, ৮ জুন: কেন্দ্রের তরফে ইমপিচমেন্ট প্রস্তাবের তোড়জোড় শুরু হতেই বিচারপতি বর্মাকে নিয়েও আলোচনা শুরু হয়েছে। বিভিন্ন সরকারি সূত্রের ভিত্তিতে সংবাদ সংস্থা পিটিআই জানাচ্ছে, এ অবস্থায় ইমপিচমেন্টের সম্ভাবনা এড়াতে নিজে থেকে ইস্তফা দেওয়াই হয়ত বিচারপতি বর্মার জন্য একমাত্র পথ। উল্লেখ্য, সংসদের বাদল অধিবেশনে বিচারপতি যশবন্ত বর্মার বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব আনতে পারে কেন্দ্র। এর জন্য সব রাজনৈতিক দলকে সঙ্গে নিয়ে এগোতে চাইছে কেন্দ্রীয় সরকার।

পিটিআই জানিয়েছে, সংবিধানের ২১৭ অনুচ্ছেদ অনুসারে হাইকোর্টের কোনও বিচারপতি লিখিত ভাবে রাষ্ট্রপতিকে নিজের ইস্তফার কথা জানানো পারেন। এ ক্ষেত্রে একটি ইস্তফাপত্রই যথেষ্ট। বিচারপতিদের ইস্তফায় কোনও অনুমোদনের প্রয়োজন হয় না। এ ক্ষেত্রে ইস্তফাপত্রে নিজের শেষ কর্মদিবসের কথা উল্লেখ করতে পারেন বিচারপতি। আবার চাইলে শেষ কর্মদিবসের আগে ইস্তফাপত্র প্রত্যাহারও করতে পারেন তিনি। এ ছাড়া দ্বিতীয় প্রক্রিয়াটি হল, সংসদ দ্বারা বিচারপতির অপসারণ বা ইমপিচমেন্ট।

সুপ্রিম কোর্ট এবং হাইকোর্টের বিচারপতিদের

নিয়োগ এবং অপসারণের পদ্ধতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল আধিকারিকদের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলে পিটিআই। তাঁরা জানান, সংসদের যে কোনও কক্ষে সাংসদদের সামনে নিজের যুক্তি তুলে ধরার সময় বিচারপতি বর্মা চাইলে নিজের ইস্তফার কথা ঘোষণা করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর মৌখিক বিবৃতিই ইস্তফা হিসাবে বিবেচিত হবে। তিনি পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিলে হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি হিসাবে পেনশন এবং অন্য সুবিধা পাবেন। কিন্তু সংসদ থেকে তাঁকে অপসারিত করা হলে তিনি পেনশন এবং অন্য সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত হবেন বলে জানান ওই আধিকারিকেরা।

হরিয়ানার সরকারি হাসপাতালে ভুয়ো হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ!

অস্ত্রোপচার করেছেন ৫০টিরও বেশি

চণ্ডীগড়, ৮ জুন: হরিয়ানার সরকারি হাসপাতালে ভুয়ো হৃদরোগ বিশেষজ্ঞর পরিচয়ে ৫০টিরও বেশি অস্ত্রোপচার চিকিৎসকের। জানা গিয়েছে, অন্য এক হৃদরোগ বিশেষজ্ঞের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ব্যবহার করার অভিযোগও উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে। তিনিও নিজেও এক জন চিকিৎসক। তবে হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ নন বলেই জানতে পেরেছে পুলিশ। আট মাস ধরে তিনি ফরিদাবাদের সরকারি হাসপাতালে হৃদযন্ত্রের অস্ত্রোপচার করেছেন বলে জানা গিয়েছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, ফরিদাবাদের ওই হাসপাতালে হৃদরোগের চিকিৎসা, অস্ত্রোপচার করানো হয়। অভিযুক্ত চিকিৎসক নিজেকে হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ হিসাবে পরিচয় দিয়েছিলেন। পুলিশ জানিয়েছে, ২০২৪-এর জুলাই থেকে ২০২৫-এর ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ওই হাসপাতালে চিকিৎসা করেছেন অভিযুক্ত। তাঁর বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই হাসপাতালে আসা বন্ধ করে দেন। তার পরই চিকিৎসক পঙ্কজমোহন অভিযুক্ত চিকিৎসকের বিরুদ্ধে আইনি নোটিস দেন এবং ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন-এও অভিযোগ দায়ের করেন।

বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে শনিবার। যে চিকিৎসকের নাম ভাঁড়িয়ে চিকিৎসা করছিলেন অভিযুক্ত চিকিৎসক, হৃদরোগ বিশষজ্ঞ পঙ্কজমোহনের কাছে এক রোগী বিষয়টি গিয়ে জানান। তার পরই ওই চিকিৎসকের নামে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেন। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধেও একটি এফআইআর দায়ের হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, ওই চিকিৎসক যাঁদের অস্ত্রোপচার করেছিলেন, তাঁদের অনেকেই নানা রকম সমস্যায় ভুগছেন। আবার কয়েক জন রোগীর মৃত্যুও হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, নিজেকে হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ পঙ্কজমোহন শর্মা হিসাবে পরিচয় দিয়ে চিকিৎসা করছিলেন। শুধু তা-ই নয়, ৫০টিরও বেশি অস্ত্রোপচারও করেছেন তিনি। হরিয়ানার ফরিদাবাদের এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই হুলস্থুল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।

অশান্তির আগুনে পুড়ছে লস অ্যাঞ্জেলেস। আমেরিকায় অবৈধ ভাবে বসবাসকারীদের শনাক্ত করতে পদক্ষেপ শুরু করেছে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন। আর তার জেরে শুরু হওয়া বিক্ষোভের আঁচে পুড়ছে এই শহর। সময় যত এগোচ্ছে, ততই ঘোরালো হচ্ছেপরিস্থিতি। অশান্তি রুখতে অভিবাসন এজেন্টদের সাহায্য করার জন্য কমপক্ষে ২০০০ ন্যাশনাল গার্ড সদস্যকে লস অ্যাঞ্জেলসে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/76/25-26 Datec 04.06.25	Bituminous Road At Bank Plot Near House of Bubun in Ward No.-19 Under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs. 2,90,242.00

Bid Submission end date: **17.06.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/77/25-26 Datec 04.06.25	EXTENSION OF MAHAMAYATALA UPSC-II BUIDING AT WARD NO. - 27 UNDER RAJPUR-SONARPUR MUNICIPALITY	Rs. 12,76,012.00
WBMAD/ULB/ RSM/78/25-26 Datec 04.06.25	Construction of Concrete Road With Covered Drain At R.R Pally i)from H/O Samar Paul to H/O Dilip Dasgupta, ii) From Bishnu Mandir to H/O Arati Ganguly, In Ward No-33 Under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs. 10,23,772.00

Bid Submission end date: **24.06.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

আমেরিকায় ‘ডিজিটাল অ্যারেস্ট’ ভারতীয়

ওয়াশিংটন, ৮ জুন: আমেরিকায় ‘ডিজিটাল অ্যারেস্টে’র ফাঁদে ছাত্র ভিসায় থাকা এক ভারতীয় তরুণী। আমেরিকার অভিবাসন ও শুল্ক দপ্তরের (আইসিই) প্রতিনিধি সেজে প্রতারণা করে হাতিয়ে নেওয়া হল কয়েক লক্ষ টাকা। সপ্তাহখানেক আগের এই ঘটনা সামনে আসতেই দুষ্কৃতীদের খোঁজে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ভারতীয় ওই তরুণীর নাম শ্রেয়া বেদী। ২০২২ সালে এফ-১ ভিসায় আমেরিকায় গিয়েছিলেন ওই তরুণী। ইন্ডিয়ানা ইউনিভার্সিটি ব্লুমিংটনে স্নাতকোত্তরস্তরের পাঠ নিতে যাওয়া এই তরুণীর কাছে গত ২৯ মে একটি ফোন আসে। তাতে আইসিই আধিকারিক পরিচয় দিয়ে এক ব্যক্তি শ্রেয়াকে বলেন, আপনি অভিবাসন আইন ভেঙেছেন। ফলে যে কোনও সময় আপনাকে গ্রেপ্তার করা হতে পারে। গ্রেপ্তারি এড়াতে তাঁকে ‘বন্ড পেমেন্ট’ হিসেবে ৫০০০ ডলারের একটি গিফট কার্ড কিনতে বলা হয়। প্রায় তিন ঘণ্টা ‘ডিজিটাল অ্যারেস্ট’ থাকা শ্রেয়া ভয় পেয়ে ওই টাকা দিয়ে দেন। পরে গিফট কার্ড ও বন্ড পেপার হাতে না পেয়ে বুঝতে পারেন প্রতারিত হয়েছেন।

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা
১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন স্ট্রিট,
কলকাতা - ৭০০০৭১, শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : তনুশ্রী চৌধুরী, ই-মেল আইডি : **sbi.05171@sbi.co.in**, মোবাইল নং : ৯৬৭৪৭১৩৭৬৩

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৮(৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে ব্যাঙ্কের নিকট দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পদের বিক্রয়। নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নোক্ত সম্পত্তি(গুলি) সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে স্বত্ব দখল করেছেন। সাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে ই-নিলাম (২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে) সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি/সমূহ নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে ‘যেখানে যেমন আছে’, ‘যেখানে যা আছে’ এবং ‘যে অবস্থায় আছে’ ভিত্তিতে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ১১.০৭.২০২৫
সময় : ৩০০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **কার্যকরী দখলীকৃত ১১.০৭.২০২৫** তারিখে ‘যেখানে যেমন আছে’, যেখানে যা আছে’ এবং ‘যেখানে যে অবস্থায় আছে’ বিক্রি করা হবে **৫৭.২২ লাখ টাকা (০৪.০৪.২০২৩ অনুযায়ী)** জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **মেসার্স অনিন্দিতা এন্টারপ্রাইজ** স্বত্বা - অনিন্দিতা মন্ত্রী, স্বামী নরেন মন্ত্রী, ৪৩৮ সূর্য সেন পল্লী, দক্ষিণ দমদম, রবীন্দ্রনগর, কলকাতা - ৭০০০৬৫ **এবং** ২৯৬/১ সূর্য সেন পল্লী, দক্ষিণ দমদম, রবীন্দ্রনগর, কলকাতা - ৭০০০৬৫ **জামিনদাতা : নরেন মন্ত্রী** ৪৩৮ সূর্য সেন পল্লী, দক্ষিণ দমদম, রবীন্দ্রনগর, কলকাতা - ৭০০০৬৫ **এবং ২৯৬/১** সূর্য সেন পল্লী, দক্ষিণ দমদম, রবীন্দ্রনগর, কলকাতা - ৭০০০৬৫ কাছ থেকে।

ক্রম নং	(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বাড়ানোর পরিমাণ
১.	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি সম্পত্তি পরিমাণ এরিয়া কমবেশি ১ কাঠা ৯ ছটাক এবং তদস্থিত একতলা ভবন, ম্যাজেনাইন তলা সহ,অবস্থিত হোল্ডিং নং ২৯৬,সূর্য্য সেন পল্লি, মাটকল, জেএল নং ১৫, আরএস নং ১৭১, তৌজি নং ১৭২/১৭৩, দাগ নং ১২৬০, খতিয়ান নং ৫৯৩, এলআর খতিয়ান নং ১৫৯৩, ১৫৯৩/১, পো : রবীন্দ্র নগর, থানা : দমদম, দক্ষিণ দমদম পুরসভা অধীন, ওয়ার্ড নং ২৪, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা : ৭০০০৬৫, **দলিল নং ১-৯৯২৩/০৯ তারিখ ০১.১২.২০০৯। সম্পত্তি শ্রী নরেন মন্ত্রী এবং শ্রীমতি অনিন্দিতা মন্ত্রী এর নামে।** সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : শ্রীমতি সুকন্যা দে এর সম্পত্তি,দক্ষিণে : ৮ ফুট রোড,পূর্বে : কানাই চ্যাটার্জির সম্পত্তি, পশ্চিমে : ১২ ফুট সাধারণ সড়ক।	ক) ৩২,৯২,০০০.০০ টাকা খ) ৩,২৯,২০০.০০ টাকা গ) ২০,০০০.০০ টাকা

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ০৪.০৭.২০২৫ | কার্যকরী দখলীকৃত | যোগাযোগ নং ৯৬৭৪৭১৩২৯৭

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট **www.sbi.co.in** এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন **https://BAANKNET.com**
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ **PSB Alliance Pvt. Ltd.** সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে **NEFT/RTGS** স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে **support.baanknet@psballiance.com** বা ৮২৯১২২০২২০ যোগাযোগ করুন

তারিখ : ০৯.০৬.২০২৫
স্থান : কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীকে লক্ষ্য করে গুলি চলল কলম্বিয়ায়

বোগোটা, ৮ জুন: আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রচার চলাকালীন প্রকাশ্য সভায় বন্দুকবাজের গুলিতে আক্রান্ত হয়েছিলেন বর্তমান মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সেই একই ঘটনার ছায়া পড়ল কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রচারেও। সে দেশের বোগোটায় এক জনসভায় ভাষণ দেওয়ার সময় আক্রান্ত হলেন প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী মিগুয়েল উরিবে। ভাষণ দেওয়ার সময় তাঁকে কেউ পিছন থেকে গুলি করেন। নিমেষেই মঞ্চে লুটিয়ে পড়েন তিনি। রক্তাক্ত মিগুয়েলকে দ্রুতই হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে।

কার্লোস ভালদেরামার দেশ কলম্বিয়ার জাতীয় রাজনীতিতে জনপ্রিয় ৩৯ বছরের মিগুয়েল সে দেশের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট আলভারো উরিবের

প্রতিষ্ঠা করা ডেমোক্র্যাটিক সেন্টারপার্টির সদস্য। রাজনীতিক পরিবারের এই সদস্যের ২০২৬ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তাঁর লড়ার কথা। ২০২২ সাল থেকে সেনেটর পদে থাকা মিগুয়েল তার আগে বোগোটার সরকারি সচিব ও সিটি কাউন্সিলর হয়েছিলেন। এহেন মিগুয়েলের গুলিতে জখম হওয়ার ঘটনায় শোরগোল পড়েছে কলম্বিয়ায়। হাসপাতালে গিয়ে আহত প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীর সঙ্গে দেখা করে এসেছেন দেশের বর্তমান প্রতিরক্ষামন্ত্রী পেদ্রো স্যানচেজ। ঘটনার তদন্তে নেমে এক সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আরও কেউ এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত কি না, তার সন্ধান চালাচ্ছে পুলিশ।

স্থানীয় গণমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে, ভাষণ চলাকালীন আততায়ী খুব কাছথেকে মিগুয়েলকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। বন্দুকবাজের চালানো তিনটি গুলির দু'টি লেগেছে মিগুয়েলের মাথায়, একটি গলায়। যদিও সরকারবা হাসপাতাল সূত্রে এব্যাপারে কোনও নিশ্চিত খবর মেলেনি। সভায় উপস্থিত জনতার ক্যামেরায় গুলিচালনার ঘটনা ধরা পড়ে।

EKDIN, VOL. 18, ISSUE NO. 357, KOLKATA, MONDAY, 9 JUNE 2025, PAGE 8

গিলের নেতৃত্বাধীন ভারত প্রথম টেস্টের আগে ইংল্যান্ডে প্রশিক্ষণ শুরু করেছে

নিজস্ব প্রতিবেদন, লিডস: ২০ জুন লিডসে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচের সিরিজের আগে লর্ডসে কঠোর অনুশীলন শুরু করেছে ভারত ।

জসপ্রীত বুমরাহ, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ, মোহাম্মদ সিরাজ এবং আর্শদীপ সিং নতুন অধিনায়ক শুভমান গিল, ঋষভ পন্থ এবং অলরাউন্ডার রবীন্দ্র জাদেজা প্রধান কোচ গৌতম গম্ভীরের অধীনে প্রশিক্ষণ শুরু করেছেন।

রোহিত শর্মা এবং বিরাট কোহলির অবসরের পর গিলকে ভারতের ৩৭তম টেস্ট অধিনায়ক করা হয়েছে। ২০০৭ সালের পর ইংল্যান্ডে প্রথম টেস্ট সিরিজ জয়ের লক্ষ্যে অপেক্ষাকৃত তরুণ একটি দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন তিনি।

সিরিজটি ২০ জুন হেডিংলিতে শুরু হবে এবং তারপরে এজবাস্টন, লর্ডস, ওল্ড ট্র্যাফোর্ড এবং দ্য ওভালে টেস্ট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে।

ভারত এ দলের খেলোয়াড়রা, যার মধ্যে মূল দলের কিছু খেলোয়াড়ও রয়েছে, ইতিমধ্যেই ইংলিশ কন্ডিশনের সাথে খাপ খাইয়ে নিচ্ছে, বর্তমানে নর্থাম্পটনে ইংল্যান্ড লায়ন্সের বিপক্ষে দ্বিতীয় অফিসিয়াল টেস্টে সেই সব খেলোয়াড় অংশ নিচ্ছে।

ক্লাব বিশ্বকাপে খেলবেন না ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো

নিজস্ব প্রতিবেদন, রিয়াদ: ক্লাব বিশ্বকাপে খেলা নিয়ে যে জল্পনা-কল্পনা চলছিল তাতে জল ঢেলে দিলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। পর্তুগিজ মহাতারকা শনিবার জানিয়ে দিলেন, একাধিক প্রস্তাব পেলেও আসন্ন ক্লাব বিশ্বকাপে খেলবেন না তিনি।

ফিফা প্রধান জিয়ান্নি ইনফান্তিনো গত মাসে একাধিক বার বলেছেন, ক্লাব বিশ্বকাপে খেলবে এমন একটি দলে যোগ দিতে পারেন রোনাল্ডো। এরপর থেকে আশায় বুক বেঁধেছিলেন রোনাল্ডো ভক্তরা। তাতে নিজেই জল ঢেলে দিলেন রোনাল্ডো।

রোনাল্ডো বলেছেন, ক্লাব বিশ্বকাপে আমি খেলব না। এনিয়ে বেশ কয়েকটি দল আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। কয়েকটি প্রস্তাব ভাববার মতো ছিল। তবে সব কিছু করা সম্ভব নয়।

চলতি মাসে আল নাসরের সঙ্গে তাঁর চুক্তির মেয়াদ শেষ হবে। এখন তিনি সৌদিতে থাকবেন নাকি অন্য কোনও ক্লাবে যাবেন সেটাই দেখা যাবে নেশন্স লিগের ফাইনালের পর।

আগামী রবিবার নেশন্স লিগের ফাইনালে স্পেনের মুখোমুখি হবে

পর্তুগাল। এ নিয়েই এখন ভাবছেন রোনাল্ডো।

ক্লাব ফুটবলে আরও একটি শিরোপাশূন্য মরসুম কেটেছে রোনাল্ডোর। এখন আন্তর্জাতিক ফুটবলে একটি শিরোপার হাতছানি তার সামনে। আর সেটা নিয়েই এখন ভাবছেন পর্তুগাল অধিনায়ক।

জমজমাট ফুটবলে শুরু হয়ে গেল বিধাননগর গোল্ড কাপ

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০২৫ সালের বিধাননগর গোল্ড কাপ টুর্নামেন্টের তৃতীয় আসর শুরু হলো ৮ জুন অর্থাৎ রোববার বিধান নগরের আইবি ব্লকের মাঠে দক্ষিণ দমদমের ২৮ নম্বর ওয়ার্ড বনাম বিধাননগর

মিউনিসিপ্যালিটির ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের ম্যাচ দিয়ে। ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের দল ২-১ গোলে জয়লাভ করে পরের রাউন্ডে পৌঁছায়। তৃণমূল বিধায়ক ও রাজ্যের দমকলমন্ত্রী সুজিত বসুর অভিভাবকত্বে আয়োজিত এই টুর্নামেন্ট চলবে ১৪ জুন পর্যন্ত।

এই বছর প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে মোট ১২টি ময়দানে, অংশ নিচ্ছে ২৪টি দল। প্রতিটি দলকে ইতিমধ্যেই দেওয়া হয়েছে জার্সি ও ফুটবল কিট। প্রতিযোগিতা হবে নক-আউট ফরম্যাটে। উদ্বোধন হয়েছে বিধাননগর আইবি মাঠে।

পুরস্কার ঘোষণা অনুযায়ী, বিজয়ী দল পাবে ৫ লাখ টাকা, রানার্স আপ দল পাবে ৩ লাখ, তৃতীয় ও চতুর্থ স্থানাধিকারীরা পাবে ১ লাখ টাকা করে। বিধায়ক সুজিত বসু জানান, এই ২৪টি দল গঠিত হয়েছে বিধাননগরের ১৪টি ও দক্ষিণ দমদম পৌরসভার ১০টি ওয়ার্ড থেকে।

ফ্রেঞ্চ ওপেনের নতুন রানি কোকো গফ

নিজস্ব প্রতিবেদন, প্যারিস: ফ্রেঞ্চ ওপেনে মেয়েদের টেনিসে এক নম্বর সাবালেঙ্কাকে কাঁদিয়ে নতুন রানি হলেন কোকো গফ। শনিবার ফাইনালে প্রথম সেটে দারুণ শুরু করেছিলেন সাবালেঙ্কা।

লড়াইটা ফাইনালে ছিল বিশ্বের এক ও দুই নম্বর খেলোয়াড়ের। রোলাঁ গারোতে বিশ্বের সেরা দুই মহিলা খেলোয়াড় কোর্টে নেমেছিলেন প্রথমবার ফ্রেঞ্চ ওপেনের ট্রফি জিততে। তিন সেট ও ২ ঘণ্টা ৩৮ মিনিটের লড়াইয়ে শেষে ট্রফিটা জিতলেন দুই নম্বর খেলোয়াড় কোকো গফ। বিশ্বের এক নম্বর মহিলা খেলোয়াড় আরিনা সাবালেঙ্কাকে গফ হারিয়েছেন ৬-৭ (৫/৭), ৬-২, ৬-৪ গেমে।

২১ বছর বয়সী মার্কিন তারকার এটি দ্বিতীয় গ্র্যান্ড স্লাম জয়। গফ প্রথম গ্র্যান্ড স্লাম জিতেছেন ২০২৩ সালে ইউএস ওপেনে। সেই ফাইনালেও গফের প্রতিপক্ষ ছিলেন সাবালেঙ্কা। সেই ম্যাচটাও প্রথম সেটে হারের পর ঘুরে দাঁড়িয়ে জিতেছিলেন গফ।

গফের আগে সর্বশেষ মার্কিন খেলোয়াড় হিসেবে ফ্রেঞ্চ ওপেনের মহিলা এককে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন সেরেনা উইলিয়ামস। ২০১৫ সালের সেই ফাইনালে চেক প্রজাতন্ত্রের লুসি সাফারোভাকে হারিয়ে তৃতীয়বার রোলাঁ গারো জয় করেছিলেন সেরেনা।

শনিবার ফাইনালে প্রথম সেটে দারুণ শুরু করেছিলেন সাবালেঙ্কা। এগিয়ে গিয়েছিলেন ৪-১ গেমে। সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে সেটটাকে টাইব্রেকারে নিয়ে যান গফ। সেখান থেকে আর পেরে ওঠেননি তিনি।

রবিবার বিশ্ববিদ্যালয় মাঠে শিলিগুড়ি এমকেপি বনাম মেদিনীপুর ডিএসএ-এর মধ্যে আন্তঃজেলা অনূর্ধ্ব-১৫ দুই দিনের টুর্নামেন্টের মেদিনীপুর ডিএসএ টস জিতে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিএবি জেলা কোচিং কমিটির চেয়ারম্যান মিঃ আশিস চক্রবর্তী, সিএবি জেলা কমিটির চেয়ারম্যান মিঃ অঞ্জন দাশগুপ্ত, সিএবি পর্যবেক্ষক কমিটির চেয়ারম্যান মিঃ শ্রীমন্ত কুমার মল্লিক, সিএবি ট্যালেন্ট হান্ট কমিটির মিঃ ইন্দু ভূষণ রায় এবং মিঃ তপন অডি।

লিগের প্রস্তুতিতে খামতি রাখছে না ভবানীপুর

ঋতিকা চক্রবর্তী

ভবানীপুর ক্লাব, কলকাতা লিগে ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের মতো বড় ক্লাবকে টক্কর দেয়। বরাবরই ভালো দল গড়ে লিগে প্রভাব ফেলে ময়দানের এই ক্লাব। গতবারও সুপার সিক্সে উঠেছিল ভবানীপুর। এই বছর সেই একই লক্ষ্য নিয়ে দলগঠন করেছেন ক্লাব কর্তারা।

গত বছরে খেলা দীপ সাহা, গোলকিপার শংকর রায় রয়েছেন দলে। এছাড়াও নতুন যোগ দিয়েছেন মহামেডানে খেলা সামাদ আলি মল্লিক, ফায়াজ খান, অভিজিৎ সরকার এবং বাংলার সন্তোষ ট্রফি জয়ী দলের সদস্য আবু সুফিয়ান রয়েছেন। আছেন অভিজ্ঞ গোলকিপার প্রিয়ান্ত সিং। এছাড়াও রয়েছেন গতবার ইস্টবেঙ্গলে খেলা মহম্মদ মোশারফ।

রবিবার প্রথম ডিভিশনের দল ইয়ংস কর্নারের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচে নেমেছিল ভবানীপুর এফসি। ৬-০ গোলে জয়ী হয় দল। দুটি গোল করেছেন জোজো, একটি করে গোল করেন শেখ ফায়াজ, জোজো, মিরাজ মল্লিক এবং সিজিন। দলের প্রস্তুতি নিয়ে হেড কোচ শাহিদ রামন বলেন, অনুশীলন ভালোই চলছে। সবাই পরিশ্রম করছে। সবে তো অনুশীলন শুরু হল, ধীরে ধীরে আমরা ছন্দে আসব। আশা করি, দল ভালো ফলাফল করতে পারবে।

এই বছর ভবানীপুরের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন জাতীয় দলের প্রাক্তন খেলোয়াড় ডেনসন দেবদাস। সহকারী কোচ ডেনসনের কথায়, এখনও পর্যন্ত দুই-এক যোগ দেওয়ার বাকি আছে। ভালো ছন্দে রয়েছে দল। গত বছরের অনেক খেলোয়াড়ই রয়েছে দলে। সিনিয়র-জুনিয়রদের নিয়ে ভালো দল হয়েছে।

রোলাঁ গারোয় ডাবলস শিরোপা জিতে বয়সকে হার মানালেন

নিজস্ব প্রতিবেদন, প্যারিস: স্পেনের ৩৯ বছর বয়সী গ্রানোলার্স এবং তার ৪০ বছর বয়সী আর্জেন্টাইন জেবালোস সঙ্গী তাদের চতুর্থ গ্র্যান্ড স্লাম ফাইনালে জুটি হিসেবে খেলেছিলেন প্রথমবারের মতো ক্লে-কোর্ট মেজরে। তারা ব্রিটিশ জুটি জো স্যালিসবারি এবং নিল স্কুপস্কিকে ৬-০, ৬-৭ (৫), ৭-৫ গেমে পরাজিত করেছেন।

প্যারিসে পঞ্চম স্থান অধিকারী গ্রানোলার্স এবং জেবালোস ২০১৯ সালে ইউএস ওপেন এবং ২০২১ ও ২০২৩ সালে উইম্বলডনে রানার্সআপ হয়েছিলেন। ওপেন যুগে গ্র্যান্ড স্লাম পুরুষদের ডাবলসের ফাইনালে পৌঁছানো প্রথম সম্পূর্ণ ব্রিটিশ দল ছিল স্যালিসবারি এবং স্কুপস্কি।

‘বাবরদের জন্য পাকিস্তানের দরজা এখনও খোলা’

নিজস্ব প্রতিবেদন: পাকিস্তানের হয়ে সবশেষ সিরিজে খেলতে পারেননি বাবর আজম, শাহিন আফ্রিদি, মোহাম্মদ রিজওয়ানরা। আসছে সাদা বলের সিরিজের আগে তাদেরকে গুরুত্বপূর্ণ এক বার্তা দিলেন দলটির নতুন প্রধান কোচ মাইক হেসন।

লাহোরে জাতীয় দলের অনুশীলন ক্যাম্পে বাবর আজম ও শাহীন শাহ আফ্রিদিকে আশ্বস্ত করেছেন তিনি। পাক কোচ বাবরদের জানিয়েছেন, দলের পরিকল্পনায় তারা এখনও আছেন, কোনো ফরম্যাটের দরজাই তাদের জন্য বন্ধ হয়নি।

পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) লাহোরে খেলোয়াড়দের জন্য একটি প্রস্তুতি ক্যাম্পের আয়োজন করেছে। সেখানে কোচিং স্টাফদের সঙ্গে একাধিক বৈঠক হয়। সূত্রের বরাতে জানা গেছে, হেসন বাবরকে জানিয়েছেন, ‘তুমি এখনো দলের পরিকল্পনার অংশ। তোমার জন্য কোনো ফরম্যাটই বন্ধ হয়ে যায়নি। প্রয়োজনে সুযোগ দেওয়া হবে।’

বাবরের কাছ থেকে দলীয় পারফরম্যান্স কীভাবে আরও উন্নত করা যায় সে বিষয়ে মতামতও চেয়েছেন হেসন। জানতে চেয়েছেন, বাবর সবচেয়ে বেশি কোন ফরম্যাট উপভোগ করেন।

শাহীন আফ্রিদির সঙ্গেও আলাদা বৈঠক করেন হেসন। বাবর আর শাহিন দুজনেই স্পষ্ট করে জানান, তারা লাল ও সাদা বল;দুই সংস্করণেই খেলার জন্য প্রস্তুত।

তবে বাংলাদেশের বিপক্ষে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে বাবর আজম ও মোহাম্মদ রিজওয়ানকে বিশ্রাম দেওয়া হতে পারে। টিম ম্যানেজমেন্ট মনে করছে, সদ্য শেষ হওয়া ঘরোয়া সিরিজে যারা সুযোগ পেয়েছেন তারা নিজেদের প্রমাণ করেছেন এবং তাদের আরও সুযোগ দেওয়া উচিত।

তবে শাহীন শাহ আফ্রিদি ও সুফইয়ান মুকিমকে দলে রাখার সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানায় সূত্র। আগামী মাসে বাংলাদেশের মাটিতে তিনটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলবে পাকিস্তান। যদিও এখনো আনুষ্ঠানিক সূচি প্রকাশ করেনি বিসিবি।

করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত নেইমার

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০২৩ সালের গ্রীষ্মে আল-হিলালে যোগ দেওয়ার পর থেকে সময়টা খুব ভালো যাচ্ছে না নেইমারের। ইনজুরির কারণে দীর্ঘ সময় মাঠের বাইরে থাকতে হয়েছে তাকে, এমনকি ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে সান্তোসে ফিরে এলেও খুব বেশি উন্নতি হয়নি।

ব্রাজিলিয়ান সিরি আ ক্লাবটিতে ফিরে আসার পর এখন পর্যন্ত নিজের বাল্যকালের ক্লাবের হয়ে মাত্র ১২টি ম্যাচ খেলতে পেরেছেন তিনি। ফিটনেসের অভাব ও ইনজুরির কারণে নিয়মিত মাঠে নামতে পারেননি এই তারকা ফরোয়ার্ড। সান্তোস এখন নিশ্চিত করেছে যে, নেইমার আবারও মাঠের বাইরে যেতে বাধ্য হচ্ছেন, কারণ তিনি কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হয়েছেন। ক্লাবের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তিনি গত বৃহস্পতিবার করোনা পরীক্ষায় পজিটিভ হন এবং তখন থেকেই আইসোলেশনে রয়েছেন। সান্তোস একটি অফিসিয়াল বিবৃতিতে জানায়, বৃহস্পতিবার (৫ জুন) থেকে শুরু হওয়া ভাইরাল উপসর্গের পর, সান্তোস এফসির মেডিকেল বিভাগের পরামর্শে নেইমার জুনিয়রের পরীক্ষায় কোভিড-১৯ সংক্রমণ ধরা পড়েছে। উপসর্গ দেখা দেওয়ার পর থেকেই তিনি ক্লাবের কার্যক্রম থেকে দূরে রয়েছেন এবং বর্তমানে বাড়িতে বিশ্রামে আছেন ও চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী উপসর্গভিত্তিক চিকিৎসা নিচ্ছেন।

রাজ্য সাঁতার চ্যাম্পিয়নশিপে রেকর্ড গড়ে নজর কাড়লেন সৌগত ও সৌবৃতি

অ্যান্ডোরার বিপক্ষে ইংল্যান্ডের জয়

নিজস্ব প্রতিবেদন, বার্সেলোনা: শনিবার বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে নিষ্প্রাণ ইংল্যান্ড অ্যান্ডোরার বিপক্ষে ১-০ ব্যবধানে জয়লাভ করে, অধিনায়ক হ্যারি কেনের দ্বিতীয়ার্ধের ৫০ মিনিটের গোলে তারা লজ্জা থেকে রক্ষা পায়। চার ম্যাচে টুখেলের দলের এটি চতুর্থ জয়।

বাছাই পর্বে এখনও পর্যন্ত কোনও গোল হজম করেনি ইংল্যান্ড। সেই অর্থে তেমন কোনও চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হয়নি প্রাক্তন বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের।

৮৩ শতাংশ সময় বল দখলে রেখে গোলের জন্য তারা ২০ শট নেয়, এর ১০টি ছিল লক্ষ্যে। তার পরেও এক গোলে জয়। ।১৭৩ র‍্যাঙ্কিং এ থাকা অ্যান্ডোরার বিপক্ষে এমন পারফরম্যান্সে খুশি নন টমাস

টুখেল।

৪ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষ স্থানে আছে ইংল্যান্ড। ২ ম্যাচে ৩ পয়েন্ট করে নিয়ে পরের দুটি স্থানে আলবেনিয়া ও লাটভিয়া। অ্যান্ডোরা এখনও কোনও পয়েন্ট পায়নি।

‘প্রয়াস’,এর উদ্যোগে রবিবার বেলেঘাটায় হয়ে গেল খুদে ফুটবলারদের এক অভিনব লড়াই। ছেলেদের টিমের সঙ্গে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে নেমেছিল মেয়েরা। দুটি টিমই অনূর্ধ্ব ১৩। মেয়েদের টিম বিটিএ,সিএসজেসি ফুটবল স্কুলকে এই ম্যাচে ৩-২ হারায় ছেলেদের প্রমিসার্স ফুটবল অ্যাকাডেমি। ম্যাচ পরিচালনা করেন প্রাক্তন নামী রেফারি চিত্তদাস মজুমদার। হাজির ছিলেন প্রাক্তন ফুটবলার দীপেন্দু বিশ্বাস, শান্তি মল্লিক ও ক্যাকটাস ব্যান্ড-খ্যাত সঙ্গীত শিল্পী সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় (সিধু) ও অভিজিৎ বর্মণ (পটা), ক্যালকাটা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের প্রেসিডেন্ট শুভেন রাহা, প্রাক্তন পুলিশ আধিকারিক সুরজিৎ দে।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**